ইসলামী সংস্কৃতি

বিশ্বনবী সংখ্যা

ভারতীয় ভাষায় সীরাত সাহিত্য

সম্পাদক ঃ আবু রিদা

ইসলামী সংস্কৃতি

ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

বিশ্বনবী সংখ্যা

ভারতীয় ভাষায় সীরাত সাহিত্য

সম্পাদক ❑ আবু রিদা

বর্ষ ❐ ১ সংখ্যা ❐ ২
খ্রীঃ ❐ ১৯৯৮ বঃ ❐ ১৪০৫ হিঃ ❐ ১৪১৯

ইসলামী সংস্কৃতি

ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

বিশ্বনবী সংখ্যা

ভারতীয় ভাষায় সীরাত সাহিত্য

সম্পাদক
আবু রিদা
সহঃ সম্পাদক
মুহাম্মদ হাদীউজ্জামান
নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ হেলালউদ্দীন
আমন্ত্রিত সম্পাদক
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আহ্সান আলী
সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলী
আবদুর রাকিব ❐ এস. এম. আখতার হোসেন
এমদাদুল হক নূর ❐ আবুল হাসান
প্রচ্ছদ
মুজতবা আল মামুন

দাম ঃ ১৫ টাকা

ডাক যোগাযোগের ঠিকানা
সম্পাদক
প্রযত্নে ঃ মনযুর আহমদ
৪১ ব্রাইট স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০১৭

■ পরিবেশক ■

মল্লিক ব্রাদার্স
৫৫ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা—৭৩
ইসলামিক বুক সেন্টার
২৭ বি, লেনিন সরণী
কলকাতা—১৩

■ অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান ■

Md. Saiful Islam.
Rajshahi
4.11.06

লেখা প্রকাশনী
৫৭/ডি কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা—৭৩
বাণী প্রকাশ
১২৯-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা—৭
ইউনিভার্সাল বুক সাপ্লাই
৯৬, পী. সী. সরকার
কলেজ স্ট্রীট স্টং নং—৯৬
কলকাতা—৭৩
(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন)
মদীনা কিতাব ঘর
চাঁপাডালী, বারাসাত
(বড় মসজিদ সংলগ্ন)
উঃ ২৪ পরগণা
প্রিয় বইঘর
বসিরহাট ত্রিমোহিনী
বসিরহাট
উত্তর ২৪ পরগণা

অফিস

ইসলামী সংস্কৃতি
জাহান খান মসজিদ
(কলেজ স্কোয়ার মসজিদ)
৬/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা—৭৩

■ পরিবেশক ■

মল্লিক ব্রাদার্স
৫৫ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা—৭৩

ইসলামিক বুক সেন্টার
২৭ বি, লেনিন সরণী
কলকাতা—১৩

■ অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান ■

Md. Saiful Islam.
Rajshahi
4.11.06

লেখা প্রকাশনী
৫৭/ডি কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা—৭৩

বাণী প্রকাশ
১২৯-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা—৭

ইউনিভার্সাল বুক সাপ্লাই
৯৬, পী. সী. সরকার
কলেজ স্ট্রীট স্টং নং—৯৬
কলকাতা—৭৩
(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন)

মদীনা কিতাব ঘর
চাঁপাডালী, বারাসাত
(বড় মসজিদ সংলগ্ন)
উঃ ২৪ পরগণা

প্রিয় বইঘর
বসিরহাট ত্রিমোহিনী
বসিরহাট
উত্তর ২৪ পরগণা

অফিস

ইসলামী সংস্কৃতি
জাহান খান মসজিদ
(কলেজ স্কোয়ার মসজিদ)
৬/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা—৭৩

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৭

- ইন্দো-আরব সংস্পর্শ □ ৯
  ড. আসাদুল্লাহ খান
- ইসলামের প্রাথমিক যুগে দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতিতে মহানবীর (সা) প্রভাব □ ১৮
  অধ্যাপক এম. উমার
- দাক্ষিণাত্য সংস্কৃতিতে মহানবী (সা) চর্চা ও তাঁর অবদান □ ২৩
  ড. রুখসানা পারভীন
- তামিল সাহিত্যে বিশ্বনবী (সা) চর্চা □ ২৫
  আব্দুল্লাহ আদীয়ার
- তেলেগু সাহিত্যে ইসলাম ও মহানবীর (সা) জীবন চর্চা □ ২৭
  এস. এম. মালিক
- মালায়ালম সাহিত্যে মহানবীর (সা) জীবন চরিত চর্চা □ ২৮
  শায়খ মুহাম্মদ কারাকুন্নু
- উত্তর ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতিতে ইসলাম ও মহানবীর (সা) প্রভাব □ ৩৩
  অধ্যাপক এম. উমার
- মহানবীর (সা:) জীবদ্দশায় ভারতবর্ষে ইসলাম □ ৩৮
  খোন্দকার আবদুর রশীদ
- ওড়িয়া সাহিত্যে ইসলামী সংস্কৃতি ও মহানবীর (সা) জীবনচর্চা □ ৪৩
  সাইয়েদ রহমানী
- উর্দু ভাষায় সীরাত সাহিত্য □ ৪৫
  ড. আব্দুল হক

- কয়েকটি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সীরাতুন নবী (সা) গ্রন্থাবলী □ ৫৭
- খানকাহ মুজিবীয়া গ্রন্থাগার, পাটনা □ ৫৭
- খানকাহ মুনীমীয়া গ্রন্থাগার □ ৫৮
- রাজা গ্রন্থাগার □ ৬০
- হায়দারাবাদের সালার জঙ্গ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সীরাত গ্রন্থাবলী □ ৬১
  ড. রহমত আলী খান
- পাঞ্জাবী ভাষা ও সংস্কৃতিতে ইসলাম ও সীরাতের প্রভাব □ ৬৯
  গুরদিয়াল সিং মাজযুব
- অসমীয় ভাষায় ইসলাম ও শেষনবীর জীবনী সাহিত্য □ ৭০
  তানীয়ুস মেহদী
- বাংলা ভাষায় সীরাত সাহিত্য ঃ ইতিহাস ও পর্যালোচনা □ ৭৪
  আবু রিদা

বর্ণ সংস্থাপন :
লেজার বাইটস্
৬৮বি/১এ বেলেঘাটা মেন রোড
কলিকাতা-১০

ইসলামী সংস্কৃতি

পরবর্তী বিশেষ সংখ্যা

ভারতীয় মুসলমান ঃ অর্ধ-শতাব্দীর উত্থান-পতন

আল্ আমীন মিশন

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

রেজি. অফিস ঃ
খলতপুর,
ডাক ঃ ডিহিভুরসুট,
উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া,
পিন-৭১২ ৪০৮

সেন্ট্রাল অফিস ঃ
৪১/বি/এইচ/২, জাননগর রোড (৪ তলা),
পার্কসার্কাস, কলকাতা-৭০০ ০১৭
ফোন ঃ ২৪৬-০০৫১
ফ্যাক্স ঃ ২৪৫-২০৮২

সাফল্য এক নজরে

মাধ্যমিক (১৯৯৮) ঃ মোট পরীক্ষার্থী-৩৮, পাশ-৩৬, ১ম বিভাগ ২৭, ২য় বিভাগ-৬, ৩য় বিভাগ-৩, ৮০% মার্কস-৭, ৭৫%-স্টার মার্কস-১৫, ৭০%-২৩, লেটার সংখ্যা-৭২, সর্বোচ্চ-৭১৯ (৮৯.৯%)

উচ্চমাধ্যমিক (১৯৯৬-'৯৭) ঃ মোট পরীক্ষার্থী-১৫, পাশ-১৫, ১ম বিভাগ ১১, ২য় বিভাগ-৪, ৭০%-এর উপর-৯, স্টার মার্কস-৪, লেটার ১৬, সর্বোচ্চ ৮২৪ (৮২.৪%)

মাধ্যমিক (১৯৯১-'৯৭) ঃ মোট পরীক্ষার্থী-৭৮, পাশ-৭৮, ১ম বিভাগ ৬০, ২য় বিভাগ ১৭, ৩য় বিভাগ-১, ৭০% -৩৬, স্টার মার্কস-২৩, লেটার সংখ্যা-১২৫, সর্বোচ্চ মার্কস-৬৯৬ (৮৭%)

জয়েন্ট এন্ট্রান্স (১৯৯৬ ও ১৯৯৭) ঃ মোট পরীক্ষার্থী-১৪, সফল-৬, মেডিক্যাল র‍্যাঙ্ক ১২০, ৪৩৭, ইঞ্জিনিয়ারিং র‍্যাঙ্ক ৯১,৬৮৫, ৭৮১, ৮৯২

অন্যান্য (১৯৯৬ ও ৯৭) ঃ পলিটেকনিক পরীক্ষার্থী-২৬, সফল-১৭, সর্বোচ্চ স্থান-১৪, আয়ুর্বেদিক পরীক্ষার্থী-০৪, সফল-০৩, সর্বোচ্চ স্থান-২৭, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার্থী-০২, সফল-০১, সর্বোচ্চ স্থান-১২

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বৈশিষ্ট্য ঃ

- ☐ শান্ত, মনোরম, দূষণমুক্ত ঘরোয়া পরিবেশ, উচ্চমানের পুষ্টিকর খাবার।
- ☐ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সচেতনতার জন্য ইনডিভিজুয়াল কেয়ার।
- ☐ দক্ষ, অভিজ্ঞ, দরদী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী দ্বারা সুন্দর স্কুলিং ও কোচিং।
- ☐ প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রের মানানুসারে ছোট্ট ছোট্ট গ্রুপ কোচিং।
- ☐ ছাত্রদের পড়াশোনার তীব্র প্রতিযোগিতা ও নিয়মিত অনুশীলন।
- ☐ ৬টি টার্মিনাল পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন।

ছাত্রসংখ্যা ঃ সর্বমোট ৩৪১, ১৬টি জেলার। সম্পূর্ণ ব্যয়ে ২০৪, বৃত্তিসহ ৫৯, বিনাব্যয়ে ৭৮।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী ঃ মোট কর্মী সংখ্যা ৪৯। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ২৬ ও কিচেন স্টাফ ২৩।

দুঃস্থ, মেধাবী ছাত্রদের জন্য ঃ ২৫% আসন সংরক্ষিত। এদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার সমস্ত রকম খরচ বহন করে এই মিশন, "পুওর ফান্ড" (যাকাত ফান্ড)-এর টাকা থেকে।

অবস্থান ঃ কলকাতা থেকে ৪৫ কি.মি. পশ্চিমে, উদয়নারায়ণপুর থেকে ৩ কি. মি. উত্তরে, বেতাই-ডিহিভুরসুট রোডের পূর্ব পাশে।

সম্পাদকীয়

"আমাদের কাফেলার যাত্রাপথের এই প্রারম্ভিক সূচনা যদি শুভ হয়, আমাদের প্রচেষ্টা যদি সৎ হয়, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন আমাদের সার্বিক সাফল্য দান করেন—এটাই পরম করুণাময়ের কাছে আমাদের সর্বান্তকরণে প্রার্থনা। যারা ইসলামের অনুরাগী এবং ইসলমের প্রতি যাদের সামান্যতম ভালোবাসা আছে তাদের দোওয়াও আমাদের পাথেয়। উপরন্তু তাদেরই সাহায্য-সহযোগিতা আমাদের মনোবলের উপাদান ও বাস্তবের শক্তি।" *ইসলামী সংস্কৃতি*-র প্রতিষ্ঠা সংখ্যায় (ইসলাম ও নারী) এ ছিল আমাদের আন্তরিক আবেদন।

আমাদের প্রচেষ্টায় অন্তরের সততা আছে কিনা তার বিচার করার ক্ষমতা মানুষের নেই। এর মূল্যায়ন অবশ্যই করবেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালা। তবে আমাদের কর্মপ্রক্রিয়ার বাহ্যিক মূল্যায়ন নিশ্চয়ই মানুষের এখ্তিয়ারে। সে মূল্যায়ন সাধারণতঃ হতেই থাকবে। তবে এটা এখন বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে পরম দয়াময়ের করুণাধারা অন্ততঃ বর্ষিত হয়েছে আমাদের ওপর এবং পাথেয়স্বরূপ পেয়েছি ইসলাম-দরদীদের দোওয়াও। আর এর বড় প্রমাণ আমাদের প্রতিষ্ঠা সংখ্যার (ইসলাম ও নারী) সাফল্য ও জনপ্রিয়তা। প্রবাসী পাঠকদের কাছ থেকেও পেয়েছি হৃদয়-উৎসারিত ভালোবাসা। ও আশীর্বাদ। এরজন্য আল্লাহ্র দরবারে অগণিত শুকরিয়া। আর ইসলাম দরদীদের জন্য আমার সালাম, শুভেচ্ছা ও কল্যাণ-কামনা।

ইসলামী সংস্কৃতি-র প্রতিষ্ঠা সংখ্যায় আরো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে এর 'সংখ্যাগুলো বিশেষ সংখ্যা হিসেবেই প্রকাশের চেষ্টা করা হবে।' সে প্রয়াসও আমরা অব্যাহত রেখেছি। অব্যাহত থাকবে ভবিষ্যতেও, ইনশাআল্লাহ্। আর তাই *ইসলামী সংস্কৃতির* এই দ্বিতীয় সংখ্যাও প্রকাশিত হচ্ছে বিশেষ সংখ্যা—**বিশ্বনবী বা সীরাত সংখ্যা** হিসেবে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি মত ইসলাম ও অভিন্ন দেওয়ানী আইন সংখ্যা প্রকাশ করা গেল না এবার, অনিবার্য কারণবশতঃ। এ সংখ্যা প্রকাশিত হবে পরে।

বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত-সমালোচিত ব্যক্তিত্ব। শুধু তাই নয়। পৃথিবীর অন্যান্য ব্যক্তিত্বের মত এই বিশ্বে তাঁর আলোচনা শুরু হয়নি তাঁর জন্মের পরে। বরং তাঁর পার্থিব আবির্ভাবের বহুকাল আগেই তিনি আলোচিত হয়ে আসছেন বিশ্বজুড়ে। পৃথিবীর বড় বড় ধর্মগ্রন্থের পাতা ওলটালে একথার সত্যতা ধরা পড়ে। তওরাত (Old Testament), ইঞ্জিল (New Testament) সহ বৈদিক সাহিত্যেও তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে নানানভাবে।

সুতরাং মানবেতিহাসের সূচনা পর্ব থেকে তাঁর আলোচনা অব্যাহত। কিন্তু তাঁর নবুয়তের পরে এর প্রসারতা বৃদ্ধি পেল। অতুলনীয়ভাবে। তাঁর প্রভাবে সাহিত্যের অগণিত নতুন নতুন শাখাই শুধু সৃষ্টি হল, তাই নয়, সাহিত্যের আরো অনেক শাখা-প্রশাখাও প্রভাবিত হল। পৃথিবীর সমস্ত ভাষা ও সাহিত্যে এই প্রভাব বিদ্যমান।

মহানবীর (সা) জীবন ও কর্মকাণ্ডের ইতিহাস চর্চাকে *সীরাত সাহিত্য* বলে। যুগে যুগে বিশ্বের সমস্ত ভাষায় হাজার হাজার সীরাত সাহিত্য রচিত হয়ে চলেছে। বিরামহীন প্রক্রিয়ায়। বিশ্বের আর কোনো ব্যক্তিত্বের জীবন সংক্রান্ত রচনা এর এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের সমানও নয়।

বিশ্বনবীর জন্ম মাস—রবীউল আওয়াল মাসে প্রতি বছর যত পত্র-পত্রিকার বিশেষ *সীরাত সংখ্যা* প্রকাশিত হয় বিশ্বের আর কোনো ব্যক্তিত্ব সম্পর্কীয় বিশেষ সংখ্যা এর ধারে কাছেও পৌঁছুতে পারে না। সাধারণভাবে সারা বছর এবং বিশেষভাবে রবীউল আওয়াল মাসে দুনীয়া জুড়ে তাঁর ওপর যত সেমিনার, সভা, মিলাদুন নবী (সা) অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তাঁরও কোনো তুলনা হতে পারে না।

অথচ এই বিশ্বকর্মকাণ্ডের খবর এপার বাংলার বাঙালীরা প্রায় রাখেই না বললে চলে। বিশ্ব সাহিত্যে মহানবীর (সা) প্রভাব ও চর্চা তুলে ধরা ব্যাপক গবেষণার বিষয়। কিন্তু বিশ্ব সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিয়েও যদি শুধু ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের কথাই ধরা যায় তাও তাঁর প্রভাবের দৃষ্টান্ত নযীরবিহীন। এ বিষয়ে উর্দূ ভাষা ও সাহিত্য তো এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। কিন্তু উর্দূ ছাড়াও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অজস্র সীরাত রচিত হয়েছে। অজস্র সমালোচনা ও বিশ্লেষণমূলক লেখাজোখা হয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কেও এপারের বাঙালীরা প্রায় ওয়াকিফহাল নন। আর তাই এ সংখ্যার পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে জানা যাবে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে বিশ্বনবীর (সা) প্রভাব ও সীরাত চর্চার নানান দিক। এভাবে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে সীরাত চর্চার ওপর আর কোনো সংলকন বা গবেষণা গ্রন্থ বাংলায় রচিত হয়েছে বলে সন্ধান পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে এই "সীরাত সংখ্যাটি" এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার অগ্রদূত বলা যেতে পারে।

সুতরাং এ সংখ্যাও বাঙালীদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আল্লাহ্ আমাদের দুনীয়া-আখেরাতের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করুন।

আমীন

কলকাতা
ঈদ মীলাদুন নবী
১২ রবীউল আওয়াল, ১৪১৯
৭ জুলাই, ১৯৯৮
২২ আষাঢ়, ১৪০৫

ইন্দো-আরব সংস্পর্শ

ড. আসাদুল্লাহ খান

প্রভাষক,
আযাদ কলেজ,
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস নানান তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও উপঘটনায় পরিপূর্ণ যা পরবর্তী আকর্ষণীয় ঘটনাক্রমের জন্য পরিসর সৃষ্টি করে। এ ধরণের একটি ঘটনা হল দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে মুসলমানদের সংযোগ স্থাপন এবং তা যেমনি আকর্ষণীয় তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য

দক্ষিণ ভারতের (তামিল নাড়ুর একটি অঙ্গ) সঙ্গে মুসলমানদের সংযোগ স্থাপিত হয় দুটি ভিন্ন শ্রেণীর মুসলিমদের মাধ্যমে। প্রাথমিক সংযোগ স্থাপিত হয় আরব ব্যবসায়ী ও বসতি স্থাপনকারীদের মাধ্যমে যারা আসেন দেশান্তরী হিসেবে। এই সংস্পর্শ শুরু হয় একেবারে প্রাথমিক যুগ থেকে। বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের পরেই শুরু হয় মিশনারী সংস্পর্শ। এই মিশনারী সংস্পর্শের সূত্রপাত হয় খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে।

তৃতীয় প্রকার সংস্পর্শ ঘটে খ্রীস্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে মুসলিম শাসনের বিস্তৃতির ফলে, যখন তৎকালীন দিল্লীর শাসকরা দাক্ষিণাত্যকে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন তাঁদের শাসনাধীনে।

প্রাথমিক বাণিজ্যিক ও মিশনারী সংযোগ স্থাপিত হয় আরবীয়দের মাধ্যমে প্রধানতঃ সমুদ্রপথে, অন্যদিকে রাজনৈতিক সংযোগ ঘটে তুর্কীদের মাধ্যমে স্থলপথে। আরব সংস্পর্শ ছিল দীর্ঘতর, গভীরতর ও ব্যাপকতর। আর একারণেই অমুসলিমদের ওপর তাদের (আরবদের) প্রভাব তুর্কীদের চেয়ে অনেক বেশী।

প্রায় দেড় হাজার বছর আগে নবী মুহাম্মদ (সা) একদা বলেন যে ভারত থেকে প্রবাহিত তাযা হাওয়া তিনি অনুভব করছেন। আবার আবু হিশাম বর্ণনা করেন, ইয়েমেনীয় গোত্র আল-হারিসের প্রতিনিধিদল ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্যের ঘোষণা দিতে যখন মদীনায় আসেন তখন মহানবী (সা) জিজ্ঞেস করেন বলে বর্ণিত আছে ঃ "ভারতীয়দের মত দেখতে এই লোকগুলো কারা।"

মহানবীর (সা) এই দুটো বহুল পরিচিত হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে আরবদের কাছে ভারত ছিল খুবই পরিচিত।

ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবরা ছিলেন বড় বণিক ও ব্যবসায়ী। দক্ষিণ ভারত ও চীনের সঙ্গে তারা বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন বহু প্রাচীন কাল থেকেই। আমাদের দেশের

এই অঞ্চল ও আরবের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা গ্রীক ও রোমান লেখকেরাও সমর্থন করেছেন।

তামিলনাড়ু ছিল ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এর উর্বর জমি, এর বিখ্যাত বয়ন ও মুক্তো শিল্প, পূর্ব ভারতীয় দীপপুঞ্জ ও মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে এর প্রাচীন বাণিজ্যিক সম্পর্ক এই অঞ্চলকে প্রাক-খ্রীষ্ট যুগ থেকে সম্পদ ও শক্তির সাইনোসরে পরিণত করে।

দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে আরব কলোনী স্থাপিত হয় এমনকি প্রাক-খ্রীস্ট যুগে এবং খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভিক যুগে, এবং বৈদেশিক জাহাজ পরিচালিত হত অধিকাংশই আরবদের দ্বারা, যারা প্রাচীন তামিল সাহিত্যিক ও প্রস্তরলিপি রেকর্ডসমূহে *যবন* ও *সোনোগার* হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। আগারথাসিডসের (১৭৭ খ্রীঃ পূঃ) বর্ণনানুসারে, ভারতে (একাধিক) আরব কলোনী গড়ে ওঠে। প্লিনীর (৭৭ খ্রীঃ) কথায়, খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের আগেই বহু সংখ্যক আরবীয়রা বসতি স্থাপন করে মালাবার উপকূলে (দক্ষিণ অঞ্চলের একটি অংশ)। এভাবে আরবীয় ও দক্ষিণ ভারতীয়দের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে ইসলাম প্রচারের কয়েক শতাব্দী আগেই। ইসলাম আগমনের সাথে সাথে এই প্রাচীন বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো মজবুত হয়ে ওঠে এবং নতুন ভাবে উন্নততর হয়। দ্বিগুণ উৎসাহ-উদ্দীপনায়।

সমৃদ্ধি

দক্ষিণ ভারতের হিন্দু শাসকরা বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে আরবদের সমর্থন করেন, কারণ এরফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটে। আরবদের সাথে খুবই সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করা হত এবং তাদের নিজস্ব রুচি ও পছন্দ মুতাবিক জীবনযাপন করতে দেওয়া হত, এতে সামান্যতমও প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হত না।

হিন্দু শাসকদের সদিচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আরব বণিকরা সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। কুইলন, কালিকট, কায়ালপতনম, মাদুরাই, টিরুচি, তাঞ্জোর ও রামনাথপুরমে তারা স্থাপন করে বহু বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

বিস্তৃতি

প্রাক-ইসলামী যুগ থেকে যে বাণিজ্যিক লেনদেন চলে আসছিল খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে ইসলামের উত্থানের সাথে সাথে সেই বাণিজ্যিক বিস্তৃতির আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে ওঠে। আরবদের ইসলামে প্রত্যাবর্তন আরবদের দক্ষিণ ভারতে আসতে আরো উৎসাহিত করে। অধিকন্তু মহানবীর (সা) কয়েকজন সাহাবা দক্ষিণ ভারত ও তামিলনাড়ুতে আসেন মিশনারী প্রচারে।

দক্ষিণ ভারতে ইসলামীক মিশনারীরা নিজেদের আদর্শ ও ব্যবহারে এক বিশাল সংখ্যক মানুষের হৃদয় জয় করে ইসলামী বিশ্বাসের প্রতি আকৃষ্ট করেন। ইসলামের মানবিক আবেদন, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ব্যবহারিক আদর্শ, স্রষ্টা সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ প্রভাবশালী ব্যাখ্যা, সামাজিক শ্রেণীবিভেদহীন এক সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা যার ভিত্তি আল্লাহ্-ভীতির ওপর নির্ভরশীল— মানুষকে প্রভাবিত করে। গোত্র ও পদমর্যাদার প্রতি কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব ও কুসংস্কার ছাড়াই

মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা ও প্রকৃত মর্যাদা দান করাই ছিল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম যার ফলে এই অঞ্চলে ইসলামের প্রতি ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এই নববিশ্বাসীদের চিন্তা-চেতনায় ইসলাম মৌলিক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে।

সংক্ষেপে, মুসলিম সুফী ও সাধকরা সাধারণভাবে দক্ষিণে এবং বিশেষভাবে তামিল নাড়ুতে ছিলেন ইসলামের আলোকবর্তিকা। এই প্রাথমিক যুগের মুসলিম মিশনারীরা দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন যা ইসলামী সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্র ও পীঠস্থানে পরিণত হয়। মহানবীর (সা) বিশিষ্ট সাহাবী হজরত সামীম আল-আনসারী, সাইয়েদানা আক্কাশ, মালিক বিন দীনার (রা) এবং অন্যান্যরা ইসলামের স্বার্থে কঠোর পরিশ্রম করেন। কয়েকটি প্রাচীনতম মসজিদ রয়েছে এই অঞ্চলে।

বসতিস্থাপন

দক্ষিণে তৃণমূল স্তরে ইসলাম বিস্তারের ফলে বহু মুসলিম বসতি স্থাপিত হয় দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশে। আরব মুসলিম বণিক ও বসতিস্থাপনকারীরা বিভিন্ন গোত্র ও সংস্কৃতির আঞ্চলিক মেয়েদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন, আর এভাবেই ইন্দো-আরব বংশোদ্ভূত মিশ্র সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, যেমন, মাপ্পিলা, মারাইক্কাইয়ার, ল্যাবী, নবাইয়াট, জনাগান এবং রাওসার ইত্যাদি। ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা ও ধর্মের জন্য প্রত্যেকেই যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করেন।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তামিল রাজাদের সঙ্গে আরব বণিকদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক। মুসলিম আরবরা কখনও রাজনৈতিক আধিপত্যের কথা ভাবতেন না। এমনকি বণিক ও ক্ষুদ্র মুসলিম জনগণের প্রধান হিসেবে তারা রাজদারবারে ক্ষমতা ও প্রভাব খাটাতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ জামালুদ্দীন মুফতী মালাবারী, সাইয়েদ তাজুদ্দীন, তাকীউদ্দীন আব্দুল রহমান, ইরভাদির সুলতান ইব্রাহীম শাহদী এবং তাঁর উত্তরাধিকারী সিরাজুদ্দীন, নিজামুদ্দীন প্রমুখ এই অঞ্চলে অসাধারণ প্রভাব ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন।

সম্পর্ক

দূরবর্তী দক্ষিণ অঞ্চলের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ভিত্তি ছিল সদিচ্ছা, মহানুভবতা এবং সহিষ্ণুতা।

আরব মুসাফির, বণিক ও পণ্ডিতেরা তাদের লেখাজোখায় তামিল নাড়ুর স্থানীয় অধিবাসীদের *জীবনধারণ*, রীতিনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক বিস্তারিত বর্ণনা রেখে গেছেন। পাণ্ড শাসকদের আল-ফান্দি বলে তারা অভিহিত করেছেন এবং চোলা অঞ্চলকে চৌ ম্যাণ্ডেল।

তৎকালীন হিন্দী শাসকবৃন্দ কতৃক এই জ্ঞানালোকিত নীতির ফলেই ইসলাম বেশ বিস্তার লাভ করে এই অঞ্চলে। রাষ্ট্রকুট বংশ দাক্ষিণাত্যে শাসন করেছেন ২০০ বছরের বেশী সময় ধরে, তাদেরকে আরব পর্যটকরা *বালহারী* নামে অভিহিত করেছেন। তাদেরই রাজত্বে মুসলমানেরা বিস্তার ও সমৃদ্ধি লাভ করে। নির্মিত হয় অসংখ্য মসজিদ এবং ইসলাম ঐতিহ্যমণ্ডিত হয়। মুসলিম ও স্থানীয় অমুসলিম শাসকদের মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

হুমকী?

ইসলাম হুমকী হয়ে দাঁড়ায়নি কখনও। অথবা একে সেভাবে দেখাও হয়নি। আর সেকারণেই মুসলিম মিশনারী ও বণিকরা অভ্যর্থিত হয়েছেন ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছেন। মুসলিমরা সর্বদা দৃষ্টান্তমূলক ব্যবহার উপহার দিয়েছেন। তারা আদর্শ জীবনযাপন করতে থাকেন এবং এই অঞ্চল, স্থানীয় সংস্কৃতি ও জনগণের সঙ্গে নিজেদেরকে একাত্মভূত করে তোলেন এবং এভাবেই তারা স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেন। বিষয়টা এ ঘটনা থেকেই স্পষ্ট যে খোদ এ রাজ্যেই এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে তামিল মুসলিম সংস্কৃতির প্রভেদ রয়েছে।

হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক তামিল নাড়ু ইসলামের ইতিহাসে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যাইহোক, এই অঞ্চলের হিন্দুদের সঙ্গে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের সংস্পর্শ দুর্ভাগ্য-বশতঃ এখনও রহস্যাবৃত। এরজন্য ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন।

কর্মকাণ্ড

অনুরূপভাবে, মহানবীর (সা) বিখ্যাত বংশধর ইরবাদীর সুলতান ইব্রাহীম শহীদ পাণ্ড দেশে ইসলাম প্রচার করেন খ্রীস্টীয় ১২শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং ইরবাদীতে যা এখন রামনাথপুরম নামে পরিচিত, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর এই বিশাল কর্মতৎপরতা ও অবদান তামিল নাড়ুর ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। অথচ বিষয়টি সম্পর্কে খুব কম লোকই ওয়াকিফহাল।

দক্ষিণ ভারতে ইসলামের উপস্থিতি মুসলমান ও স্থানীয় জনগণ উভয়েরই সাধারণ ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক মৌলিক পরিবর্তন আনে। পোষাক-পরিচ্ছদ, খাবারদাবার, সামাজিক চালচলন, শিল্প, সাহিত্য এবং ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে ইসলাম গভীর প্রভাব বিস্তার করে এখানকার জনগণের ওপর। তামিল নাড়ুর ইতিহাসে পরবর্তীকালে মালবাবারের সালতানাত অস্তিত্ব লাভ করে। ইন্দো-আরব সম্পর্ক ইসলাম-পূর্ব যুগ থেকেই ছিল শান্তিপূর্ণ, আন্তরিক, সক্রিয় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাথমিক যুগের আরব বসতিস্থাপনকারী

(৭৫০ খ্রীস্টাব্দের আগে)

১. **বানূ সাকীফ**—এদের অধিকাংশই বসতিস্থাপন করে সিন্ধু ও মাকরানে।
২. **বানূ আব্দুল কায়েস**—প্রকৃতপক্ষে তারা বাহরাইনের লোক। মাকরান, সিন্ধু, মালাবার ও সিরান্দীপ তাদের দ্বিতীয় আবাসভূমি।
৩. **বানূ তামীম**—এরা ওমান ও বাহরাইনের অধিবাসী এবং নিম্নতর সিন্ধুতে এরা বসতি স্থাপন করে স্থায়ীভাবে।
৪. **বানূ সামা**—এরা ওমানের বাসিন্দা এবং সিন্ধু থেকে গোয়ার উপকূলবর্তী এলাকায় এরা বসতি স্থাপন করে।

৫. **বানূ হেবার বা কুরাইশ**—এরাও সিন্ধু এবং মুলতানে বসতি গড়ে তোলে।
৬. **বানূ আযখদ** — এরাও ওমানের লোক এবং সিন্ধু প্রদেশে বসবাস করতে থাকে।
৭. **বানূ মাহালাব**—বানূ আয্দ-এর অধীনেই একটি গোত্র, এরাও সিন্ধুতে বসতি বিস্তার করে।
৮. **বানূ কাল্ব**—সিন্ধুতে বসতি গড়ে তোলে।
৯. **বানূ কিলাব**—এদেরও বসতি বিস্তার হয় সিন্ধুতে।
১০. **বানূ নিমর বিন কাসিত**—মাকরান থেকে সিন্ধু এলাকায় তারা বসতি বিস্তার করে।
১১. **বানূ শায়বান**—উচ্চতর সিন্ধুতে এদের আবাসভূমি গড়ে ওঠে।
১২. বানূ মুগাইরা — সিন্ধী ভাষায় তাদেরকে বলা হয় নূরিয়া অথবা মোরিয়া।
১৩. বানূ মূর্রা
১৪. বানূ বকর বিন ওয়াইল
১৫. বানূ আসাদ
১৬. বানূ বাহিলা
১৭. বানূ বাযিন
১৮. বানূ হুযাইল
১৯. বানূ সাকাসাক
২০. বানূ বাজাইলাহ
২১. বানূ কুশাইর
২২. বানূ সালাম
২৩. বানূ হামদান
২৪. বানূ কায়েস
২৫. বানূ হিলাল
২৬. বানূ হারিস
২৭. বানূ আল্লাফ
২৮. বানূ মূযাইনা
২৯. বানূ জাফা
৩০. বানূ তাঈ
৩১. বানূ কাইন
৩২. বানূ ইয়ারবূ
৩৩. বানূ অম্বর
৩৪. বানূ মূরাদ
৩৫. বানূ খূযা
৩৬. বানূ কূলা
৩৭. বানূ কূযা

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবীর (সা) যেসব সাহাবা (রা) ভারত পরিদর্শন করেন

১. হজরত উসমান বিন আবুল আসী সাকাফী (রা)—
তিনি মহানবীর (সা) একজন বিখ্যাত সাহাবা (রা)
২. হজরত হাকাম বিন আবুল আসী সাকাফী (রা)—
তিনি হজরত হাকামের (রা) ভাই এবং একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস।
৩. হজরত রাফী বিন যিয়াদ হারাসী (রা)।
৪. হজরত হাকাম বিন আমরু সালাবী (রা)।
৫. হজরত সাহর বিন আব্বাস আবাদী (রা)।
৬. হজরত আব্দুল্লাহ বিন উমাইর আশজাঈ (রা)।
৭. হজরত উবাইদুল্লাহ বিন তাইমী (রা)
৮. হজরত মাশজে বিন মাসূদ সালামী (রা)
৯. হজরত আব্দুর রহমান বিন সুমরাহ (রা)
১০. হজরত সিনান বিন সালমা হুযালী (রা)
১১. হজরত মুনযির বিন জারুদ আবাদী (রা)—
তিনি ইন্তেকাল করেন ভারতে এবং কবরস্থ হন কুসদারে।

ইসলামের প্রথম যুগের তাবেয়ী যারা ভারত পরিদর্শন করেন

বিশাল সংখ্যায় তাবেয়ীন ভারত পরিদর্শন করেন। এই তালিকায় কেবলমাত্র বিখ্যাত কয়েকজন তাবেয়ীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হল ঃ

১. হজরত হুকাইম বিন জাবালাহ আবাদী (র)— তিনি ভারতীয় ভাষাসমূহের একজন পণ্ডিত ছিলেন এবং ভারতের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল তিনি পরিদর্শন করেন।
২. হজরত ইমাম হাসান বাসারী (র)।
৩. হজরত সায়ীদ বিন হাশশাম আনসারী (র)।
৪. হজরত সাগির বিন দা'র (র)।
৫. হজরত হারিস বিন মুর্‌রা আবাদী (র)।
৬. হজরত সায়ীদ বিন কিন্দীর কুশাইরী।
৭. হজরত শিহাব বিন মাখারিক তামিমী (র)।
৮. হজরত সাইফী বিন ফুসাইল শায়বানী (র)।

৯. হজরত উমাইর বিন উবাইদুল্লাহ্ বিন মামার কারশী তাইমী (র)।
১০. হজরত রশীদ বিন আমরু জাদীদী আবদী (র)।
১১. হজরত মহলাব বিন আবী সাফরাহ আযদী।
১২. হজরত আব্দুল্লাহ বিন সুওয়ার আবদী (র)।
১৩. হজরত হার্‌রা বিন হার্‌রা বাহলী (র)।
১৪. হজরত উবাদ বিন যিয়াদ আবূ সুফীয়ান (র)।
১৫. হজরত হাকাম বিন মুনযির বিন জারূদ আবদী (র)।
১৬. হজরত সায়ীদ বিন আসলাম কিলাবী (র)।
১৭. হজরত মাজা বিন সার তামিমী (র)।
১৮. হজরত মুহাম্মদ বিন কাসিম সাকাফী (র)।
১৯. হজরত হাকাম বিন ওয়ানা কালবী (র)।
২০. হজরত ইয়াযীদ বিন আবী কাবশা সাকাসাকী (র)।

বিশ্বনবীর (সা) যুগে ভারতীয় মুসলমান

১. বীর্‌যতান আল-হিন্দী

হাফিয ইবন হাজর তাঁকে মুদরিকীন নামে অভিহিত করেছেন। মুদরিকীন সেইসব ব্যক্তিদের বলা হয় যারা তাদের জীবনের একাংশ অতিবাহিত করেছেন জাহিলী (অজ্ঞতা) যুগে এবং পরবর্তীকালে মহানবীর (সা) পবিত্রতম যুগে ইসলাম কবুল করেছেন। বীর্‌যতান আল-হিন্দী পেশায় ছিলেন একজন চিকিৎসক এবং ইয়েমেনে তিনি চিকিৎসা কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ৬২৮ খ্রীস্টাব্দে।

২. বাযান

বাযান ছিলেন বেলুচিস্তান উপকূলের কাছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন শাসক যার রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল আরব সাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত এবং তাঁকে পারস্য রাজার নির্দেশ পালন করতে হত। ৬২৮ খ্রীস্টাব্দে পারস্য রাজার নিহত হওয়ার খবর শোনার সাথে সাথেই তিনি ইসলাম কবুল করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, তার গোটা সেনাবাহিনীও ইসলাম কবুল করেন। এই সেনাবাহিনীর সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন ভারতীয়।

৩. কনৌজের রাজা সরবাতিক

হাফিয ইবন হাজর লিখেছেন, আবূ সায়ীদ মুযাফফার বিন আসাদ হানাফী তাবীবের মতানুসারে, "সরবাতিক দাবী করেন তিনি কনৌজের রাজা। তিনি বলেন তিনি মহানবীকে (সা) তিনবার দেখেছেন। দু'বার মক্কায় এবং একবার মদীনায়।" তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে মহানবী (সা) ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন।

৪. বাবা রতন

তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের ভাটিন্ডার একজন আধ্যাত্মিক চরিত্রের মানুষ। পাক নবীর (সা) পবিত্র যামানায় তিনি ইসলাম কবুল করেন।

৫. মালাবারের রাজা সামরী

বলা হয়, মালাবারের রাজা সামরী পাকনবীর (সা) ইঙ্গিতে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মহান ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। এঘটনাই তাঁকে মহানবী (সা) সম্পর্কে জানতে উৎসাহিত করে। তিনি আরব পরিভ্রমণ করেন ও মহানবীর (সা) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ভারতে ফিরে আসার পথে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীদের বলে যান যে তারা যেন মুসলিমদেরকে যাবতীয় সম্ভাব্য সাহায্য-সহযোগিতা করেন। সুতরাং তারা পশ্চিম উপকূলে শত-সহস্র মানুষকে ইসলাম কবুল করতে সাহায্য করেন।

৬. আলওয়ারের রাজা

পাক নবীর (সা) যামানায় তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে দাবী করেন।

[শেষের চারজনের দাবি এখনও প্রমাণ সাপেক্ষ। এখানে উল্লেখ করা হল বিভিন্ন সূত্র থেকে কেবলমাত্র তাঁদের দাবী অনুসারেই।]

প্রাথমিক যুগের ভারতীয় মুসলমান
(৬৬০ খ্রীস্টাব্দের আগে)

১. হজরত তাবীব যাত্তী মাদানী

হজরত তাবীব একজন ভারতীয় জাট এবং মদীনায় ভারতীয় থেরাপীর একজন বহুল পরিচিত চিকিৎসক। তিনি ইসলাম কবুল করেন। একবার তিনি উম্মুল মুমেনীন হজরত আয়েশাকে (রা) চিকিৎসা করেন, যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সম্ভবতঃ মদীনায় বসবাসকারী গোটা ভারতীয় গোত্র ইসলাম কবুল করে।

২. হজরত খাওলা সিনদিয়া হানফীয়া

সিন্ধু বংশোদ্ভূত হজরত খাওলা ছিলেন হজরত আলীর (রা) মিল্ক-ই-ইয়ামীন। ইমামার লড়াইয়ে তিনি যুদ্ধবন্দী হন। তাঁকে নিয়ে আসা হয় মদীনায়। হজরত আলীর (রা) বিশিষ্ট পুত্র—হজরত মুহাম্মদ বিন হানফীয়া, নফ্স-ই-যাকীয়া—জন্মগ্রহণ করেন হজরত খাওলার গর্ভে।

৩. হজরত আবূ সালীমা যাত্তী

হজরত আবূসালীমা ছিলেন একজন ভারতীয় জাট। তিনি একজন তাবেয়ী। অসাধারণ ধর্মপরায়নতা ও উদারতার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। চতুর্থ খলীফা হজরত আলী (রা) তাঁকে বসরার ট্রেজারীর রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেন। তাঁর অধীনে ছিল প্রায় ৪০০ জাট এবং সিন্ধী মুসলিম সেনা।

৪. বসরার ভারতীয় মুসলিম

বসরার ভারতীয়দের অধিকাংশই ছিল সৈনিক। তারা সিন্ধু ও কুরুক্ষেত্রের লোক। তারা আশ্রয় নেন ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। প্রাথমিক যুগের সূত্রানুযায়ী দেখা যায়, তাদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। ৬০০ খ্রীস্টাব্দের আগে তাদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেন।

৫. কুফার ভারতীয় মুসলমান

হাজার হাজার ভারতীয় কুফা এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের অধিকাংশই ইন্দো-গাঙ্গেয় সমতল ভূমির লোক। তাঁরা ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন ইসলামী বাহিনীতে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইসলামী পণ্ডিত
(৩য় শতক হিজরী পর্যন্ত)

১. **আবূ মাশার সিন্ধী ঘরানার পণ্ডিত গোষ্ঠী**
   - ক. আবু মাশার নুজাই বিন আব্দুর রহমান সিন্ধী
   - খ. মুহাম্মদ বিন আবূ মাশা সিন্ধী
   - গ. হুসাইন বিন মুহাম্মদ বিন আবূ মাশার সিন্ধী
   - ঘ. দাউদ বিন মুহাম্মদ বিন আবূ মাশার সিন্ধী

২. **বেলমানী ঘরানার পণ্ডিত গোষ্ঠী**
   - ক. আব্দুর রহমান আবূ যায়েদ বেলমানী
   - খ. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বেলমানী
   - গ. হারিস বেলমানী
   - ঘ. মুহাম্মদ বিন হারিস বেলমানী
   - ঙ. মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম বেলমানী

৩. **মুকসিম কাইকানী ঘরানার পণ্ডিত গোষ্ঠী**
   - ক. মুকসিম কাইকানী
   - খ. ইব্রাহীম বিন মুকসিম কাইকানী
   - গ. রাযী বিন ইব্রাহীম বিন মুকসিম কাইকানী
   - ঘ. ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম বিন মুকসিম কাইকানী
   - ঙ. ইব্রাহীম বিন ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম বিন মুকসিম কাইকানী

৪. **ইমাম মাকহুল সিন্ধী**

৫. **আবূল আত সিন্ধী**

৬. **আমরু বিন আবীদ বিন বাব সিন্ধী**

ইসলামের প্রাথমিক যুগে দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতিতে মহানবীর (সা) প্রভাব

অধ্যাপক এম. উমার

প্রাবন্ধিক আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অব্ এ্যাডভান্সড্ স্টাডির ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। মধ্যযুগের ভারতের ওপর বেশ কয়েকটি বই তিনি লিখেছেন।

হিন্দু সংস্কৃতি মিশ্র চরিত্রের। এই সংস্কৃতি অন্তর্ভূক্ত করে বিভিন্ন ধারার মতবাদ। এর মূল বিশ্বাসে সন্নিবেশিত বিভিন্ন সামাজিক স্তরের প্রথা, আচার, অনুষ্ঠান, শিল্প, ধর্মীয় বিশ্বাস ও দর্শন।

ভারতীয় জীবনব্যবস্থার মিশ্ররূপ প্রাচীন, কারণ ইতিহাসের প্রাথমিক লগ্ন থেকে ভারত ভিন্ন ভিন্ন বিপরীতমুখী সভ্যতার মিলনক্ষেত্র।

প্রবণতা

এই প্রবণতা ভারতীয় ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুতঃ এর সাংস্কৃতিক উন্নতির পদ্ধতি দেখা যেতে পারে তিনটি ধারার সংমিশ্রণ হিসেবে।

ভারতীয় সমাজ বিভক্ত ছিল দুটি প্রধান স্পষ্ট শ্রেণীতে। একটি উঁচু এবং আর একটি নিচু। প্রথম শ্রেণীটি সংখ্যায় ক্ষুদ্র কিন্তু তারা খুব উন্নত ধর্ম, সামাজিক মতবাদ ও সংস্থার অধিকারী; দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত বিশাল সাধারণ জনগণ যাদের অবস্থান সাংস্কৃতিক সিঁড়ির নিম্নতর স্তরে।

যাইহোক, তৃতীয়টি উদ্ভূত বিদেশী প্রভাবে যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ বিষয়ের পূর্ণতা অর্জনে তাদের অবদান রেখেছে।

হিন্দু ধর্ম, দর্শন এবং শিল্পকলায় মুসলিম প্রভাব অথবা ইসলামের শিক্ষা আনে মৌলিক পরিবর্তন। শিল্পকলায় এ প্রত্যক্ষ করে স্থাপত্য শিল্প ও চিত্রকলার একটি নতুন শাখার ক্রমবিকাশ, সাহিত্যে সংস্কৃত শিক্ষার অবনতি ও মাতৃভাষাসমূহের উত্থান, এদের মধ্যে উর্দু উল্লেখযোগ্য এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবীয় ধারণার অনুপ্রবেশ হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্র, হিসাবশাস্ত্র ও জ্যোর্তিবিদ্যায়। সমাজ জীবনের প্রতিটি বিভাগে সার্বিক পরিবর্তন এত বেশী পরিমাণে হয় যে এর মাধ্যমে সূচনা হয় একটি নতুন যুগের।

এই যুগকে ৫০০ বছরের দুটি সমান সমান মেয়াদে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমটি ৮ম শতক থেকে ১৩শ শতক পর্যন্ত আর দ্বিতীয়টি ১৩শ থেকে ১৮শ শতক পর্যন্ত। প্রথমভাগে ইসলাম শান্তিপূর্ণভাবে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে দক্ষিণে এবং দ্বিতীয় ভাগে ইসলাম বস্তুতঃ ভারতীয় উপমহাদেশে হয়ে ওঠে প্রভাবশালী শক্তি।

দক্ষিণ

সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে ইসলামের উত্থান এবং একটি কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে আরব গোত্রসমূহের সংযুক্তিকরণ তাদের প্রসারের আন্দোলনে অসাধারণ উৎসাহ জোগায়। আরব বণিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল ভারতের সঙ্গে এমনকি ইসলামের উত্থানের আগেই। মুসলিম প্রভাব বৃদ্ধি প্রায়। দ্রুত। ড. তারাচাঁদ মন্তব্য করেন ঃ "তাদের বসতি স্থাপন করার সাথে সাথেই তারা মিশনারী তৎপরতা অবশ্যই শুরু করে থাকবে, কারণ ইসলাম অপরিহার্যভাবে মিশনারী ধর্ম এবং প্রত্যেক মুসলমান তার ধর্মের একটি মিশনারী। নবম শতাব্দী খুব বেশী এগিয়ে যাওয়ার আগেই তারা ছড়িয়ে পড়ে ভারতের গোটা পশ্চিম উপকূলে এবং হিন্দু জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করে একটি বিপ্লব, যেমন তাদের অভিনব বিশ্বাস ও ইবাদাতের মাধ্যমে তেমনি তাদের প্রবল উদ্দীপনার মাধ্যমে যা তারা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে গ্রহণ করে ও প্রচার করে।

দক্ষিণ ভারত তখন ধর্মীয় দ্বন্দ্বের দ্বারা গভীরভাবে আন্দোলিত হয়, কারণ নিও-হিন্দুইজম (বা হিন্দু পুনরুজ্জীবন) কতৃত্ব অর্জনের জন্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সঙ্গে লড়াই করছিল। এইরকম পরিস্থিতিতে ইসলাম ময়দানে এসে হাজির হয় সহজ-সরল ধর্মীয় ফর্মূলা, সুন্দর ব্যাখ্যাকৃত ধর্মীয় মতবাদ ও আচার, সামাজিক কাঠামোর গণতান্ত্রিক তত্ত্ব এবং আল্লাহ্‌র একত্বের মতাদর্শ নিয়ে। এর ফলে অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, মালাবারের চেরামান পেরুমাল রাজারা ধর্মান্তরিত হন নতুন বিশ্বাসে। রাজার ধর্মান্তরকরণ অবশ্যই প্রজাদের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। য্যামোরিনের অধিষ্ঠানের পর এটা প্রথায় পরিণত হয় যে মুমিনদের মত পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা, এবং মাপ্পিলাদের[১] হাতে রাজমুকুট পরিধান করা। য্যামোরিন ইসলাম সমর্থন করেন এবং ধর্মান্তরকরণ উৎসাহিত করেন। এ যুগে ইসলাম স্পষ্টতঃ বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে।

ইসলাম তার সরলতার কারণে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এতে খুব সামান্যই উপদেশাবলী এবং আচার। আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস, নামায, রোজা, যাকাত, মানবতার ত্রানকর্তা মুহাম্মদকে (সা) আল্লাহ্‌র নবী হিসেবে বিশ্বাস ইসলামের মূল ভিত্তি। সামাজিক স্তরে এর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্য হল মুসলিমদের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নিশ্চয়তা দান আর তাই স্বাভাবিকভাবেই যাজক শ্রেণীর গুরুত্বহীনতা। আল্লাহ্‌র একত্বের তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে দেবদেবীর উপাসনা ও মূর্তির পুজো-অর্চনা।

---

১. দক্ষিণ ভারতীয় মুসলিমদের একটি গোষ্ঠীর নাম যারা আরবীয় ও ভারতীয় মিশ্র বংশোদ্ভূত— সম্পাদক।

প্রেরণা

এভাবে ইসলামের প্রভাবে হিন্দু সমাজের সংস্কার আন্দোলন এবং ধর্ম যথেষ্ট প্রেরণা পায় এবং রামানুজ, মাধব এবং আরো অনেক হিন্দু সাধু এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ইসলাম অভাবনীয়ভাবে প্রভাবিত করে ভারতীয় সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে।

রামানুজের শিক্ষাবলীতে একত্ববাদ, হৃদয় উৎসারিত উপাসনা, আত্মোৎসর্গ এবং শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার ওপর বর্দ্ধিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়, উপরন্তু এসবে বর্ণবিদ্বেষের কঠোরতা হ্রাস করা হয় এবং অযথা আচারের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করা হয়। ফলস্বরূপ একত্ববাদ ভারতের প্রভাবশালী ধর্মে পরিণত হয়। এক আল্লাহকে ডাকা যেতে পারে বিভিন্ন নামে। 'কিন্তু সবার ওপরে তিনি এক।' সুকর্ণ, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধব, নিমাবারকা এবং স্তবকীর্তনকারীরা তাদের চিন্তাভাবনা ও ধর্মীয় কণ্ঠস্বরে ইসলামের সঙ্গে নিকটতর সাদৃশ্য প্রদর্শন করেন।

বাস্তবতঃ ইসলামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে বেশকিছু উপাদান হিন্দুইজমে সন্নিবেশিত হয় এবং এইসব উপাদানসমূহ ভারতে উপস্থাপিত হয় ইসলামী মেজাজে।

উপরোক্ত সাধকদের শিক্ষাদীক্ষা হিন্দু ধর্ম ও সামাজিক পরিকাঠামোয় তীব্র আঘাত হানে। তারা বর্ণবিদ্বেষ ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন। রামানুজ প্রদান করেন শুদ্রদের মন্দিরে যাওয়ার অধিকার এবং আত্মোৎসর্গের মতাদর্শ ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির আদর্শ প্রচার করেন।

ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য শর্ত। ইসলাম থেকে রামানুজ এই দর্শন গ্রহণ করেন।

এখনো পর্যন্ত যা কিছু মনে করা হয় ইসলামের প্রভাব তার চেয়ে বেশী স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। তারা হল *লিঙ্গাইয়াত* (Lingayats) এবং *সিদ্‌হার* (Sidhars)

লিঙ্গাইয়াতরা ছিল এক ঈশ্বরের পূজারী যিনি অনির্দিষ্ট, স্বাধীন ও অদৃশ্য সত্ত্বা। তিনি আত্মা ও প্রকৃতির স্রষ্টা। এসব ইসলামের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। লিঙ্গাইয়াতরা বিশ্বাস করত এক ঈশ্বর, এক সদ্‌গুরু, সকল মানুষের জন্য এক পথের আদর্শে এবং তারা প্রত্যাখ্যান করে জন্মান্তরের মতবাদ। ইসলাম বিশ্বাস করে না আত্মার দেহান্তরের মতবাদে। হিন্দু ধর্মলিপির তত্ত্বকে তারা স্বীকৃতি দেননি।

তাদের একটি শ্লোকে তারা বলেন ঃ

"ঈশ্বর এক এবং *বেদ* এক,
নিঃস্বার্থ এবং সত্য গুরু একজন, এবং তার
বুনিয়াদী আচারও এক।"

সিদ্‌হাররা ছিল দার্শনিক রসায়নবিদের গোষ্ঠী। তারা যেমন ছিল *যোগী* তেমনি ছিল চিকিৎসক ও রসায়নবিদ। *ব্রাহ্মণদের* তারা পছন্দ করত না। তাদের লেখাজোখায় তারা তাদের (*ব্রাহ্মণদেরকে*) বিদ্রুপ করত এবং তাদের সামাজিক পরিকাঠামো, ধর্মীয় পর্যবেক্ষণ এবং ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর বিরুদ্ধে সীমাহীন ঘৃণা পোষণ করত। তারা ছিল শান্তিপূর্ণ একত্ববাদী। *সিদ্‌হাররা* ছিল ভালোবাসার প্রতি উৎসর্গীত পথের অনুসারী। তারা শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিশ্বাস করত না।

ব্রাহ্মণদের কাছে পতিরাকিরিয়ার আবেদন রাখেন ঃ
ও ব্রাহ্মণেরা, আমার কথায় মনোযোগ দিন,
সমগ্র এই পবিত্র ভূমিতে
রয়েছে একটি মাত্র মহান জাতি,
একটি বংশ এবং ভ্রাতৃত্ববোধ,
এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সবার ওপরে
তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন একক রূপে
জন্মসূত্রে, আকারে এবং বচনে।

উপরের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট, *সিদ্‌হাররা* ছিল কঠোর একত্ববাদী। তারা বেদ, শাস্ত্র, অথবা পৌত্তলিক ক্রিয়াকর্ম এবং অবান্তর জীবাত্মার দেহান্তরবাদ মানত না। *সিদ্‌হারদের* শ্লোক আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ইসলামের আপোষহীন কঠোরতার কথা।[২] তাদের ঈশ্বরের ধারণা এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ ইসলামের শিক্ষাবলীর দ্যোতক কারণ উভয়ই চূড়ান্ত বাস্তবতাকে জ্ঞানালোক হিসেবে বর্ণনা করে এবং নিখিল বিশ্ব জাগতিক শক্তির মধ্যে উভয়ই প্রেমকে দেয় প্রভাবশালী মর্যাদা।

ভক্তি

প্রেম আল্লাহ্‌র প্রথম সৃষ্টি। ভক্তি অথবা বিশ্বস্থ আত্মোৎসর্গ মনুষ্যজীবনে লক্ষ্য অর্জনের উপায়। গুরু নিরূপিত হয় 'দেবতার থেকেও মহত্তর হিসেবে।' সংক্ষেপে *লিঙ্গাইয়াতবাদ* হল এমনতর প্রভাবের ফসল যা এইসব মুসলমানেরা উপহার দেয় ভারতের এইসব অঞ্চলে। তাদের মতাদর্শ ও আচার-পদ্ধতির চরিত্র ছিল বৈপ্লবিক। জীবাত্মার দেহান্তরবাদ, (মৃতদেহ) দাহ করার প্রথা, বিশোধক মৃত্যুসংক্রান্ত বাহ্যিক অনুষ্ঠানের মত বদ্ধমূল হিন্দু মতবাদ বর্জন, লিঙ্গ ও বর্ণবৈষম্যের বিলোপসাধন এবং বিবাহপ্রথা ও ঈশ্বরের [(*আল্লামা*) যে নামের মূল উৎস ইসলাম] ধারণার সংস্কারসাধন অবধারিতভাবে ইঙ্গিত দেয় এসবের অনুপ্রেরণার উৎস ইসলাম।

সংক্ষেপে, দক্ষিণে ধর্মীয় চিন্তার অগ্রগতির ফলে ইসলামীক মতাদর্শ ক্রমবর্ধমানহারে সন্নিবেশিত হয় হিন্দু ব্যবস্থায়। শঙ্কর, রামানুজ এবং অন্যান্যদের দর্শনের মূল উৎস ছিল অতীত ব্যবস্থায়, কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে *বিরসৈব* এবং সিদ্‌হাররা ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ব্যাপকভাবে।

---

২. একথা বলা হয়েছে তৌহীদবাদ (একত্ববাদ) সহ ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়সমূহের প্রসঙ্গে। নতুবা, পারস্পারিক সহাবস্থান ও সার্বিক সমস্যাবলীর সমাধানে ইসলাম নযীরবিহীন সহনশীল ও শান্তিপ্রিয়—সম্পাদক

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেসব হিন্দু রাজারা ইসলাম গ্রহণ করেন

১. রাজা জয় সীয়া। তিনি সিন্ধু প্রদেশের রাজা দাহিরের পুত্র।
২. রাজা কুচ। তিনিও সিন্ধু প্রদেশের রাজা দাহিরের পুত্র।
৩. সিন্ধুর রাণী। তিনি রাজা জয়সীয়া ও রাজা কুচের মা।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের হিন্দু রাজা যারা ভারতে ইসলামকে অভ্যর্থনা জানান

১. কুচ, সৌরাষ্ট্র ও গুজরাটের রাজা রামিল
২. উত্তর বেলুচিস্তানের রাজা রুতবেল
৩. উচ্চতর সিন্ধুর রাজা কাইকান
৪. সৌরাষ্ট্রের রাজা আশতাদরাবিদ
৫. উচ্চতর ভারতের রাজা কাকা কোটাক
৬. কনৌজের রাজা হারচাঁদ
৭. পাঞ্জাবের রাজা রাই
৮. পশ্চিম-মধ্য দক্ষিণ ভারতের মহান রাষ্ট্র কূট
৯. বাল্লাভীর মিতরাকা
১০. কেরালার চেরা
১১. তুশারের রাজবৃন্দ
১২. দারাদের (উত্তর কাশ্মীর) রাজবৃন্দ
১৩. টিবেটের রাজবৃন্দ
১৪. ভূটানের রাজা
১৫. এমন একজন রাজা যার নাম জানা যায় নি।

কাজী রশীদ বিন জুবাইরী তার গ্রন্থ

কিতাব-আল-যাখাইর ওয়া-আল তুহফ-এ লিখেছেন ঃ "হাশিম বিন আব্দুল মালিকের কমান্ডার ও গর্ভনর হজরত জুনাইদ বিন আব্দুর রহমান মুর্‌রীকে জনৈক ভারতীয় রাজা অত্যন্ত মূল্যবান উপহারসমূহ পাঠান। এইসব উপহারসমূহের মধ্যে ছিল একটি সাজসজ্জামণ্ডিত অতুলনীয় সুন্দর উট।

দাক্ষিণাত্য সংস্কৃতিতে মহানবী (সা) চর্চা ও তাঁর অবদান

ড. রুখসানা পারভীন

প্রভাষিকা
গুলবার্গা বিশ্ববিদ্যালয়
গুলবার্গা,
কর্ণাটক

ভারত একটি বিশাল দেশ। এতে রয়েছে নানা ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচয়জ্ঞাপক বহু অঞ্চল। এটা বাস্তব ঘটনা যে ইসলামের আগমনের পূর্বে ভারত কখনও একক ঐক্যবদ্ধ দেশ ছিল না। এদেশে ইসলামের শেষনবীর (সা) শিক্ষার মহানতম অবদান হল জাতীয় ঐক্যের ধারণা সৃষ্টি করা।

যে ধারণা ভারতকে এই প্রথমবারের জন্য প্রকৃত সংহতি দান করে তাহল অবশ্যই ইসলাম ও এর আদর্শ প্রতীক পাক নবীর (সা) প্রচারিত মানবতার ঐক্যের আদর্শ। এটাই ছিল সমাজব্যবস্থার সেই ধারণা যা জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

মহানবীর (সা) অবদানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ' বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বের সামনে তিনি আল্লাহর একত্বের বৈপ্লবিক দর্শন তুলে ধরেন, অন্যদিকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা অশ্লীলতম ও জঘন্যতম অপরাধ। ইসলামের বুনিয়াদী বিশ্বাস শুধুমাত্র একত্বের ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বাস্তব জীবনে এর প্রকৃত প্রতিফলনের মধ্যে নিহিত।

ইসলামের একত্বের ধারণা সাধারণভাবে এই বলে উপেক্ষা করা যায় না যে এটা এক ধরণের বিশ্বাস ও প্রত্যয় যা প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধের শক্তি সৃষ্টি করে সত্যের অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে।

পাক নবীর (সা) এই দুটো মহত্তম দৃষ্টিভঙ্গি গোটা দেশে অতি সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে দেখলে।

আমরা অনেক দৃষ্টান্তের সন্ধান পেয়েছি যা থেকে জানা যায়, মহানবীর (সা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ন্যায়পরায়ণতার প্রভাবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মানুষ হয়ে উঠেছে ধর্মপরায়ণ, শান্তিপ্রিয় এবং ন্যায়পরায়ণ। তারা ধর্মীয় জীবনযাপন করতে থাকে। কোনো শক্তি বা ক্ষমতা তাদেরকে অবনত করতে পারেনি। তারা সত্য নবীর (স) অনুসারী হয়ে ওঠে। সত্যতা ছিল তাদের ধর্ম। সত্যতার জন্য এমনকি শক্তিশালী ও মহান সম্রাট এবং শাসকদেরও বিরুদ্ধাচারণ করার সাহস তারা দেখাত।

দুটি দৃষ্টান্ত

যখন আওরঙ্গজেব বিদর দখল করেন তখন মাহমূদ গাওয়ানের গ্রান্ড স্কুলকে তাঁর সেনাবাহিনী সৈন্যশিবিরে পরিণত করেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন আওরঙ্গজেবের মত বাদশাহের নিন্দা করেন এবং প্রতিবাদ করেন তাঁর এই কাজের বিরুদ্ধে। এই ধরণের সত্যভাষণ ও সত্যতার প্রতিষ্ঠা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

আদিল শাহের যামানায় বিজাপুরের জনৈক কাজী (ম্যাজিস্ট্রেট) তাঁর পত্নীর রান্না খেতে অস্বীকার করেন কারণ শুনানী চলছে এমন একটি মোকদ্দমায় সাক্ষীদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক সব্জী প্রস্তুত ও পরিস্কার করতে তাকে (কাজীর পত্নীকে) সাহায্য করেন।

পাক নবীর (সা) শিক্ষাবলীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ এই (পার্থিব) জীবনের সংক্ষিপ্ত মেয়াদকে গ্রাহ্য করত না। এখানকার (পার্থিব) সাময়িক বিরতির জন্য তারা খুব সামান্যই সংগ্রহ করত অথবা এর প্রতি কোনো গুরুত্ব দিত না। তারা এ ধারনায় বিশ্বাসী ছিল যে পরকালে তাদের জন্য রয়েছে অনেক কিছুই।

দাক্ষিণাত্যের মানুষ আনুগত্য ও সততার প্রতি ছিল দৃঢ় প্রত্যয়ী। এটাই তাদের চরিত্র।

দাক্ষিণাত্যের মানুষ সেসব শাসকদের পছন্দ করত না যারা তাদের শক্তি এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতির পার্থিব স্বার্থের জন্য অনৈসলামীক পথ গ্রহণ করতেন।

প্রতীক

দাক্ষিণাত্য সর্বদা পাক নবীর (সা) প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার আদর্শ উপহার দিয়েছে। এর সাহিত্য সব সময়ের জন্য শেষনবীর (সা) জীবন ও মানবতার উচ্চতর আদর্শ চিত্রিত করেছে ও উপহার দিয়েছে। অধিকাংশ অধ্যাত্মবাদীদের শিক্ষাদীক্ষায় এই বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। জীবনের মহান আদর্শের অনুভূতি ও মিথ্যাচারিতার প্রতি ঘৃণা দাক্ষিণাত্যের সাহিত্যের প্রতিটি পরিসরে দৃশ্যমান। দাক্ষিণাত্যের বর্ণনামূলক কবিতা ও প্রশংসা গীতিতে সত্যতার প্রেমিকের চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে সর্বত্র। অসততার বিরুদ্ধে তারা লড়াই করে। শয়তানী ও যালিম শক্তির বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করে। কঠিন সমস্যাবলীর তারা মুকাবিলা করে, বিপদ-আপদে গ্রহণ করে সাহসী পদক্ষেপ এবং অবশেষে তারা কৃতকার্য হয়।

কাব্যিক প্রশংসা অর্থাৎ নাত, যার সূত্রপাত হয় দাক্ষিণাত্যের সাহিত্যে, মহানবীর (সা) প্রতি ভালোবাসার রোমাঞ্চকর প্রমাণ।

ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও পাক নবীর (সা) মহত্তম চরিত্র কলুষিত হয়েছে অসৎ প্রয়াসের মাধ্যমে। আল্লাহর একত্ববাদের ধারণা প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আদর্শ যা পৃথিবীকে সংযুক্ত ও সমৃদ্ধ রাখতে পারে।

কোরআনের শিক্ষাদর্শ এবং সুন্নাহ—পাকনবীর (সা) কর্মপন্থা—পৃথক করা যেতে পারে না। মহানবীর (সা) মৌখিক শিক্ষা ও জীবনপন্থা আসলে কোরআনী শিক্ষার বাস্তব রূপ। সুতরাং যখন আমরা বলি যে ভারতবর্ষ মহানবীর (সা) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তখন আমরা বুঝি যে ভারতীয় সমাজ প্রভাবিত হয়েছে কোরআনী শিক্ষা, আল্লাহর একত্ববাদের মতাদর্শের মাধ্যমে। যেকোনো প্রকারের বৈষম্য ও যুলুমের বিরুদ্ধে বাস্তব তাগিদ সন্নিবেশিত করা হয়েছে কোরআন ও সুন্নায়।

তামিল সাহিত্যে বিশ্বনবী (সা) চর্চা

আব্দুল্লাহ আদীয়ার

লেখক একজন নব মুসলিম।
তিনি ইসলাম কবুল করেন বেশ কয়েক বছর আগে।
তিনি তামিল সাহিত্যের একজন সৃষ্টিশীল লেখক।
এখন তিনি স্বনামধন্য ইসলামবিদ ও ভারতের
ইসলামীক দাওয়া মিশনের সভাপতি

তামিলনাড়ু এক অনুপম রাজ্য যেখানে 'মুহাহিদরা' (যারা তৌহীদে বিশ্বাস করেন) বসবাস করতেন মহানবীর (সা) বাণী পৌঁছানোর আগেই। জনৈক তামিল সাধু তিরুমূলার রচনা করেন 'তিরুভাসাকাম' যাতে তিনি ঘোষনা করেন ঈশ্বর এক; অদ্বিতীয় (তামিল ভাষায়—অন্ত্রে কুলাম; অবুভানে দিভান)।

বিখ্যাত তামিল সাধু কবি তিরুভাল্লুভার মনুষ্যকারে ঈশ্বরকে কল্পনা করেননি, বরং তিনি ঈশ্বরের এমনসব গুণের বর্ণনা দিয়েছেন যা কমবেশী আল্লাহ্‌র গুণাবলীর সমান।

মুসলমানদের সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে তামিল সাহিত্যে। কিন্তু বিশ্বনবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) সম্পর্কীয় বইপত্রের সন্ধান তামিল ভাষায় পাওয়া যায় না ১২শ শতকের আগে। তামিল ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের নমুনা পাওয়া যায় ১২শ শতক থেকে।

উমারু পুলাভারের সীরা পুরানাম-এর মত তামিল মহাকাব্য লেখা ১৮শ শতাব্দীতে। সে সময় মুসলিম কবিরা মহানবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) সম্পর্কে তামিল ভাষায় কবিতার সমস্ত শাখায় গ্রন্থ রচনার প্রতিযোগিতায় লেগে থাকেন বলে মনে হয়।

বহু মুসলিম কবির শিষ্যরা ছিলেন অমুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। উবাথেসীয়া বালাভা মুদালিয়ারের পুত্র সেলভারাইয়ান একখন্ড বই সংগ্রহ করেন যার লেখক সেখ আব্দুল কাদির নাইয়ানার।

কেবলমাত্র ১৯শ শতকেই তামিল সাহিত্যে গদ্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মুসলমান লেখকদের লেখা মহানবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) সম্পর্কীয় অনেক বইপত্র রচিত হয়।

মহানবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে বহু অমুসলিম এগিয়ে আসেন দ্রাবিড় আন্দোলন সূচিত হওয়ার পরে। দ্রাবিড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা নেতা ই. ভি. রামস্বামী ওকালতি করেন ইসলামের পক্ষে এবং এমনকি 'ধর্মান্তর'-এর পক্ষেও ১৯৪৭ সালে।

তার শিষ্য ড. সি. এন. অন্নদুরাই উচ্চ প্রশংসা করেন মহানবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) সম্পর্কে এবং ঘোষণা করেন যে তিনি মহানবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) একজন ভক্ত। তিনি এই শব্দের উচ্চারণ করেন ভক্তিশ্রদ্ধার অর্থে কারণ তিনি একদা ঘোষণা

করেন 'তিনি এক ঈশ্বর'-এর পক্ষে। তাঁর বক্তৃতামালা সংগ্রহ করা হয় এবং *নামিগাল নয়াঙ্গাম পরতি আন্না* [মহানবী সম্পর্কে আন্নার বক্তৃতা] শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

তামিল পণ্ডিত মুল্লাই মুথাইয়া প্রকাশ করেন মহানবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) সম্পর্কে একটি বই। দ্রাবিড় আন্দোলনের তেজস্বী বক্তা মি. কালিমুথু *মিলাদুন নবী* অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তাঁর বক্তৃতামালা প্রকাশিত হয় একটি পুস্তিকাকারে।

জনৈক শিবানুসারী হিন্দু সাধু মাদুরাই আথীনামের একটি বই মহানবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে। তামিল অধ্যাপক তামিল আবনানের ক্ষুদ্র পুস্তিকা মহানবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) জীবনধারা সম্পর্কে।

প্রাক্তন সাংসদ ড. ভালামপুরী জন, রিপাবলিকান পার্টির রাজ্য সভাপতি ড. সিপান এবং বৌদ্ধ সাধু স্বামী অন্নধা পৃথক পৃথক বই রচনা করে মহানবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) ওপর।

তেলেগু সাহিত্যে ইসলাম ও মহানবীর (সা) জীবন চর্চা

এস. এম. মালিক

লেখক হায়দারাবাদ ভিত্তিক তেলেগু
সাপ্তাহিক 'সেতুরাই'-এর সম্পাদক

অন্ধ্র প্রদেশে মুসলমানদের ইতিহাস দাক্ষিণাত্যে মুসলিম শাসনের মতই প্রাচীন। সীরাত ও ইসলামের অন্যান্য শাখায় প্রাথমিক যুগের তেলেগু লেখালেখা কমবেশী লুক্কায়িত রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। সেজন্য ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন।

অন্ধ্র উপকূল ও রাইয়ালসীমার মুসলমানেরা সাহিত্য হিসেবে তেলেগু অধ্যায়ন করতে শুরু করেছে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। এই প্রচেষ্টার পরিণতিস্বরূপ তামিল সাহিত্যে বেশকিছু মুসলিম পণ্ডিত আবির্ভূত হয়ে চলেছেন। সাথে সাথে ইসলাম ও সীরাতের ওপর কিছু নতুন নতুন গ্রন্থাবলী রচিত হয়ে চলেছে।

যাইহোক, সমসাময়িক কালে এ বিষয়ে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাজ করেছেন কুমবুমের (বর্তমানে অন্ধ্র প্রদেশের প্রকাশম জেলায়) পরলোকগত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল গফুর (ই : ১৯৭১)। তিনি শুধুমাত্র পবিত্র কোরআন ও হাদীসেরই তরজমা করেননি বরং সীরাতের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ সহ লিখেছেন বেশকিছু গ্রন্থাবলী ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে।

৬০ খানা গ্রন্থ

এরপর ময়দানে আবির্ভূত হয় *তেলেগু ইসলামীক প্রকাশন* [Telegu Islamic Publications (1977)]। এই প্রকাশনা সংস্থা বিশুদ্ধ আধুনিক তেলেগু ভাষায় ইসলামীক সাহিত্য প্রকাশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। ইসলামী ভাবনা ও পরিকাঠামোর ওপর কমপক্ষে ৬০ খানা গ্রন্থ রচনা করেছে এই প্রকাশনী।

পবিত্র কোরআন ও আহাদীসের তরজমা ইত্যাদি ছাড়াও এই সংস্থা সীরাতের বেশ কিছু বই প্রকাশ করেছে। টি. আই. পি. (T.I.P. = Telegu Islamic Publication) কতৃক প্রকাশিত "গীতুরাই" সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা মিলাদুন নবী উপলক্ষে মহানবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) জীবনের নানান বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সীরাত বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে।

তেলেগু ভাষায় সীরাত গ্রন্থাবলী বিস্তারিতভাবে অনুধাবন, তাদের সাহিত্যিক গুণাগুণ যাচাই, সূক্ষ্ম সমালোচনা এবং তামিল সাহিত্যে এর প্রভাব অনুধাবন করতে গভীর গবেষণা প্রয়োজন।

আশা করা যেতে পারে যে কেউ না কেউ এ কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন এবং ইসলামী চিন্তাধারার নতুন পথ প্রদর্শন করবেন এই সুমধুর ও সুন্দর ভাষায় যা যথার্থভাবে কথিত *'প্রাচ্যের ইতালিয়ান'* (The Italian of The East)।

মালায়ালম সাহিত্যে মহানবীর (সা) জীবনচরিত চর্চা

শায়খ মুহাম্মদ কারাকুন্নু

লেখক মালায়ালম সাপ্তাহিক 'প্রভোধনম'-এর সম্পাদক এবং ইসলামীক পাবলিশিং হাউস (কেরালা)-এর ডাইরেক্টর

৬৬৪ সালে (১১ রজব, ২১ হিজরী) মালিক বিন দীনার বেশকিছু আরব মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রয় নেন কদুনগাল্লুর বন্দরে। ভারতে আরবরা সফর করতেন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এবার তারা শুধুমাত্র বাণিজ্যিক স্বার্থেই আসেননি, এবার তারা সাথে নিয়ে এসেছেন একটি বাণীও। সৌভাগ্যক্রমে এটাই, সমস্ত দেশবাসীর আগেই ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল বাণীর সাথে কেরলীয়দের পরিচিত হতে সাহায্য করে।

আগন্তুকরা ছিলেন প্রকৃত ইসলামের মূর্ত প্রতীক। গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতি ও ভাষা নির্বিশেষে তারা দ্বিধাহীনচিত্তে প্রচার করে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ। সাধারণ ও অভিজাত উভয় জনগণই আকৃষ্ট হয় এই মানবিক মূল্যবোধের প্রতি।

নান্দনিক উপলব্ধি ও শিল্প কলাগত দক্ষতা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতীয়মান হয়। ক্রমশঃ শুরুতে গীত ছিল ব্যাপক প্রচলিত মাধ্যম। একে 'মাপ্পিলা গীত' নামে অভিহিত করা হয়। কারণ কেরালার মুসলিমরা *মাপ্পিলা* হিসেবে পরিচিত। সেসময় মালায়ালম ভাষার হরফ আবিষ্কৃত হয়নি। সেজন্য মুসলমানেরা মালয় গীত লিখতে বাধ্য হতেন আরবী হরফে। প্রথম আরবী মালায়ালম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৮ সালে টেলিচেরীতে থিপ্পোথিল কুনজাম্মেদের মালিকানায়।

প্রথম কাজ

মালায়ালম মুসলিমদের প্রথম মুদ্রিত লেখা হল আহমদ কোয়া সাহেবের *'সিব্বাসুন্নবী'*। সেসময় কেরালাতে আরবী-মালায়ালম ছাপাখানা না থাকায় এটা ছাপা হয় বোম্বাইতে। আর একটি আরবী-মালায়ালম গ্রন্থ ছাপা হয় পাঞ্জাব থেকে।

কাজী আবুবকর কুঞ্জীর *'খাসিদাসুম ফী মাদহুন্নবী'* এবং *'নূলমালা'* ছিল প্রথম মুদ্রিত গীত যাতে বর্ণিত হয়েছে মহানবীর (সা) ইতিহাস। লেখক ইন্তেকাল করেন ১৩০১ হিজরীতে। অন্য দুটি গ্রন্থ *'পুরানাপাত্তু'* ও *'ত্রিক্কালিয়ানাম'*-এর লেখকের নাম অপ্রকাশিত। ত্রিক্কালিয়ানাম-এ রয়েছে মহানবীর (সা) স্বর্গীয় বর্ণনা এবং *পুরানাপাত্তুতে* তাঁর শৈশবের চিত্র। *মিয়ারাজপাত্তু* ও *হাক্কানাপাত্তু* নামক অন্য দুটি কবিতা সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছে মহানবীর (সা) জীবনের নানা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাবলী। আগেরটি রচিত হয় ১৩৪৩ হিজরীতে এবং পরেরটি ১২৭৯ হিজরীতে। *মুসুমালা* (১২৯৫) এবং *ওয়াফাস কিস্‌সা* (১৩০৩)ও রচিত হয় একই স্টাইলে।

কাস্যিয়ারাকাস কুঞ্জভা সাহিব অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করেছেন মহানবীর (সা) পত্নীদের

আলোকপ্রাপ্ত জীবনের চিত্র তার গ্রন্থ উন্মুহাত *মালা*-য় (১৩২৯)। মহানবীর (সা) বেহেশতী সফর তাঁর অন্য আর একটি কাব্যিক গ্রন্থ *'মিয়ারাজ পাত্তু'*-র (১৩২৭) বিষয়বস্তু। ভীরানকুট্টী ইবনু মুহাম্মদ কুট্টির *মধ মাজীদ মালা* (১২৯৫) এবং *সফর পাত্তু* অন্য আর দুটি *মিরাজ* সংক্রান্ত আকর্ষণীয় কাব্যগ্রন্থ।

আরবী-মালায়ালম কবিতার আর একটি গ্রুপ অর্জন করেছে অত্যন্ত স্পষ্ট পরিচিতি। তারা বর্ণনা করেছেন মহানবীর (সা) যুদ্ধসমূহ যাবতীয় প্রয়োগকৌশল সহ। মহানবী (সা) ও তাঁর বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, যোদ্ধাদের বৈশিষ্ট্যগত গতিবিধি এবং অস্ত্রশস্ত্রে বৈচিত্রও বর্ণিত হয়েছে।

কবি গোষ্ঠী

কয়েকজন বিখ্যাত কবির কাব্যিক রচনা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। মহান কবি মইনকুট্টি ভাইদীয়ারের *বদর, ওহদ, মাক্কাম ফাতাহ, হুনাইন, খায়বর, খনদক, সাইফ* এবং নূরুদ্দীন পন্নাই-এর *তবুক, খনদক* ইত্যাদি ব্যাপক প্রসংশিত হয়েছে। *গযবথ বদরুল খুবরা* (লেখক ঃ চাক্কীরী মইনকুট্টি), *নবী কীর্থনম* (এন. কুঞ্জীকমু মাস্টার), *বদরী উধম* (ভাযহাথাল্লাইল আব্দুল্লাহ কুট্টি), *বদর, ওয়াফাথুন্নবী* (সি. কে, আভারই), *মুয়েজিসাথুল মোহামদীয়া* (এদাথালা মইদুট্টি মুসলিয়ার), *নবীচরিথম মনিপ্রাভালাম* (সাইয়েদ গফুর শাহ সাহেব), *বদর অপ্পানা* (নাল্লাম বীরান সাহেব), *মাক্কাম ফাথু* (মন্নুথোদী চেরীয়া কুনজিপপোক্কার), *গযভাথ ফাথাহ মাক্কাহ* (মাচিলাকাথ মইদীনমুল্লহ), *টালুলাম, মুল্লা পুরানা পুথুমা* (কট আপ্পারামবথ কুঞ্জী খাদির), *হিজরা* (মুসলিয়ারাকাথ আহমদ কুট্টি মুসলিয়ার), *হিজরা, খানদক পদ ফুথুহ তায়ীফ* (কোদামবিয়াকাথ কুঞ্জী সীথি থাঙ্গল), *তারীখ মায়েবারী* (মানজাম পিরাকাথ আব্দুল আযীয) ইত্যাদি অন্যান্য বিখ্যাত সৃষ্টিশীল রচনা।

হিজরা, হুনাইন (কদর আহমদ), *তবুক* (মুহাম্মদ কুট্টি চুল্লীইল) *হুনাইন* (পন্নাই মালিয়াক্কাল কুনজাহমদ), *মাক্কাম ফাতাহ* (তনূর ভাদাক্কিনীয়াকাথ মইদীনকুট্টি মুল্লাহ), *মুথাইয়ে উধম* (ভাল্লাচিরা মইদীন হাজী), *বানূকুরাইলা* (পারাপ্পানানগাদ খাইয়াথ) এবং খায়বর (মুহাম্মদ কুট্টি মুল্লাহ) হল উল্লেখযোগ্য গীতমালা মর্মস্পর্শী যুদ্ধ বর্ণনার কারণে।

আধুনিক কবিদের মধ্যে টি. উবাইদ, পি. টি. আবদূরহীমন, পুন্নাইউরকুলাম, ভিগপ্পু, পি. এম. এ. থাঙ্গল, ও. আবু ও. এম. কারুভারাক্কুণ্ডু এবং আব্দুল হাই এদাইউর বিখ্যাত হয়েছেন নবীজীবন (সা) চিত্রিত করে।

গদ্য সাহিত্য

মালায়ালম গদ্য সাহিত্যে মুসলিমদের অবদান উপেক্ষা করার নয়। কিন্তু এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে মাপ্পিলা গীত অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে ও তৃণমূল স্তরের মানুষের অন্তর স্পর্শ করে।

মৌলিক রচনা ও অধিকাংশ আরবী থেকে তরজমা গদ্য সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত। মাপ্পিলা গীতের মত এইসব রচনা কদাচিৎ পাওয়া যায়। মালায়ালম হরফের প্রচলন হওয়ার পর আরবী মালায়ালমের ব্যবহার অবলুপ্ত হতে চলেছে। নতুন মুসলিম প্রজন্ম সম্ভবত গত প্রজন্মের গদ্য

ও পদ্য রচনার মূলধারা (আরবী-মালায়ালাম হরফে রচনা) সম্পর্কে অবহিত নয়।

কেরালায় বিভিন্ন মুসলিম সংস্থা কর্তৃক অন্ততঃ তিন ডজন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে বলে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। এসবের মধ্যে মাত্র একটি পত্রিকা 'মুয়াল্লিম' আরবী-মালায়ালম হরফে। *আখবারুল আহমাদীয়া* (লেখক ঃ মুল্লাবাথ কুনজাম্মু), *আখবারুল মুহাম্মাদীয়া* (চালিলাকাথ ইব্রাহীম কুট্টি), *ফথহুল ফাথাহ* (সুচাই মইদু মুসলিয়ার) এবং কিছু অনুবাদ-গ্রন্থ যেমন, *সীরাথুন্নবীয়া ভা আসারুল মুহাম্মাদীয়া* (অনুবাদক ঃ চাল্লিকাথ আব্দুল্লা মুসালিয়ার) *ফইযুল ফাইওই* (মইদু মুসালিয়ার), *কাসীদাথুল ভিথরীয়া* (আব্দুল রহমান মাগতূম কুনজন বাভা মুসলীয়া) ইত্যাদি আরবী-মালায়ালম রচনা মুহাম্মদের (সা) ইতিহাস বর্ণনা করে।

সাইয়েদ সানাউল্লাহ মক্তিথাঙ্গল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একজন মহান সংস্কারক। যদিও প্রধানত খ্রীস্টান মিশনারীর মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজের ঘৃন্য প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে ছিল তার লড়াই তবুও ইসলাম ও ইসলামী ইতিহাসের ওপর তিনি লিখেছেন বহু বইপত্র।

প্রথম গ্রন্থ (মালায়ালম)

মহানবীর (সা) ওপর প্রথম মালায়ালম গ্রন্থ সাইয়েদ মক্থী থাঙ্গালের *নবীনানাইয়াম* যাতে তিনি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন প্রখ্যাত মালায়ালম অভিধানবিদ ড. হারম্যান গানডার্ট-এর লেখা *মুহাম্মদ চরিতমে* যেসব ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর আর একটি রচনা *পারকালীথা পূরকালাম* নিশ্চিত করে যে ইহুদী ও খ্রীস্টান ধর্মলিপিতে যেসব ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে তা অবশ্যই বলা হয়েছে মুহাম্মদের (সা) সম্পর্কে। *সীরাথু রাসূল* (আব্দুল্লাহ আল-ইয়ামানী), *খ্রিস্টু প্রভাচিকা নবী মুহাম্মদ থানে, সওয়ারাজেথিলেকুল্লু ভাযি মুহাম্মদ থানে* (ও. মোহিনকুট্টি), *আসওয়াসা প্রদান* (এস. মুহাম্মদ), *মুহাম্মদ নবী* (মৌলবী মুহাম্মদ ইউসূফ থাঙ্গল), *মুহাম্মদ নবীযুদা মথরুকা জীভিথাম* (এ. এম. আব্দুল কাদির মৌলভী), *অন্ধ প্রভাচাকান* (এ. মুহাম্মদ কান্নু), *মুহাম্মদ নবীউম নালু খালীফামারুম* (এ. এম. আব্দুল কাদির আযহারী), *নবীউম নালু যাকহাকালুম, মুহাম্মদ নবী* (টি. কে মুহাম্মদ ভেলিয়ানকোডে), *এ্যারেবিয়া জ্যোতিপম* (ভাক্কাম পি. মুহাম্মদ মইদীন), *অন্ধা প্রভাচাকম* (কে. সি. কমুকুট্টি মৌলবী), *মুহাম্মদ নবীযুদে জীভাচরিত্র সংগ্রাম, প্রভাচাকানমারুদে প্রভাশা-নাঙ্গল* (আরাক্কাল মুহাম্মদ সাহিব), *লোক-গুরু* (কাদির মুহাম্মদ মৌলবী), *থিরুভেঝু থুকালিলে মুহাম্মদ* (এ. এম. কাদির), *রাসূল কারীম বিবিধ মণ্ডলাঙ্গলিল* (টি. পি. মাহমূদ), *রাসূল কারীম* (এম. মুহাম্মদ কান্নু), *অন্ধ্যা প্রভাচাকন* (পি. ভি. মুহাম্মদ), *ফাথহুল বায়ান ফী যীরাথু নবীইল কারীম* (কে. কে. মুহাম্মদ আব্দুল কারীম), *নবীযুদে চরিত্র পুস্তকাঙ্গল* (সি. ভি. এ. হাইড্রোসে) ইত্যাদি নবীজীবন (সা) সম্পর্কে প্রাথমিক যুগের মালায়ালম রচনাবলী।

সাম্প্রতিক রচনা

গত দু দশকে নবীজীবনের (সা) ওপরে মৌলিক এবং অনুবাদ উভয় প্রকার বহুসংখ্যক মালায়ালম রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এসবের মধ্যে কিছু কিছু রচনা বেশ উন্নত মানের যেহেতু তারা আধুনিক ইতিহাস রচনার (Historigraphy) পদ্ধতিগত ও বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেছেন। *রাসূল আমীন* (অধ্যাপক কে. পি. কামালুদ্দীন), *মুহাম্মদ নবী ঃ জীভিথাভাম*

সন্দেশাভাম (পি. কে. মুহাম্মদ আলী) এবং *মুহাম্মদ নবী* (ড. মুহাম্মদ সালিহ) উল্লেখযোগ্য রচনা। *মুহাম্মদ নবী চরিত্রম* (কে. ভি. এম. পানথাভুর), *মুহাম্মদ নবীযুদে জীভিথা সন্দেশম* (এম. শাহুল হামীদ), *নবী চরিতম* (টি. মুহাম্মদ), *মুহাম্মদ নবীউম প্রয়ুগিকা জীভিথাভুম* (পি. বি. মুহাম্মদ), *মুহাম্মদ নবী ঃ ওরু লাখু চরিতম* (অধ্যাপক মুস্তাফা কামাল পাশা), *মুহাম্মদ অনুপম ভাইআকথিথওয়াম* (আলী আব্দুলরাযাক), *উসভাথুরায়ুল* (অধ্যাপক ভি. মুহাম্মদ, মুহাম্মদ আবূসালাহ), *নবীউম সাহাবীমারুম* (সি. এইচ. মুহাম্মদ কোয়া), *কুট্টিকালুডে প্রভাচাকান* (ড. এম. এম. বশীর), *প্রভাচাকান* (কোদামবীয়া রহমান), *মুহাম্মদ নবীযুদে জীভাচরিতম* (আলী আসগর আহমদ সাহমূথী), *আল্লহুভিন্দে প্রভাচাকান* (এ. মুহাম্মদ) ইত্যাদি মহানবী (সা) সম্পর্কে প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত পুস্তক-পুস্তিকা।

আবূবকর নদভীর *মুহাম্মদ নবীযুদে প্রভাচাকথাওয়াম* আর একটি গ্রন্থ যাতে মুহাম্মদের (সা) নবুয়তের সত্যতার স্বপক্ষে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী প্রমাণাদি হাজির করা হয়েছে। আরবী ও ইংরেজী উভয় ভাষা থেকে তরজমা গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ড. হুসাইন হাইকলের *হায়াত মুহাম্মদ*, আবূ সালীম আব্দুল্লাহ হাইয়ের *হায়াতু তাইয়েবা*, কুযরী বাক্কের *নূরুল ইয়াকীন*, আতহার হুসাইনের *প্রফেট এন্ড হিজ মিশন* এবং ভাহীরুদ্দীন খানের *মুহাম্মদ ঃ প্রফেট অব রিভলূসন*।

মহানবীর (সা) জীবনীমূলক রচনায় ড. হারম্যান গানডার্ট প্রথম অমুসলিম লেখক। *মুহাম্মদ নবী* (এম. পি. চন্দ্র শেকরা পিল্লাই), *মুহাম্মদ নবীযুদে জীভিথাম* (মূরকথ কানারান)। *মুহাম্মদ নবী*, *মরুভূমিইলে প্রভাচাকান* (এম. নারায়ন পিল্লাই), *মুহাম্মদ নবী* (শিবাদশন), *নবীযুদে কাধা* (কামাক্ষীকুট্টি), বিশ্ব প্রভাচাকান (অধ্যাপক কে. শিবশঙ্কর পিল্লাই), ইত্যাদি এই ক্যাটেগোরির অন্তর্ভুক্ত। অধ্যাপক কে, এস. রামাকৃষ্ণ রাওয়ের বিখ্যাত গ্রন্থ *মুহাম্মদ ঃ দ্য প্রফেট অব ইসলাম* এবং নাথুরামের *প্রফেট অব মার্সী* (Prophet of Mercy)ও অনূদিত হয়েছে মালায়ালম ভাষায়।

প্রখ্যাত মালায়ালম কবি ভাল্লাথল শ্রীনারায়ণ যেমন তার *'আল্লাহ'* শীর্ষক কবিতায় অত্যন্ত মাধুর্যমণ্ডিতভাবে চিত্রিত করেছেন দীপ্তিময়ী কথোপকথন যখন মহানবীকে (সা) হত্যার উদ্দেশ্যে একজন লোককে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আর একটি কবিতা *মদীনা যাত্রা-য়* তিনি বর্ণনা করেছেন মহানবীর (সা) হিজরত (সংক্রান্ত বিষয়)।

পনকুন্নাম সাইয়েদ মুহাম্মদ কাব্যিক ঝংকারে অঙ্কিত করেছেন মহানবীর (সা) জীবনকাহিনী *'মহামাদামে'* বিস্তারিতভাবে। উন্নুর এস. পরমেশ্বর আইয়ারের *মরুভূমিযুদে সনদেশম* নবীজীবনের (সা) ওপর আর একটি কবিতা। কারাপ্পান, কাক্কেরী কৃষ্ণন, সুকুমার কাক্কাদু, ইউসূফ আলী কেচেরী এবং এ. মুহাম্মদ কুনজু তাদের কবিতায় মহানবীর (সা) পবিত্র জীবনের উল্লেখ করেছেন।

মরহুম টি. উবাইদের *মিদুক্কান আদম পুথরান* এই ধরণের একটি সর্বাধিক উন্নত মানের কবিতা। মুহাম্মদ কুট্টি ইলামবি লাক্কোদে এবং আশরফ আবূ আদনানের মত তরুন কবিরা মহানবীর (সা) জীবনকাহিনী থেকে উপমা ও প্রতীকী দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। আর একজন কবি পি. টি. আব্দুল রহমান নবীজীবনের (সা) কর্মবহুল অধ্যায় থেকে ব্যাপক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছেন।

মহান মালায়ালম ঔপন্যাসিক ভৈকম মুহাম্মদ বশীর জীবনের অন্তিম দিনের দোরগোড়ায়ও মহানবীর (সা) বার্তা পাঠিয়েছেন তার ছোটগল্প *থেনমাভু*-তে। অন্য একটি গল্প *ভূমিযুদে আভাকাসিকালে* তিনি সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন দয়ার নবীর (সা) উপমা।

স্বনামধন্য মালায়ালম ঔপন্যাসিক ড. কুনহাব্দুল্লা তার গল্পে বর্ণনা করেছেন মহানবীর (সা) বর্ণিত ঘটনা যাতে তিনি বলেছেন যে কোনো ব্যক্তি যদিও একশ নিরীহ লোককে হত্যা করে তবুও সে সর্বশক্তিমান কতৃক ক্ষমাপ্রাপ্ত হতে পারে। মহানবীর (সা) আদর্শ পারিবারিক জীবন চিত্রিত হয়েছে তাঁর *পূর্নথায়ীলেখ* শীর্ষক ছোটগল্পে। এম. কে. নালাকাথ ও আবু রশীদার লেখা নাটক *মারুপ্পাচা*-তে মহানবীর (সা) জীবনকাহিনী অঙ্কিত হয়েছে দক্ষ স্টাইলে।

মালায়ালম সাহিত্যের সাম্প্রতিক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সীরাত গ্রন্থাবলী

ক্রমিক নং	সীরাত গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশের সাল
১	নবীযুদে জীভিথাম	আবূ সালীম আব্দুল হাই তরজমা ঃ ভি. এ. কবীর	১৯৭৯
২	রাসূল কারীম	মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম তরজমা ঃ কে. সি. কমুকুট্টি মৌলবী	১৯৭৪
৩	মুহাম্মদ	মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল তরজমা ঃ কে. পি. কামালুদ্দীন ও ভি. এ. কবীর	—
৪	আল্লাহুভিন্দে প্রভাচাকান	এ. মুহাম্মদ সাহিব	১৯৭৩
৫.	রাসূল কারীম (সা)	পি. কে. কুনহী বাভা মুসলিয়ার	১৯৭১
৬.	সিরুন্নবী	আব্দুল হাই	১৯৬৪
৭.	মুহাম্মদ নবী ওরু লাখু চরিতম	অধ্যাপক কামাল পাশা	—
৮.	মুহাম্মদ (সা)	অধ্যাপক সাইয়েদ ইব্রাহীম তরজমা ঃ পোক্কার কোদালুন্দি	১৯৮৫
৯.	নবী চরিতম	টি. মুহাম্মদ	১৯৬৫
১০.	কাবালায়ম	মৌলবী পি. আবুবাকের হাজী	১৯৮১
১১.	কুসুমবাম/পদনম	”	১৯৮৩
১২.	শামশানুয়াল মারুপাদিকল	”	১৯৮৫
১৩.	আল্লাহু আকবর তো আস্সালামু আলায়কুম	”	১৯৮৯
১৪.	স্টীমে	”	১৯৮৬
১৫.	১০০ চাধুঙ্গা	”	১৯৮৬
১৬.	আল-ইনসানুল কামিল	”	১৯৯০

উত্তর ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতিতে ইসলাম ও মহানবীর (সা) প্রভাব

অধ্যাপক এম. উমার

ইতিহাসের অধ্যাপক
সেন্টার অব্ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি
ইতিহাস বিভাগ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়
মধ্যযুগীয় ভারতের ওপর বহু গ্রন্থ প্রণেতা

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে উত্তর ভারতীয় জনজীবনের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। বর্ণগত, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রাচীন প্রতিবন্ধকতা অবলুপ্ত হয়। প্রাচীন জাতিসমূহ বিলুপ্ত হয়, এবং তাদের জায়গা দখল করে নতুন জাতিসমূহ। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা মুছে দেয় প্রাচীন কাউন্সিল, পরিষদ ও গোষ্ঠীর প্রধান রাষ্ট্রসমূহ।

ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে এক ব্যাপক রূপান্তর ঘটে। একাদশ শতকে ভারত, যেমন আল-বিরুনী দেখেছেন, ছিল হর্ষের যুগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গুরুত্ব হারায় এবং আঞ্চলিক ধর্মে পরিণত হয়—বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে আর জৈন ধর্ম একেবারে পশ্চিম, গুজরাট ও রাজপুতনায়। ভারতের কতৃত্বশীল ধর্মবিশ্বাস ছিল হিন্দুবাদ।

একইসময়ে ভক্তিবাদ, যা আলভার কতৃক দক্ষিণে প্রচারিত হত, উত্তরে অনুপ্রবেশ করে এবং বৈষ্ণব আন্দোলনে নতুন শক্তি জোগায়। ভক্তিবাদের ভিত্তি একত্ববাদী দর্শনের ওপর।

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ম্যাসিডোনিয়া শক্তির উত্থানের আগে গ্রীসের সঙ্গে ভারতের সাযুজ্য ছিল। ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করার ক্ষেত্রে উভয় অঞ্চলেরই ছিল সমান অক্ষমতা, কিন্তু বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে ছিল সমান আগ্রহ ও দক্ষতা।

ত্রয়োদশ শতাব্দী তখনও সেভাবে শুরু হয়নি যখন উত্তর ভারত বিজয় সম্পূর্ণ হয়। শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশের মধ্যেই মুসলিম বাহিনী অতিক্রম করে পাঞ্জাব থেকে আসাম এবং কাশ্মীর থেকে বিন্ধ্য। মুসলমানেরা যারা ভারতে আগমন করে তারা এখানেই বসতি স্থাপন করে। তারা বসবাস করত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে। পারস্পরিক মেলামেশার ফলে সৃষ্টি হয় পারস্পারিক বোঝাপোড়া। অনেকেই যারা ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করে তাদের সামনাই পার্থক্য ছিল সেইসব লোকের সঙ্গে যাদের তারা পরিত্যাগ করে এসেছিল। "এভাবে বিজয়ের প্রথম আঘাতের অবসান হওয়ার পর, হিন্দু ও মুসলিমরা প্রতিবেশী হয়ে বসবাস করার জন্য একটি মাধ্যম খুঁজে বের করার প্রয়াসী হয়। একটি নতুন জীবনব্যবস্থা পাওয়ার প্রচেষ্টার ফলে উদ্ভূত হয় এমন একটি নতুন সংস্কৃতি যা সম্পূর্ণ হিন্দু সংস্কৃতি নয় আবার খাঁটি মুসলিম সংস্কৃতিও নয়।

এভাবে শুধুমাত্র হিন্দুধর্ম, হিন্দু শিল্প, হিন্দু সাহিত্য এবং হিন্দু বিজ্ঞান আত্মভূত করে মুসলিম

সংস্কৃতিকেই, নয়, বরং হিন্দু সংস্কৃতির মূল মেজাজ এবং হিন্দু মন-মানসের কঠোরতাও পরিবর্তিত হয়।

যে আন্দোলন শুরু হয় দক্ষিণে তার ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে উত্তরে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, হিন্দুস্তান (ইন্দো-গাঙ্গেয় সমতলভূমি) এবং বাংলার ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ১৪শ শতক থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাচীন হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের কিছু উপাদান প্রত্যাখ্যান করেন এবং অন্য কিছুর ওপর জোর দেন।

উত্তর ও দক্ষিণের ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে সেতুবন্ধন করেন রামানন্দ। বেনারসে বিদ্বান মুসলিমদের সংস্পর্শে তিনি আসেন। মুসলিম পণ্ডিতদের সঙ্গে তার মতামত বিনিময় ও অভিজ্ঞতার পরিণতিস্বরূপ তিনি তার পুরানো ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হন। কোনোরকম কুসংস্কার ছাড়াই তিনি ভক্তি মতবাদ শিক্ষা দেন সকল সম্প্রদায়কে।

নানক

ঠিক একইভাবে সুফীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা ইসলামী শিক্ষায় বহুলাংশে প্রভাবিত হন গুরু নানক। পানিপথের শায়খ শরাফ, মুলতানের পীরবৃন্দ, শায়খ ইব্রাহীম, পাকপাট্টানের বাবা ফরীদের উত্তরপুরুষ এবং আরো অনেকের সঙ্গে তিনি অতিবাহিত করেন বহুকাল। তিনি শিক্ষা দেন যে এই বিশ্বে আছেন 'এক ঈশ্বর'। বর্ণবিদ্বেষে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলেন ঃ

"চারটি বর্ণের (Castes) কোনটির অন্তর্ভুক্ত আমি নই।"

ঈশ্বরের দিকে আত্মার গমনের পথে "গুরুর মাধ্যমে পথ প্রদর্শিত হওয়া একান্ত জরুরী।" তিনি সুফী মতবাদে নিমগ্ন হয়ে পড়েন।

১৬০৪ খ্রীস্টাব্দে গুরু অর্জুন কতৃক সংকলিত গুরু *গ্রন্থ সাহিবে* একটি অধ্যায় আছে যার শিরোনাম *শ্লোক শায়খ ফরীদ কে* যাতে রয়েছে শায়খ ফরীদের ১১২টি শ্লোক। শিখদের ধর্মগ্রন্থে শায়খ ফরীদের কবিতার ছত্র অন্তর্ভুক্ত হওয়াটাই বড় প্রমাণ যে ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন গুরু নানক।

গুরু নানক ছাড়াও অন্যান্য আরো অনেক সাধক ধান্না, রাইদাস, দাদু, মালুকদাস, সুন্দর দাস প্রমুখ প্রচার করেন গুরু নানকের বাণীসমূহ।

বাংলায় হিন্দু জনগণের সঙ্গে মুসলমানদের মেলামেশার ফলাফল পরিলক্ষিত হয় হিন্দু ধর্মগোষ্ঠীসমূহের প্রাথমিক ইতিহাসে।

বাংলার সমাজে ব্রাহ্মণরা যালিম শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্ণভেদের নিয়ম-কানুন কঠোর থেকে কঠোরতর হয় কারণ কুলীনত্ব ছিল ধরাবাঁধা ছাচে আবদ্ধ। যখন ধর্মের কল্যাণকর মতাদর্শের ফলভোগ করত ব্রাহ্মণেরা তখন মানুষে মানুষে বিভেদ বেড়ে যায় বর্ণবৈষম্যের কারণে। সমাজের নিচুতর স্তর আর্তনাদ করত উচ্চতর স্তরের স্বেচ্ছাচারিতায়, যারা নিচুতর স্তরের জ্ঞানার্জনের দুয়ার বন্ধ করে দেয়। উচ্চতর পর্যায়ের জীবনধারণের স্বাদ থেকেও তাদেরকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। ধর্ম ব্রাহ্মণদের এমন একচেটিয়া সম্পত্তিতে পরিণত হয় যেন এটা বাজারের পণ্যসামগ্রী।

ইসলামের সহজ সরল ও গণতান্ত্রিক মতাদর্শ এই সমাজের ওপর আঘাত হানে এবং সৃষ্টি

করে একটি আলোড়ন যার রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় চৈতন্য কতৃক। তিনি একত্ববাদী হয়ে ওঠেন এবং ইসলামের সহজ সরল মতাদর্শ গ্রহণ করেন। এভাবে চৈতন্য ব্রাহ্মণদের গোটা আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্বতাকে সমালোচনা করেন।

রাজা রামমোহন রায়

যাইহোক, বাংলার উচ্চতর শ্রেণীকে ইসলাম প্রভাবিত করতে থাকে। এটা পরিলক্ষিত হয় যে, সময়ের ব্যবধানের সাথে সাথে চৈতন্যের সংস্কার অবলুপ্ত হয় এবং হিন্দু সমাজ পুরানো ব্যবস্থা আঁকড়ে ধরে। পুনরায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা রামমোহন রায় (মৃঃ ১৮৩৩) শুরু করেন এক নতুন আন্দোলন। এই আন্দোলনের পেছনে কারণ ছিল ভারতের অন্যান্য অংশের মত বাংলায়ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে উচ্চতর শ্রেণীর হিন্দুধর্ম প্রথভ্রষ্ট হয়। একত্ববাদ প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয় এবং বহুত্ববাদ ও মূর্তিপূজার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। লক্ষ লক্ষ দেবতা। এর ওপর আবার আঞ্চলিক দেবদেবীতে বিশ্বাস। বিভিন্ন দেবদেবীর অনুসারী হিসেবে অসংখ্য জাতিগোষ্ঠী। লোকের মনে অশুভ আত্মা ও ভূতের ভয় ছিল ব্যাপক। তাদেরকে প্রসন্ন করতে হত, তাদের মন জয় করতে হত এবং তাদের ক্রোধ প্রতিহত করতে হত। মানুষের বৈষয়িক বিষয়ে গ্রহসমূহের প্রভাব স্বীকার করা হত অন্ধভাবে এবং প্রতিটি কাজকর্ম শুরু করার মুহূর্তে জ্যোতিষির মতামত নেওয়া হত। জনজীবনে উৎসব ও তীর্থযাত্রার বিশেষ ভূমিকা ছিল। নিচুতর শ্রেণীর লোকেরা অপরিমিত কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। সাপ, বানর, গাছ, নদনদী, পাহাড় পর্বত ও প্রস্তরখণ্ড সহ ভগবান ও ভগবতীসমূহের সজীব ও নির্জীব সামগ্রীকে পুজো করা হত। চক্র পূজা-র মত নিষ্ঠুর আচার এবং ব্যাপক জাঁকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠান পালন করা হত।

বর্ণভেদ ছিল কঠোরভাবে বদ্ধমূল এবং সামাজিক অসাম্য স্বর্গীয় পরিণতি মনে করা হত। বাঙালী ব্রাহ্মনেরা কুলীনত্ব বা একাধিক পত্নী রাখার অধিকার ভোগ করত। সমাজে নারীর অবস্থান মর্যাদাপূর্ণ ছিল না। বিধবা পুড়িয়ে হত্য করা, নদীতে শিশুদের ছুঁড়ে ফেলা এবং জগন্নাথের রথের চাকায় মানুষকে নিষ্পেশিত করা কল্যাণকর মনে করা হত।

গ্রামের স্কুলে পড়াশুনো শেষ করার পর রাজা রামমোহন রায় উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে পাটনা ও বেনারস যান। সেখানে তিনি ফার্সী, আরবী ও সংস্কৃত পড়েন। যদিও রামমোহন রায় খ্রীস্ট ও ইহুদী ধর্ম অধ্যায়ন করেন তবুও ইসলাম তার মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে বলেই প্রতীয়মান হয়। তিনি "আরবদের যুক্তিবিজ্ঞান থেকেই তার যুক্তিবিজ্ঞান গড়ে তোলেন বলেই মনে হয়।" মুতাযিলাদের দর্শনে তিনি প্রভাবিত হন এবং হাফিয সিরাজী ও জালালুদ্দীন রুমীর কবিতা আবৃত্তির অনুরাগী ছিলেন।

মোহন রায় এসব লক্ষ্য করে দুঃখিত হন যে "বর্ণ, বহুবিবাহ, কুলীনত্ব, সতী, শিশুহত্যা এবং অন্যান্য অশুভ উপাদান হিন্দু সমাজকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে ভিতর থেকে। মানুষ তাদের সময় অতিবাহিত করত অশুভ কাজকর্ম ও অলসতা, সামাজিক দ্বন্দ্ব ও অযথা ঝগড়া-বিবাদে। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ছেয়ে গিয়েছিল দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত।"

রাজা মোহন রায় সমস্ত ধর্মের সত্যতায় বিশ্বাস করতেন। সুতরাং ইসলাম থেকে তিনি গ্রহণ করেন আপোষহীন একত্ববাদ, মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে এর কঠোর বিরোধিতা, এর সামাজিক

সাম্যের আদর্শ, আল্লাহ্ ও তার গুণাবলীর সম্পর্কের তত্ত্ব এবং জীবনধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে আরো অনেক ছোটখাট পন্থা ও পথ। ইসলামী দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি রচনা করেন *তুহফাতুল মুয়াহ্হিদিন* ফার্সী ভাষায়। তিনি লিখেছেন ঃ

"প্রতিটি বিষয়ে এটা প্রয়োজনীয় যে নির্ভুল ও ভুলের (ভালো ও মন্দ) মধ্যে পার্থক্য জ্ঞানের আদর্শের সাহায্যে যুক্তি নির্ধারণ করা উচিত, কারণ মহান স্রষ্টা (ঈশ্বর) কতৃক জ্ঞানের উপহার প্রয়োজনহীন মনে করা যায় না।"

সমস্ত বিশ্বাসকে সম্মান করার ও কাউকে ঘৃণা না করার শিক্ষা তিনি দেন। বিভিন্ন ধর্মকে তিনি দেখেন বহু রঙবিশিষ্ট কিরণের মধ্যে সত্যের উজ্জ্বল সূর্যের শুভ্র রশ্মি। এভাবে ভারতের বুনিয়াদী সংহতির বৈশিষ্ট্য তিনি এঁকে দেন। যার ভিত্তি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পারিক সমীহ এবং সমস্ত মতবিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

রায় ইসলামের একত্ববাদী আদর্শে এত গভীরভাবে প্রভাবিত হন যে "তিনি পৌত্তলিকতাকে মনে করতেন এমন উপাসনার স্টাইল যা ধ্বংস করে সমাজের অঙ্গ বিন্যাস।"

মধ্যযুগীয় হিন্দু সমাজের একটি সর্বনিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য হল নারীদের প্রতি অবমাননাকর ব্যবহার। তাদেরকে সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হত না, সারা জীবনের বৈধব্য জীবনে অথবা মৃত স্বামীর চিতায়, এবং বহুবিবাহের নিষ্ঠুর পরিণতি ভোগ করতে হত। তারা ছিল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, অন্তঃপুরে বন্দিনী এবং তাদের প্রতি ব্যবহার করা হত দাসীদের মত।

ইসলামে নারীদের যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে রায় (হিন্দু সমাজে) প্রচলিত এই ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করার পক্ষে ওকালতি করেন যাতে নারীরা মর্যাদা ও স্বাধীনতার জীবনযাপন করতে পারে। তিনি তাদের পক্ষে সম্পত্তির আইন পরিবর্তন এবং বর্বর ও অমানবীয় সতী প্রথার বিলোপ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিধবাদের পুনঃর্বিবাহ করতে ও বহুবিবাহ বন্ধের আবেদন করেন। সর্বোপরি, তিনি শিক্ষার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন।

যাইহোক, ইসলামের প্রভাবের ফলে হিন্দুদের মধ্যে কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী আবির্ভূত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হুসাইনী ব্রাহ্মণ যাদেরকে বিশেষভাবে দেখা যেত মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে। তারা তাদের উৎস চিহ্নিত করত নবী মুহাম্মদের (সা) পৌত্র আলীর (রা) পুত্র হুসাইন থেকে। অনুরূপভাবে সানওয়ায়িস নামে একটি হিন্দু গোষ্ঠী ছিল। রমজান মাসে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তারা উপবাস করত, দৈনিক পাঁচবার প্রার্থনা করত এবং কোরআনও তেলাওয়াত করত। মুসলিম প্রার্থনায় তারা রাত অতিবাহিত করত। তারা মুহার্‌রমের অনুষ্ঠান পালন করত, গরীবদের খাদ্য ও শরবত বিতরণ করত। তারা শূকরমাংস খেত না। তাদের নাম ছিল মুসলিমদের নামের অনুরূপ।

ইসলামের প্রভাবের ফলে যে সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন শুরু হয় এছাড়াও, সমাজের উঁচুস্তরে এমন অনেক হিন্দু ছিল যারা মিশ্র মতবাদে বিশ্বাসী ছিল। মুসলিমদের সঙ্গে আদানপ্রদান ও মুসলিম আধ্যাত্মবাদীদের সংস্পর্শে আসার ফলে কিষান চাঁদ ইখলাস প্রভাবিত হন ইসলামের দ্বারা। গভীরভাবে। ভগবান দাস হিন্দী তার মুসলিম শিক্ষকের প্রভাবে নবী মুহাম্মদ (সা) ও বার জন ইমামের জীবনচরিত রচনা করেন। তার একটি শ্লোকে তিনি বলেন যে ঈশ্বরের প্রেমিকরা বিশ্বাস করে না ধর্মীয় বিভেদে।

বেশকিছু হিন্দু ইসলামের শিক্ষাদর্শে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত হন যে জানা যায়, তারা গোপনভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু কখনও তা প্রকাশ করেননি জনসমক্ষে। কুনওয়ার আনন্দ কিশোর অন্তরে ছিলেন মুসলমান কিন্তু তিনি কখনও ঘোষণা করেননি। কুনওয়ার প্রেম কিশোর ফিরাকী খোলাখুলি ঘোষনা করেন যে তিনি ইসলাম কবুল করেছেন। রাজা কাল্পীয়ান সিং (কলমী নাম 'আশিক') পাঁচবার (দৈনিক) প্রার্থনা করতেন, রমজানের উপবাস করতেন, এবং মুসলমানদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন। রাজা ছাতার সাল ইসলাম ও এর প্রচারকের প্রতি উৎসর্গীত ছিলেন। গভীরভাবে। তিনি কোরআনকে যথাযোগ্য সম্মান করতেন। তার ব্যক্তিগত চেম্বারে উচু টেবিলে কোরআন রাখা থাকত। রাজা তাঁর রচিত কবিতাবলীতে নবী মুহাম্মদের (সা) গুণাবলীর প্রশংসা করেন।

কায়স্থ

সাধারণভাবে অযোধ্যার হিন্দু এবং বিশেষভাবে কায়স্থরা ইসলামের শিক্ষাবলী ও মুসলিম সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন। হিন্দুধর্মে নির্দেশিত আচার-অনুষ্ঠান পালন করার পরিবর্তে তাদের মধ্যে বেশকিছু মানুষ পাঁচবার প্রার্থনা করত যেমনভাবে ইসলামে নির্দেশ করা হয়েছে।

শাইখওয়াত

ইসলামের প্রভাবের কারণে শাইখওয়াত উপজাতি বেড়ে ওঠে হিন্দুদের মধ্যে। রাইসিল ছিলেন আকবরের একজন অফিসার। তার একজন পূর্বপুরুষের কোনো সন্তান ছিল না। শায়খ বুরহানের দোয়ায় তিনি পিতা হন এবং তার পুত্রের নাম রাখেন শায়খজী। তিনি শাইখওয়াত গোষ্ঠীর কুলপতি হন। "প্রত্যেক পুরুষ শিশুর জন্মের পরে একটি করে ছাগোল উৎসর্গ করা হত, এবং যখন কলেমা আবৃত্তি করা হত তখন শিশুটিকে রক্ত স্প্রে করা হত। দু'বছরের জন্য সে নীল জামা ও টুপি পরত এবং সারা জীবন শূকর মাংস পরিহার করে চলত।"

যেহেতু সামাজিক জীবনের ওপর ইসলামীক দৃষ্টিভঙ্গি গণতান্ত্রিক, জন্ম ও বংশসূত্রতা গুরুত্বহীন সেহেতু এর প্রভাব হিন্দু সমাজে দ্রুততর সামাজিক সাম্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ভাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ভারতীয় জনজীবনের সর্বস্তরে মুসলিম প্রভাবের প্রসঙ্গ অতিরঞ্জিত করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এটা তেমন আর কোথাও নয় যেমন এটা স্পষ্ট ও প্রতিফলিত অন্তরঙ্গ ঘরোয়া জীবনের বিষয়াদিতে, সঙ্গীতে, পোষাক-পরিচ্ছদের ফাশানে, রান্নাবান্নার প্রক্রিয়ায়, বিবাহ অনুষ্ঠানে, মেলা ও উৎসবাদিতে এবং সামাজিক সংস্থায়।

মহানবীর (সাঃ) জীবদ্দশায় ভারতবর্ষে ইসলাম

খোন্দকার আবদুর রশীদ ☐ বাংলাদেশ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পথভোলা বান্দাদেরকে হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবী-রসুল পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টি জগতে যিনি ছিলেন একমাত্র পরিপূর্ণ মহামানব, তিনি হলেন হযরত মুহম্মদ (সাঃ)। তিনি তাঁর মাত্র ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনের মধ্যে এতদূর সার্থকতা লাভ করেছিলেন যে তার নজীর বিশ্ব ইতিহাসের অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মহানবী (সাঃ) তাঁর রকমারী দায়িত্ব পালনের মধ্যেও ছোট-বড় ২৭৬টি রাজ্যকে একত্র করে নয় লক্ষাধিক বর্গমাইল এলাকার এক অখণ্ড আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন। আর তাঁর দাওয়াতের ফসলস্বরূপ অন্তিমকালে তিনি রেখে গিয়েছেন একটি বিরাট মুসলিম জনসংখ্যা। মহানবীর (সাঃ) জীবদ্দশাতেই ইসলাম তার আপন সৌন্দর্য নিয়ে আরব থেকে দূরে, অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষেও মহানবীর (সাঃ) জীবদ্দশায় ইসলাম প্রচার হয়েছিল। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের নিজস্ব ইতিহাসের ভাণ্ডার অত্যন্ত সীমিত। অগণিত দেব-দেবীর আরাধনাক্ষেত্র ভারতবর্ষের প্রচলিত ইতিহাসের অনেকটা স্থান দখল করে আছে কল্পিত কিছু পৌরাণিক কাহিনী। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া এখানকার ইতিহাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল প্রতিপক্ষকে সদা হেয় প্রতিপন্ন করা। তাই এখানকার ইতিহাস নামের (?) অধিকাংশ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে ইসলাম তরবারির মাধ্যমে ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাম প্রাণ নামের এক ঐতিহাসিকের (?) কথা বলা যায়। তিনি বলেন, ইসলামধর্মের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরেই মুসলমানগণ স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেছিলেন। এই সময় হতে আরবগণ পরস্বাপহরণ মানসে বহুবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। (পাঠান রাজবৃত্ত, কলিকাতা, ১৩১৮, পৃষ্ঠা ১-২)। কিন্তু অপর একজন হিন্দু ঐতিহাসিক বলিষ্ঠ ভাষায় বলেন যে ভারতবর্ষে বলপূর্বক ইসলাম বিস্তার করা হয় নাই। কারণ ইতিহাসে অমুসলমানদের প্রতি অকথ্য নির্যাতনের কোন নজীর নাই। (Iswariprasad, History of Muslim India. P.9)

প্রকৃতপক্ষে শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বের কোথাও কোন কালেও বাহুবলে ইসলাম প্রসার লাভ করেনি। এটা একদিকে ইতিহাসের নিরিখে যেমন সত্য, তেমনি যুক্তিযুক্তও বটে। এ প্রসঙ্গে দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা কাসেম (রাহঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "তরবারির জোরেই যদি ইসলাম প্রচারিত হয়ে থাকে, তবে বল সে অস্ত্রধারী এল কোত্থেকে? কেননা, তলোয়ার নিজেই তো আর চলতে পারে না। সুতরাং প্রথম যারা তলোয়ার চালিয়ে ছিলেন, অবশ্যই তাঁরা তার ভয়ে মুসলমান হন নাই। কেননা, সর্বপ্রথম অস্ত্রধারী কেউ ছিলেন না। অতএব, এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে ইসলাম অস্ত্রের জোরে প্রচারিত হয়নি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল হুযুরে আকরমের (সাঃ) মদীনায় আগমনের পর। আর

মদীনাবাসীদের অধিকাংশই রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মদীনা আসার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাহলে কোন্ তলোয়ার তাদেরকে মুসলমান করেছিল? আর মক্কাতে যে কয়েকশ লোক মুসলমান হন এবং কাফেরদের অত্যাচারে নিপিষ্ট হতে থাকেন, তাঁরা কোন্ তলোয়ারের ভয়ে মুসলমান হয়েছিলেন? (আশরাফুল জওয়াব, ১ম খণ্ড)

যেহেতু এখানকার ইতিহাস বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইতিহাসের তুলনায় একটু ব্যতিক্রমধর্মী, তাই এখানকার ইতিহাস গবেষণা করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা একটু কষ্টকরও বটে। কিন্তু সত্য ইতিহাসকে চিরকাল পাহাড় চাপা দিয়েও দাবিয়ে রাখা যায় না। একদিন না একদিন তার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন হবেই। অতিসম্প্রতি একটি ঐতিহাসিক দলিল আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার হয়েছিল। ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে এ এক বিস্ময়কর ও মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা।

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ছিলেন বিশ্বনবী। তাই প্রতিশ্রুত এ নবীর আগমনবার্তা সম্পর্কে বিশ্বের সকল ধর্মগ্রন্থেই তাঁর আবির্ভাবের বহুপূর্বে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। ভারতীয়রা বেদ, পুরাণ এবং উপনিষদের মাধ্যমে মহীনবীর (সাঃ) আগমনবার্তা জেনেছিল। এ সম্পর্কে একটু আলোকপাত করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। যেমন—যজুর্বেদে উক্ত হয়েছে ঃ

"মদৌ বর্তিতা দেবা দ কারাস্ত গো খাদকাঃ
প্রকৃতাঃ ঈশানং ভজয়েত সদাবেদ ঋশেসৃতাঃ।"

অর্থাৎ যাঁর নামের প্রথম অক্ষর 'ম' এবং শেষ অক্ষর 'দ' অথচ গো-খাদক অর্থাৎ সর্বদা তিনি গো ভক্ষণ করেন, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেরিত পূজনীয়ঃ বেদ তাঁরই কথা কীর্তন করেছে। যজুর্বেদের এই মন্ত্রটিতে আমরা হযরত মুহম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে বেশ পরিষ্কারভাবে সাক্ষ্য পাচ্ছি যে তিনিই সেই প্রেরিত মহাপুরুষ যাঁর নামের প্রথম অক্ষরেই 'ম' রয়েছে এবং শেষ অক্ষর 'দ' এবং তিনি ও তাঁর অনুবর্তীরা বৃষ অর্থাৎ গরু ভক্ষণ করে থাকেন।

হিন্দুধর্ম প্রণেতা মনু বলেছেন—

"হোতারা মিদ্রো হোতার মিদ্রো মহা সুরিন্দ্রাঃ
অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মানং অল্লাম
অল্লোহর সল্ল মহমদরঃ কং বরস্য অল্লো অল্লাম
আদল্লাং বুক মেকং অল্লাবুকং নির্খাত কম।
(অল্লোপনিষদ সপ্তম পরিচ্ছেদ)

অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব আছে। আমি মহা ইন্দ্রের ইন্দ্র। আমি জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ পরম পূর্ণ ব্রহ্ম। আমি আল্লাহ। আল্লাহর রসূল মুহম্মদের তুল্য আর কে আছে? আমি আল্লাহ্। আল্লাহ্ সহায়, অবিনশ্বর এক এবং স্বয়ম্ভু।

বেদের বিংশতি পরিচ্ছেদ 'কুন্তাপ সুক্তে' বলা হয়েছে

"ইদং জনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে
ষষ্টিং সহস্রা নবতিংচ কৌরম আ রুষমেষু দদ্মহে।"

অর্থাৎ, "হে জনগণ। সসম্মানে ইহা শ্রবণ কর, জনগণের যশস্বী পুরুষের স্তুতিগান হইবে।

হে আরামপ্রিয় রাজন, ষাট হাজার নব্বই জন তাহাদের শত্রুদিগকে নির্মূল করিতেছে।"

[পণ্ডিত খেমকরণ (এলাহাবাদ) অনুবাদ হতে গৃহীত এবং মুহম্মদ নুরুল ইসলাম-এর 'জগৎগুরু মুহম্মদ (সাঃ)' থেকে সংগৃহীত।]

উপরোক্ত মন্ত্রটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ইহাও মুহম্মদ (সাঃ) সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কেননা, কাফেরদের প্রাণান্তকরণ নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মুহম্মদ (সাঃ) যখন মদীনা হিজরত করেন, তখন আরবের লোকসংখ্যা ছিল ৬০০৯০ জন। এমনিভাবে ভারতীয়রা তাদের ধর্মগ্রন্থে মহানবীর (সাঃ) আবির্ভাবের পূর্বাভাস পেয়ে তাঁর (সাঃ) প্রতীক্ষায় দিন গুণছিল। একদিন তাদের সেই শুভলগ্ন উপস্থিত হয়। তারা মহানবীর (সাঃ) আবির্ভাবের প্রমাণ পেয়ে তাঁর কাছে পত্র লিখেন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভের জন্য। মহানবী (সাঃ) ভারতীয়দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে একজন সাহাবীকে পাঠিয়ে দেন, যে এখানকার একজন রাজাসহ বহু গণ্যমান্য হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। আর এভাবেই মহানবীর (সাঃ) জীবদ্দশাতেই প্রথম ভারতবর্ষে ইসলামের যে বীজ রোপিত হয়েছিল সে তথ্যটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হওয়ায় সবাইকে করেছে বিস্মিত। সৃষ্টি করেছে ইসলামের ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের। এখন সে সম্পর্কেই আলোকপাত করছি।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ) মহানবীর (সাঃ) জীবদ্দশায় ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত রাজার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে "ইসলাম কি সাদাকত" নামক পুস্তকের ৩৯ পৃষ্ঠায় যে ইতিহাস তুলে ধরেছেন তা হল—

উত্তর প্রদেশের একটি জেলার সদর শহরের নাম গোরক্ষপুর। প্রাচীনকাল থেকেই এ গোরক্ষপুর অতিথি সেবার সুনাম অর্জন করে আসছে। কোন লোক একবার ঐ মাটিতে পা দিলে সেই মাটি তাকে বার বার নিজের বুকের দিকেই আকর্ষণ করে থাকে। এমনি সে মাটির যাদুমায়া। ঐ স্থানের মাটিতে বাস্তবিকই এক দূর্বার আকর্ষনীয় শক্তি আছে। আমিও (থানবী) তার সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে প্রায়ই গোরক্ষপুর যাতায়াত করতাম। মাত্র কয়েক বছর আগের কথা, আমি কোন এক প্রয়োজনে গোরক্ষপুরে জনাব মৌলবী সুবহানুল্লাহ সাহেবের বাড়ি যাই। একদিন ভোরবেলা, মৌলবী নাসিরউদ্দীন সিদ্দিকী সাহেবের উপস্থিতিতে আমরা সবাই সুবহানুল্লাহ সাহেবের কুতুবখানা পরিদর্শন করছিলাম। একখানি পুস্তকের প্রতি আমাদের সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। পুস্তকটিতে অতীত যুগের প্রসিদ্ধ মহাপুরুষদের জীবনী ও ঘটনাবলী অভিধানের ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ ছিল। সে পুস্তকে রাজা ভোজ সম্পর্কে একটি ঘটনার উপর সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। ঘটনাটি এমন মনোমুগ্ধকর ও আশ্চর্যজনক যে সঙ্গে সঙ্গেই আমি আমার বন্ধু সৈয়দ মকবুল হোসেন বেলগ্রামীকে আমার খাতার মধ্যে সেটা তুলে দেয়ার জন্য অনুরোধ করি। তার সারমর্ম হল, "রাজা ভোজ ভারতবর্ষে হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর চন্দ্র-দ্বিখণ্ডিত করার অলৌকিক ঘটনা দর্শনে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে তার রহস্য উদঘাটনের জন্য আরব দেশে দূত প্রেরণ করেন। তারপর ঘটনার সত্যতা ও উদ্দেশ্য অবগত হয়ে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হন।"

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ) এক স্থানে লিখেছেন, বস্তী জেলার অন্তর্গত সহসী গ্রামের অধিবাসী মৌলবী হাসান রেজা খান আমাকে বলতেন যে রাজা ভোজ নামের

দুজন রাজা ছিলেন। আমি হলাম দ্বিতীয় রাজা ভোজের বংশধর। তিনি গুজরাটের ধারদার শহরের অধিবাসী এবং সেখানকার রাজাও ছিলেন। আলোচ্য ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি এই রাজা সম্পর্কেই। ('খোদ্দামুল মুসলিমীন' সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত 'খাতামুন নাবিয়্যীন' ১৯৭৭)

যুক্ত প্রদেশের বালিয়া জেলায় ভোজপুর নামে একটি স্থান আছে। সেখানে মাঠের মধ্যে বহু প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। প্রস্তরফলকে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের বহু মূল্যবান মন্ত্র লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভোজরাজ সেখানকার রাজা ছিলেন। রাজপ্রাসাদ এবং রাজধানীও ছিল ঐখানে। এই রাজা ছিলেন পুণ্যবান ও আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। পরদিন সকালে তিনি জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের ডেকে এ ঘটনা ব্যক্ত করেন এবং গুপ্তভেদ বর্ণনা করার জন্য তাদের নির্দেশ দেন। পণ্ডিতগণ গণনা করে একমত হয়ে বলেন ঃ "আমাদের গণনা অনুসারে আমরা বুঝতে পারছি যে আরব দেশে এক মহা অবতারের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম সর্বধর্মের সত্যতা স্বীকার করে এবং এই ধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হবে। তিনিই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন।" এতদশ্রবণে ভোজরাজ কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে আরব দেশে প্রেরণ করেন। ঐ সময় ভারত ও আরবদেশের মধ্যে সমুদ্র পথে বাণিজ্য চলত। ঐতিহাসিকগণ এ প্রমাণ দিয়েছেন। দূতগণ দেশে ফিরে ভোজরাজকে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার ঘটনা ও হযরত মুহম্মদের (সাঃ) প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত জানালে ভোজরাজ এবং ঐ দূতগণ এক সঙ্গে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হন। পরে প্রজাগণ এবং তাঁর বংশধর বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে উপদ্রব করতে থাকলে তিনি গুজরাটের ধামওয়ার নামক স্থানে গমন করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। তাঁর মুসলিম নাম ছিল শেখ আবদুল্লাহ্। গোরক্ষপুর নিবাসী মাওলানা সোবহানুল্লাহ সাহেবের পাঠাগারে এ ভোজরাজার ইতিহাস আজও রয়েছে। [জগৎগুরু মুহম্মদ (সাঃ), মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম]। আর্য ধর্মের পণ্ডিত ও সাহিত্যিক লালা হংসরাজ ভারতের ইসলামধর্মের বিস্তারের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভোজরাজের এ তত্ত্ব উদ্ধার করেছেন। এক প্রাচীন মন্দির হতে সংস্কৃত ভাষায় রাজা ভোজ কর্তৃক লিখিত একটি ইতিহাস তাঁর হস্তগত হয়। কেন রাজা ভোজ মুসলমান হলেন স্পষ্টভাবে তা লেখা রয়েছে। রাজা লিখেছেন, "আমি একদা রাত্রিকালে আকাশে চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিত হতে দেখলাম এবং তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত হলাম। আমি জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের এর গূঢ় তত্ত্ব নিরূপণ করতে আহ্বান করলাম। তাঁরা তদুত্তরে বললেন, আরব দেশে এক মহাপুরুষ দৈবশক্তি বলে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রমাণ করেছেন। তাঁর দেশের (আরবের) প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা তাঁর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। তারা এই দাবি উত্থাপন করেছে যে যদি তিনি চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারেন তবে তারা তাঁর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করবে। সেজন্য তিনি এ কাজ করেছেন। তাঁর প্রচারিত ধর্ম ইহলোক ও পরলোক মুক্তির আশ্বাস দান করে এবং সত্যের পথ প্রদর্শন করে।" ভোজরাজা একাধারে ছিলেন প্রতাপশালী রাজা, আর অন্যদিকে ছিলেন মহাভিজ্ঞ, সুপণ্ডিত, ধর্মপরায়ণ, দিব্যদৃষ্টি জ্ঞানসম্পন্ন একজন মহান ব্যক্তি যার প্রভাবে ৭জন দূতসহ বহু গণ্যমান্য হিন্দু ইসলামে দীক্ষিত হন। [জগৎগুরু মুহাম্মদ (সাঃ), মুঃ নুরুল ইসঃ]

উল্লেখ্য যে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হলে ভোজরাজা মহানবীর (সাঃ)

নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং একটি চিরকুটে এই প্রার্থনা জানান যে হে মহামান্য! আপনার একজন প্রতিনিধি আমাদের দেশে পাঠান, যিনি আমাদেরকে আপনার পবিত্র সত্য ধর্ম শিক্ষা দিবেন। আমরা আপনার সত্যপথে নির্দেশিত হতে চাই। বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) তাঁর জনৈক সাহাবীকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেন। তিনি এসে রাজাকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করেন এবং ভোজ রাজার নাম রাখেন আবদুল্লাহ্। রাজার ধর্ম পরিবর্তনে ধীরে ধীরে প্রজারা বিক্ষোভ আরম্ভ করে এবং শেষে একদিন তারা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজার ভাইকে সিংহাসনে বসায়। এদিকে ধর্ম শিক্ষা দেয়ার জন্য যে সাহাবী আরব থেকে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন তিনিও উক্ত শহরেই (ধারওয়ার) ইন্তেকাল করেন। তাঁর ও রাজার সমাধি এই শহরেই অবস্থিত। (কোরআন প্রচার, ১৩৭৮, বৈশাখ সংখ্যা)

ভারতবর্ষের মহান রাজা ভোজ মহানবীর (সাঃ) চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে তাঁর জীবদ্দশাতেই ইসলাম গ্রহণ করে যে বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, তা জগদ্বাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাই আজও ভারতবর্ষের লোকদের মুখে মুখে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একটা কথা চলে আসছে যে, "কাঁহা রাজা ভোজ আর কাঁহা গঙ্গারাম তেলী।"

ইসলাম এমনি একটি ধর্ম যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হয়, ততই এর বিধিবিধানগুলো মানুষের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য ও সহজবোধ্য হয়। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগে যখন এ্যাপোলো ১১-এর নভোচারীরা ১৪০০ বছর পূর্বের মহানবীর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণের চিহ্ন চাঁদের বুকেও দেখতে পেলেন, তখন আবারও প্রকাশিত হল বিশ্ববাসীর সামনে তাঁর একটি মোজেযার প্রামাণ্য দলিল।

সৌজন্যে ঃ মাসিক মদীনা; ঢাকা, সীরাতুন নবী সংখ্যা

ওড়িয়া সাহিত্যে ইসলামী সংস্কৃতি ও মহানবীর (সা) জীবন চর্চা

সাইয়েদ রহমানী

লেখক একজন ফ্রীলান্স জার্নালিস্ট

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার, যার সূত্রপাত ধর্মীয় সহনশীলতার যুগে, বহু আগেই মোগল দরবারের সঙ্গে ওড়িশার সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিল।

স্বভাবতই হিন্দু ও মুসলিমরা যখন পরস্পর মুখোমুখি হয় তখন একে-অপরের প্রতি উদাসীন থাকতে পারেনি। হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক মিলনের দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে ওড়িশার জীবনপ্রবাহের প্রায় প্রতিটি স্তরে। পরবর্তী মারাঠা ও ব্রিটিশ শাসনাধীনে ওড়িশার জনজীবনের একটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় সহিষ্ণুতা। এমনকি আজও ওড়িশায় অনুরূপ বাতাবরণ বিদ্যমান।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

মোগল শাসনামলে কদম-ই-রাসূল স্থাপিত করা হয় কটক ও বালাসোরে (১৭১৫)। এই দুটি স্থান পরিণত হয় তীর্থকেন্দ্রে। এ স্থানগুলো দর্শন করে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে মহানবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) প্রতি। ওড়িয়া সাহিত্যে সীরাতের প্রভাব সম্পর্কে যতদূর সম্ভব বলা যায়, এইসব লেখাজোখাকে উপেক্ষা করার উপায় নেই তাদের উচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের কারণে।

সীরাতের সৌন্দর্য ও পবিত্রতাই ওড়িয়া ভাষায় মহানবীর (সা) জীবনীগ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করতে হিন্দুদের অনুপ্রাণিত করে। বহু মুসলিম লেখকও তাদের লেখনীর মাধ্যমে ওড়িয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন, যারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন। রাউত্রপুর, কটকের মৌলবী মুহাম্মদ মনসূরকে এই সাংস্কৃতিক যুগারম্ভের অগ্রদূত মনে করা হয়। তাঁর গ্রন্থ *"কোরআন রো আলোকে"* (The light of the Quran) ওড়িয়া ভাষায় এ ধরণের প্রথম গ্রন্থ।

বর্তমানে জনাব এস. এ. সামাদ এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি ইসলামের ওপর ওড়িয়া ভাষায় কমপক্ষে ১৮ খানা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রথম এবং মুখ্য প্রকাশিত বই মহানবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থ। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। তাঁর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল মহাপুরুষ মুহাম্মদ। প্রকাশিত ১৯৮৫ সালে। তাঁর পূর্ববর্তী বইয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই গ্রন্থে মহানবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) জীবন ও শিক্ষাদর্শের ওপর গভীর গবেষণার প্রচেষ্টা লেখক করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সমীহ-যোগ্য। ওড়িয়া ভাষায় তাঁর আরো কয়েকটি প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ

১. হেদায়াত-উল-মুসলেমীন
২. হেদায়াত-উল-ইসলাম
৩. ইসলাম ধর্ম রা শিক্ষা (ইসলামের শিক্ষা)
৪. চালিস হাদীসেঁ
৫. পয়গম্বর ও-ইসলাম
৬. ইসলাম জাহা প্রতি মোরা-অনুরাগ আচ্ছী
(ইসলাম—যাকে আমি সর্বাধিক ভালোবাসি। উর্দূ থেকে অনূদিত)

কোরআন শরীফের কিছু সূরার তরজমাও তিনি প্রকাশ করেছেন। ওড়িয়া সাহিত্যে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জনাব এস. এ. সামাদ ইতিমধ্যেই পুরস্কৃত হয়েছেন *উড়িষ্যা সাহিত্য একাডেমীর* (Orissa Sahitya Academy) তরফ থেকে। তাঁর বয়স আশির কাছাকাছি। লেখনীর মাধ্যমে উড়িষ্যার অ-উর্দূ ভাষাভাষী জগনগণের কাছে ইসলামকে জনপ্রিয় করে তোলার মহান ব্রতে তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত।

অঙ্কন

বিশ্বের আটজন মহান ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্মধারা সমন্বিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। এই গ্রন্থের লেখক শ্রী উদয়ানাথ সারাঙ্গী। তিনি একজন প্রখ্যাত ওড়িয়া লেখক এবং ওড়িয়া দৈনিক *'দ্য সমাজ'* (The Samaj)-এর সাবেক সম্পাদক। শ্রী সারাঙ্গী ১৪ পাতার নিবন্ধে হজরত মুহাম্মদের (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) জীবন ও কর্মধারার অতি স্পষ্ট চিত্র এঁকেছেন। এই নিবন্ধে মহান নবীর (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) প্রচারিত ধর্মীয় সহিষ্ণুতার মর্মবাণী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শের ওপর লেখক বিশেষ জোর দিয়েছেন।

উড়িষ্যার 'শিশু সাহিত্য সমিতি'-র (Sisu Sahitya Samiti) অবদান এ বিষয়ে আরো উল্লেখযোগ্য এই অর্থে যে তামাম বিশ্বজুড়ে মহামানবদের মহান কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে আমাদের শিশুদেরকে তারা অবহিত করে চলেছেন। নিরন্তর। এই সমিতি প্রকাশ করে শিশুদের জন্য একটি মাসিক। ১৯৯২ সালে এর মার্চ সংখ্যায় মুহাম্মদের (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) জীবনের ওপর একটি নিবন্ধ ছাপা হয়। এর লেখক শ্রী জগন্নাথ মোহান্তি নিবন্ধটির ইতি টানেন এই মন্তব্য করে যে শেষনবী (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) মানবজাতির মহানবন্ধু।

মাসিক

'সদা-ই-উড়িষ্যা' নামে একটি দ্বিভাষিক মাসিকের সম্পাদক ও প্রশাসক জনাব শেখ কুরাইশ। মুহাম্মদের (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) জীবন সম্পর্কীয় প্রবন্ধ তিনি এই পত্রিকায় প্রকাশ করেন। নিয়মিত। কোরআন ও হাদীস থেকে উদ্ধৃতিও এতে প্রকাশিত হয়। মুহাম্মদের (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) জীবনীর ওপর ওড়িয়া প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কবিতা ও গদ্য উভয় ফর্মেই প্রকাশিত হয় ওড়িয়া সাময়িকী ও দৈনিকে। মাঝে-মধ্যেই।

যদিও খুব ব্যাপক নয় তবুও সীরাত সম্পর্কীয় লেখাজোখা যতদূর সম্ভব বলা যায় প্রশংসার যোগ্য কারণ এসব লেখাজোখা ওড়িয়া সমাজের সমস্ত বয়সের মানুষের চাহিদা পূরণ করে চলেছে।

জামাত-ই-ইসলামী-র আঞ্চলিক শাখা ইসলামের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বইপত্র ওড়িয়ায় ভাষান্তরিত করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উর্দু ভাষায় সীরাত সাহিত্য

ড. আব্দুল হক

উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
দিল্লী

নবী মুহাম্মদ (সা) সর্বোত্তম সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নবীও (সা)। কোনো ভাষা, কোনো ভূখণ্ড তাঁর শিক্ষা ও চিন্তাদর্শ থেকে বঞ্চিত নয়।

সাহিত্যের যত গ্রন্থাবলী তাঁর ওপর লেখা হয়েছে তার সাথে আর কোনো নবী অথবা বিশ্ব ব্যক্তিত্বের তুলনা হতে পারে না। বিশ্বে তিনি মহানতম ও উচ্চতম পদের অধিকারী। উত্তর প্রজন্মের জন্য তাঁর বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি এবং বাণী সংরক্ষিত রয়েছে বিশ্বের গ্রন্থাগারে লক্ষ লক্ষ বই-পুস্তকে। এসব মিলে তৈরী হয়েছে শিক্ষা ও মনুষ্য-জ্ঞানের একটি পৃথক শাখা। একে বলা হয় *সীরাত নিগারী* অথবা জীবন কথা।

১১২৮ গ্রন্থাবলী

ইসলামীক দুনীয়ায় উর্দু দ্বিতীয় বৃহত্তর ভাষা। বিশ্বনবী (সা) সম্পর্কীয় সাহিত্য চর্চায় উর্দুর ক্রমপর্যায় দ্বিতীয়—কেবলমাত্র আরবীর পরেই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর থেকেও উন্নত। সর্বশেষ গবেষণার পরিসংখ্যানানুযায়ী, (আরবী ভাষায়) হাদীসের ওপর ভারতে সংকলিত হয়েছে ১১২৮ টি গ্রন্থ।

তাঁর বাণী ও ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে লেখাজোখা করতে একটি শক্তিশালী ধারা অব্যাহত

প্রাথমিক যুগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক কাল পর্যন্ত। এমনকি অমুসলিম লেখকেরাও সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তাদের সৃষ্টিশীল লেখাজোখার প্রারম্ভিক লাইনে তাঁর প্রতি প্রশংসা বাণী জ্ঞাপন করতেন। নাত (রচনার) সূত্রপাত হয় এবং মহানবীর (সা) প্রশংসায় এটা (নাত) খুবই স্পষ্ট ও অসাধারণ কাব্যিক অভিব্যক্তি। কাব্যের এই বিশেষ ধারার চর্চা অনুরাগ ও ভালোবাসার অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং অনুপ্রাণিত করে বহু মিলিয়ন মানুষকে যারা মহানবী (সা) সম্পর্কে পড়াশুনো করেন ও লেখাজোখা করেন।

দাক্ষিণাত্যের কবি

নিযামী, ওয়াজহী, মুহাম্মদ কুলী, গাওওয়াসী, ইবনে নিশাতী, ইব্রাহীম আদিল শাহ এবং ওয়ালী তাদের মসনবী ও গযলে তাদের অনুভূতি ও ভক্তিমূলক আবেগ প্রকাশ করেছেন। উত্তর ভারতে এই ধারা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত পথে পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে। শাহ্ হাতীম এবং তার সমসাময়িক কবিরা হৃদয়গ্রাহী ও অনুপ্রেরণামূলক ধারণা উপহার দেন পাঠককে। সওদা, যওক এবং মোমিনের স্টাইল বিখ্যাত মহানবীর (সা) জীবনসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ বর্ণনামূলক কবিতা (প্রশংসায়) রচনার জন্য।

নিচের দুটি চরণ বিশ্বনবীর (সা) প্রতি গালিবের গভীর ভক্তি ও অনুরাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঃ

গালিব সানায়ে খওয়াজা বা ইয়াযদান গুযাশতেম
কান যাতে পাক মরতবা দানে মুহাম্মদ আস্ত
গালিব! আমরা আল্লাহর জন্যই উৎসর্গ করেছি প্রধানের (মহানবীর) স্তুতি
কারণ তিনিই (আল্লাহ) একমাত্র অধিকতর জানেন মুহাম্মদের মর্যাদা

স্যার সৈয়দ আহমদ গদ্য সাহিত্যে মহানবীর (সা) জীবনকথা রচনার সূত্রপাতের অগ্রপথিক, এবং এটা সমৃদ্ধতর হয় মাওলানা শিবলীর রচনায়। সিরাতুন নবী (মাওলানা শিবলীর) এক অসাধারণ সাহিত্য-সমৃদ্ধ রচনা এবং আমরা গর্বিত যে এটা উর্দূ ভাষায় লেখা। সিরাতুন নবী-র অমূল্য খণ্ডসমূহ অনুদিত হয়েছে আরবী, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায়[১] এবং বিশ্বব্যাপী এই অনুবাদসমূহ সর্বজনবিদিত। মাওলানা শিবলীর পরে প্রকাশিত হয়েছে আরো অনেক রচনা।

আমীর মীনাইয়ের কবিতায় বিশ্বস্ত কাব্যিক সুর তাঁর আত্মায় নিবেদিত।

আল্লামা ইকবাল সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি এবং মহানবীর (সা) জীবন ও কর্মপদ্ধতি বর্ণনায় আরো নানান মাত্রা যোগ করে তিনি এ বিষয়টিকে আরো উন্নত করে তোলেন। তাঁর লেখায় তিনি দেখিয়েছেন যে মহানবী (সা) মানবতাকে ভালোবাসতেন সবচেয়ে বেশী এবং তিনিই হলেন আল্লাহ্ প্রেরিত বিশ্বের পরিত্রাতা। মহানবীর (সা) জীবন ও কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়ে ইকবালের প্রকাশভঙ্গিমা সম্পূর্ণ অনন্য—গদ্য ও পদ্য উভয় শাখাতেই। অনেক ক্ষেত্রে তিনি ছাপিয়ে গেছেন মাওলানা রুমীকেও।

---

১. বাংলা ভাষায়ও **সিরাতুন-নবী**-র তরজমা প্রকাশিত হয়েছে—সম্পাদক।

লূহ ভী তু, কালাম ভী তু, তেরা ওয়াজূদ আল-কিতাব
গুম্বদ-ই-আবগিনা রঙ্গ তেরে মুহীত মেঁ হুবাব
তুমিই লিপিফলক, তুমিই কলম, তোমার অস্তিত্ব আল-কিতাব
পানপাত্র-বর্ণের এই গম্বুজ তোমার দৃঢ়মুষ্টির বুদ্বুদের মত

সমাবেশ

হালী, মাওলানা যাফর আলী খান, বেদম শাহ ওয়ারসী, আসগর গন্দবী, জিগার মোরাদাবাদী, হসরৎ মোহানী, সুহাইল আযমী এবং আর্‌শ মালসীয়ানীর মত সাহিত্যিক গোষ্ঠী মহানবীর (সা) বাণী ও চিন্তাদর্শের পক্ষে প্রত্যার্পণ করেন সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যিক মননশীলতা। মহানবী (সা) সংক্রান্ত বিষয়ে মহসিন কাকোরাভী তার বিখ্যাত কাব্যিক সূক্ষ্মানুভূতির সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটান ক্লাসিক্যাল ভারতীয় ধারার।

অধিকন্তু, হাফিয জলন্ধরী, শফীক জৌনপুরী, আহমদ নাদীম কাসমী, কওসর নিয়াযী, বেকল উৎসাহী, আমীক হানফী এবং আলীম সাবা নাভেদীর মত কবিরাও এ বিষয়ে তাদের মাধুর্যময়ী রচনার জন্য সমভাবে উল্লেখযোগ্য ও বিখ্যাত।

১৯৪৭ সালের পরে শেষনবীর (সা) জীবন ও কর্মধারা সংক্রান্ত বিষয়ে লেখাজোখা আত্মপ্রকাশ করে সৃষ্টিশীলতার সংগঠিত অভিব্যক্তি হিসেবে, যা এমন এক নিয়ম ও নীতি যার মাধ্যমে লেখকের লেখাজোখার গুণাবলী বিবেচিত হয়। এমনকি পদদলিত মানুষের একমাত্র পরিত্রাতা হিসেবে এই পবিত্র ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরতে আধুনিক লেখকেরা, ব্যাপকভাবে, তাদের শৈল্পিক উৎকর্ষতা উন্নীত করেন। সমসাময়িক সাহিত্যে আব্দুল আযীয খালিদ এই নতুন ধারার সর্বোত্তম প্রতিমূর্তি। তাঁর শিল্পগত উৎকর্ষতা এবং চিন্তাদর্শ মহানবীর (সা) প্রতি নিবেদিত সার্বিকভাবে। বিভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী কিছু প্রগতিশীল লেখক এবং অন্য এক ধরণের লেখকগোষ্ঠী আন্তরিকভাবে বিষয়টি গ্রহণ করেননি এবং এর স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ তারা টিকে থাকতে পারেননি বেশী দিন।

সিরাতুন নবী-র পরে গদ্য সাহিত্যে আরো অনেক সমুজ্জল গ্রন্থাবলী রচিত হয়েছে। 'রহমাতুল্লিল আলামীন', 'মহসিন-এ-ইনসানীয়াৎ', 'পয়গাম্বারে আযম ওয়া আখির', 'নুকূশ' সীরাত সংখ্যা (সাত খণ্ডে) উর্দূ সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য।

উপরন্তু, সীরাত সম্পর্কীয় প্রায় যাবতীয় বইপত্র উর্দূতে অনূদিত হয়েছে। *সীরাতে ইবন-ই-হিশাম* থেকে শুরু করে ড. হুসাইন হায়কল ও তাহা হোসেনের মত আধুনিক লেখকদের (অনূদিত) গ্রন্থাবলী উর্দূ সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে।

মৌলিক এবং অনূদিত রচনা— যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন উর্দূ ভাষার সঙ্গে অন্য কোনো ভাষা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না। এটা শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ বাণী নয় বরং প্রকৃত বাস্তব সত্য যে মহানবী (সা) পরিচিত তামাম দুনীয়া জুড়ে। *এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা*-য় বলা হয়েছে, প্রতিটি বিষয়ে "মুহাম্মদ[২] ছিলেন সফলতম নবী।"

উর্দূ গদ্যে সীরাত গ্রন্থাবলীর তালিকা

আল্লাহর মহান নবী হজরত মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহো আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জীবনী গ্রন্থ অথবা সীরাত চর্চা সম্ভবতঃ শুরু হয় ১৩শ শতাব্দী হিজরীর (১৭শ খ্রীঃ) প্রথমভাগে কিন্তু এর অনেক আগে ১১শ শতাব্দী হিজরীতে (১৫শ খ্রীঃ) উর্দূ পদ্যে সীরাত চর্চা শুরু হয়ে যায়।

যাইহোক, মুহাম্মদ বাকিরের গ্রন্থ *রিয়ায-উস-সীয়ার* উর্দূতে প্রথম সীরাত গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত। এটি লেখা হয় ১২১০ হিজরী অথবা ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে।

১৮৫৭ সালের আগে লিখিত সীরাত গ্রন্থ

ক্রমিক নং	সীরাত গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশের সাল
১	রিয়ায্-উস-সীয়ার	মুহাম্মদ বাকির আগাহ	১২১০ হিজরীর (১৭৯৫ খ্রীঃ) আগে
২	আনওয়ার-ই-মুহাম্মদী শামইল তিরমিজী-এর অনুবাদ	আলী জৌন পুরী	১২১২ হিঃ
৩	মুয়ালূদ-ই-মাসূদ	আহমাদীয়ার খান	১২২৫ এবং ৪৬ হিজরীর (১৮১০ ও ৩০ খ্রীঃ) মধ্যে
৪	মহফিল-উল-আনওয়ার ফি আহওয়াল-ই-সাইয়েদিল আবরার	মাওলানা আব্দুল মাজীদ কাদরী	১২৩১ হিজরী (১৮১৬ খ্রীঃ)
৫	মারগুব-উল-কুলূব ফি মিরাজ ইল মহবুব	শাহ রউফ আহমদ রাফাত	১২৪৯ হিজরী (১৮৩৩ খ্রীঃ)
৬	মুমতায-উত-তাফাসীর	সাইয়েদ আমীরুদ্দীন হুসাইন	১২৫০ হিজরী (১৮৩৪ খ্রীঃ)
৭	ফাওওয়াইড-ই-বাদরীয়া	মৌলবী মুহাম্মদ সিবগাতুল্লাহ	১২৫৫ হিজরী (১৮৩৯ খ্রীঃ)
৮	জিলাল-উল-কুলূব বি যিকরিল মহবুব	স্যার সাইয়েদ আহমদ খান	১২৫৮ হিজরী (১৮৪২ খ্রীঃ)

মওলূদ নামাসমূহ ছাড়াও ১৮৫৭ ও ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে উর্দূ ভাষায় রচিত হয় ৬৪ খানা গ্রন্থেরও বেশী ঃ

---

২. তার ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

এদের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

ক্রমিক নং	সীরাত গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশের সাল
৯	তাওয়ারিখ-ই-হাবীব-ই-ইলাহী	মুফতী ইনায়েত আহমদ কাকোরভী	১২৭৫ হিজরী (১৮৫৭ খ্রীঃ)
১০	মওলূদ শরীফ	মাওলানা খাওয়াজা আলতাফ হুসাইন হালী	১৮৬৪ খ্রীঃ
১১	খুতবাত-ই-আহমাদীয়া	স্যার সাইয়েদ আহমদ খান	১৮৭০ খ্রীঃ
১২	গুলযার-ই-মুহাম্মাদী	মুহাম্মদ মুসলিম	১৮৮১ খ্রীঃ
১৩	আওসাফ-ই মুহাম্মাদী	সাইয়েদ আওসাফ আলী	১৮৮২ খ্রীঃ
১৪	মওলূদ শরীফ	গোলাম ইমাম শহীদ লাখনউবী	১৮৮৩ খ্রীঃ
১৫	তাওয়ারিখ-ই-আহমাদী	সিরাজুল ইয়াকীন	১৮৮৭ খ্রীঃ
১৬	সাওওয়ানিহ উমরী মুহাম্মদী	মুহাম্মদ শাহ খান	১৮৯৮ খ্রীঃ

আল্লামা শিবলী নোমানীর পরিসংখ্যানুযায়ী, সীরাতের বিভিন্ন বিষয়ে ১৯শ শতকের প্রথম ভাগ থেকে ২০শ শতকের প্রথম যুগ পর্যন্ত পাশ্চাত্য লেখকেরা যেসব বইপত্র লিখেছেন তার সংখ্যা ৩৭। এদের অধিকাংশই অনূদিত হয় উর্দূতে। পাশ্চাত্য লেখক ব্যতিরেকে ভারতের অমুসলিম লেখকেরা যেসব সীরাত গ্রন্থাবলী লিখেছেন সেসবের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী ঃ

ক্রমিক নং	সীরাত গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশের সাল
১৭	সাওয়ানিহ উমরী মুহাম্মদ	লালা রালিয়া রাম গুলাতি	১৮৯২ খ্রীঃ
১৮	হজরত মুহাম্মদ সাহেব বাণী এ-ইসলাম	শ্রদ্ধ প্রকাশ	১৯০৭ খ্রীঃ
১৯	রাসূল-ই-আরবী	জি. এস. দারা	১৯২৪ খ্রীঃ
২০	আরব কা চাঁদ	স্বামী লক্ষ্মণ প্রকাশ	১৯৩৪ খ্রীঃ
২১	হজরত মুহাম্মদ আউর ইসলাম	পণ্ডিত সুন্দরলাল	
২২	হজরত মুহাম্মদ আউর ইসলাম	বাবু কুঞ্জ লাল এম. এ.	
২৩	পয়গম্বর-ই-ইসলাম	রঘুনাথ সহায়	
২৪	হজরত মুহাম্মদ কী সাওয়ানিহ উমরী	প্রফেসর লালপথ রাই নাইয়ার	
২৫	চার মিনার	গোবিন্দ রাম সেথী সাদ	১৯৩৪ খ্রীঃ

১৯০১ এবং ১৯৪৭ সালের মধ্যে লেখা মিলাদ নামা-র সংখ্যা ৭০-এরও বেশী। বিংশ শতাব্দীতে লেখা ১৯৮১ সাল পর্যন্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী ঃ

ক্রমিক নং	সীরাত গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশের সাল
২৬	সীরাত-ই-রাসূল (৬ খণ্ড)	মীর্জা হায়রাত দেহলবী	১৯০২ - ১০
২৭	সীরাত-উন-নবী (৩ খণ্ড)	ফিরোযুদ্দীন দাসকাবী	১৯০৫
২৮	তাযকিবাতুন মুস্তাফা	সাইয়েদ নবাব আলী	১৯০৭
২৯	রহমাতুল-লিল-আলামীন* (৩ খণ্ড)	কাযী মুহাম্মদ সুলাইমান সালমান মনসূরপুরী	১৯১২-১৯৩৩
৩০	নাশ-রুত-তীব ফী যিকরিন নবী-ইল-হাবীব	মাওলানা আশরাফ আলী থানবী	১৯১২
৩১	আফতাব-ই-নবুয়ত	মাওলানা সাইয়েদ আয়ুব আহমদ সবর শাহজাহানপুরী	১৯১৭
৩২	সীরাতুন নবী (৭ খণ্ড)	আল্লামা শিবলী নোমানী ও মাওলানা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী	১৯১৮-১৯৮০
৩৩	সাওয়ানিহ উমরী হজরত রাসূল-ই-করীম	মাওলানা আবু রশীদ মুহাম্মদ আব্দুল আযীয	১৩৩৮ হিঃ ১৯২১ খ্রীঃ
৩৪	খুতবাত-ই-মাদ্রাজ	মাওলানা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী	১৯২৬
৩৫	সাওয়ানিহ খাতিমুল মুরসালীন	মাওলানা আব্দুল হালীম শারার	১৯১৯
৩৬	মুহাম্মদ ঋষি	মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী	১৯২৩
৩৭	মুকাদ্দাস রাসূল	মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী	১৯২৫
৩৮	সীরাত খাতামুল আম্বীয়া	মুফতী মুহাম্মদ শফী	১৯২৫
৩৯	সীরাত খায়রুল বাশার	মাওলানা মুহাম্মদ আলী লাহোরী	১৯২৭ (২য় সংস্করণ)
৪০	উসওয়ায়ে রাসূল	সাইয়েদ আওলাদ হায়দার ফওক বিলগ্রামী	১৯২৫-৩১
৪১	সাওয়ানিহ উমরী হজরত রাসূল-ই-মকবূল	নূর হুসাইন সাবির	১৯২৬ (?)
৪২	হামারে রাসূল	আব্দুল হাই ফারুকী	১৯৩০
৪৩	আমীনা কা লাল	আল্লামা রশীদুল খায়রী	১৯৩০
৪৪	সীরাত খাতামুন নবীইন (৩ খণ্ড)	মীর্যা বশীর আহমদ এম. এ.	১৯৩০-১৯৪৯
৪৫	সীরাতে রাসূলুল্লাহ	প্রফেসর সাইয়েদ নবাবী আলী	১৯৩১

ক্রমিক নং	সীরাত গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশের সাল
৪৬	বালাগ-ই-মুবীন মাকাতীব-ই-সাইয়েদী মুরসালীন	মাওলানা হিফযুর রহমান সেওহারবী	১৯৩২
৪৭	সীরাতে রাসূল-ই-করীম	মাওলানা হিফযুর রহমান সেওহারবী	১৯৩৫
৪৮	আসাহহুস সীয়ার ফী হাদীয়ে খায়রুল বাশার	মাওলানা আবুল বরকত আব্দুর রউফ কাদরী	—
৪৯	খাতিমুন নবীঈন	মাওলানা কাযী মুহাম্মদ তাইয়েব	—
৫০	সরওয়ারে আলম	মাওলানা গোলাম রাসূল মিহর	—
৫১	আনওয়ারে রিসালাত	পীর মুহাম্মদ হাসান	—
৫২	দুনীয়া কা আখিরী পয়গম্বর	মীর্যা হায়রত দেহলবী	—
৫৩	আল-নবী-উল-খাতিম	সাইয়েদ মানাযির আহসান জিলানী	১৯৩৬
৫৪	মুহাম্মদ মুস্তাফা	আনীস যহরা	১৯৩৬
৫৫	সীরাত রাসূল-ই-আরাবী *	নূর বক্‌শ তাওয়াক্কালী	১৯৩৮
৫৬	রাসূল করীম কী সীয়াসী যিন্দেগী	ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ	১৯৩৫-৬৮
৫৭	রহমত-ই-আলম	সাইয়েদ সুলায়মান নদভী	১৯৪০
৫৮	মহবূব-ই-খোদা	চৌধুরী আফযল হক	১৯৪০
৫৯	সীরাতুল মুস্তাফা (২ খণ্ড)	মাওলানা মুহাম্মদ-ইব্রাহীম সিয়ালকোটী	১৯৪১-৪৭
৬০	সীরাতুল মুস্তাফা (৩ খণ্ড)	মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস কানদালভী	১৯৪১ ৪র্থ খণ্ডপ্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে
৬১	নবী-ই-আরাবী (তারিখুল উম্মাহর ১ম খণ্ড)	কাযী যয়নুল আবেদীন	১৯৪২

* সীরাতের ওপর তার অন্যান্য গ্রন্থাবলীও এর অন্তর্ভুক্ত, যেমন ঃ—মেহার নবুয়ত, সাইয়ীদুল বাশার, বাদরুল বুদূর।

ক্রমিক নং	সীরাত গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশের সাল
৬২	আখরী রাসূল	মহিরুল কাদরী	—
৬৩	হামারে নবী	মৌলবী ইসমাইল খান	১৯৪৫
৬৪	আল্লাহ কে রাসূল	শরাফাত হুসাইন রহীমাবাদী	১৯৪৬
৬৫	সীরাত-ই-ফখর-ই-দো আলম	আতাউল্লাহ খান ঢোক্কী	১৯৪৮
৬৬	মিরাজ-ই-ইনসানীয়াত	গোলাম আহমদ পরভেয	১৯৪৯
৬৭	সীরাতে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (৩ খণ্ড)	মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মিয়াঁ	—
৬৮	খুলক্-ই-আযীম	মাওলানা হামিদুল আনসারী গাযী	—
৬৯	সীরাতুন নবী	সীমাব আকবরাবাদী	—
৭০	দুরর্-ই-ইয়াতীম	মহিরুল কাদরী	—
৭১	রিসালাত মাব	রইস আহমদ যাফরী	—
৭২	সীরাত-ই-খুবরা (২ খণ্ড)	আব্দুল কাসিম রফীক দিলওয়ারী	—
৭৩	সীরাত খাতামুন নবীইন	জালালুদ্দীন আহমদ যাফরী	—
৭৪	তাওরাত-ই-মূসভী আউর মুহাম্মদ-ই-আরাবী	বরকাতুল্লাহ (একজন পাদ্রী)	—
৭৫	মুহাম্মদ-ই-আরবী	—	—
৭৬	গাযওয়াতে মুকাদ্দাস	মুহাম্মদ ইনায়েতুল্লাহ ওয়ারসী	—
৭৭	সীরাত-ই-কোরআনীয়া	মুহাম্মদ আজমল খান	১৯৫২
৭৮	সীরাত-ই-নবী পর এক মুহাক্কীকানা নযর (২ খণ্ড)	খলীফা মুহাম্মদ সায়ীদ	—
৭৯	হায়াত-ই-সরওয়ারে কাইয়েনাত (২য় খণ্ড)	মোল্লা ওয়াহিদী	১৯৫৩-৫৭
৮০	হাদীস-ই-দিফা	মেজর জেনারেল মুহাম্মদ আকবর খান	১৯৫৪
৮১	শান-ই-খাতামান নবীইন	কাযী মুহাম্মদ নাযীর	১৯৫৫
৮২	শাহ্কার-ই-নবুয়ত	সাইয়েদ আল-ই-মুয্যাম্মিল পিরযাদা	১৯৫৬

* এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাওয়াক্কালীর অন্যান্য গ্রন্থাবলী, যেমন ঃ—হুলায়াতুন নবী, মিরাজুন নবী মোজিযাতুন নবী, গায্ওয়াতুন নবী ইত্যাদি।

ক্রমিক নং	সীরাত গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশের সাল
৮৩	পয়গম্বর-ই-ইসলাম দূসরোঁ কী নযর মে	খিল্লে আব্বাস আব্বাসী	১৯৫৬
৮৪	আনওয়ার-ই-রাসূল	আব্দুল গফ্ফার খান	১৯৫৬
৮৫	পয়গম্বর-ই-ইসলাম	ড. মুহাম্মদ আসিফ কিদ্ওয়াঈ	১৯৫৭
৮৬	সীরাত-ই-জাবিদানী	খান বাহাদুর মাসূদুয্যামান	১৯৫৭
৮৭	মুকালেমাত-ই-নববী	আবূ ইয়াহিয়া ইমাম খান নূশহারাভী	১৯৫৭
৮৮	খিতাব-ই-কোরআন	সাইয়েদ মুমতায হুসাইন ফাজিল	১৯৫৭
৮৯	রাসূল-ই-খোদা কা দুশমনোঁ সে সুলূক	মাওলানা ইমদাদ সাবরী	১৯৫৭
৯০	মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ	ড. আব্দুল আলীম	১৯৫৮
৯১	রাসূল-ই-কারীম ফী কোরআন-ই-আযীম	পিরযাদা শামসুদ্দীন	১৯৫৯
৯২	আনওয়ারুল হুদা ফী সীরাতিল মুস্তাফা (১মখণ্ড)	ফযল আহমদ	১৯৫৯
৯৩	হায়াত-ই-তাইয়েবা	আবূসালাম মুহাম্মদ আব্দুল হাই	১৯৬০
৯৪	মুহসিন-ই-ইনসানীয়াৎ	নাদীম সিদ্দিকী	১৯৬০
৯৫	শান-ই-রাসূল-ই-আরাবী	সুলতান আহমাদ পিরকোঠী	১৯৬০
৯৬	খুতবাৎ-ই-মাজীদী	মাওলানা আব্দুল মাজীদ দারীয়াবাদী	১৯৬১
৯৭	মুহসিন-ই-আযম	ফকীর ওয়াহীদুদ্দীন	১৯৬১
৯৮	পয়গম্বর-ই-ইনসানীয়াত	মাওলানা শাহ মুহাম্মদ জাফর পুলওয়ারবী	১৯৬১
৯৯	যিকর-ই আফযালুল আম্বীয়া	বেগম সুফী পাশা	১৯৬৪
১০০	সিরাত-ই-সাইয়েদুল বাশার (১ম খণ্ড)	গোলাম রাসূল এম. এম.	১৯৬৪
১০১	রাসূলঃ ময়দান-ই-জঙ্গ মে	সায়েদ ওয়াহিদ রাযভী	১৯৬৬
১০২	মাকালাত-ই-সীরাত	আসীফ কিদওয়াঈ	১৯৬৭
১০৩	সীরাত-ই-তাইয়েবা	কাযী যয়নুল আবেদীন	১৯৬৭
১০৪	মুহসিন-ই-আদা	রফীক দিলওয়ারী	১৯৬৮

ক্রমিক নং	সীরাত গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশের সাল
১০৫	রাসূল-ই-আরাবী আউর আসরে জাদীদ	সাইয়েদ মুহাম্মদ ইসমাঈল	১৯৬৮
১০৬	মুহাম্মদ-ই-আরাবী	মাওলানা ইনায়াতুল্লাহ সুবহানী	১৯৬৮
১০৭	রাসূল-ই-রহমত	গোলাম রাসূল মিহর	১৯৭০
১০৮	মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহঃ গায়ের মুসলিমোঁ কী নযর মে	মুহাম্মদ হানিফ ইয়াযদানী	১৯৭০
১০৯	জামিউস সিফাত *	সাইয়েদ মুহাম্মদ ওয়াহিদ রাযভী	১৯৭০
১১০	আল যিকরুল হাসীন ফী সিরাতিন নবী-ইল-আমীন	মাওলানা শফী ওকারভী	১৯৭০
১১১	যিকর-ই-জামিল	মুহাম্মদ শফী ওকারভী	১৯৭১
১১২	রয়ূফুর রহীম	হামিদুল্লাহ মাহির দেহলভী	১৯৭২
১১৩	সরওয়ারে কাওনায়ীন ঃ আগাইর কী নযর মে	বাসীর আহমদ সায়ীদ	১৯৭২
১১৪	তাযকার-ই-মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ	হাকীম মুহাম্মাদ সায়ীদ	১৯৭২
১১৫	হায়াত-ই-রিসালাত মাব	রাজা মুহাম্মদ শরীফ	১৯৭২
১১৬	ইনসান-ই-কামিল	খালিদ আলভী	১৯৭৪
১১৭	ইনসান-ই-কামিল	মুহাম্মদ মুনীর কুরাইশী	১৯৭৪
১১৮	সাইয়েদুল কাওনায়ীন	মুহাম্মদ সাদিক সিয়ালকোটী	১৯৭৫
১১৯	জামিল-ই-মুস্তাফা	মুহাম্মদ সাদিক সিয়ালকোটী	১৯৭৪
১২০	যিকর-ই-রাসূল	কওসর নিয়াযী	১৯৭৫
১২১	আনওয়ারুল মুহাম্মাদীয়া ফী সিরাতিল মুস্তাফাইয়া (১ম খণ্ড)	যিয়াউল্লাহ কাদরী	১৯৭৫
১২২	তানভীরুল আনওয়ার ফী তারিখ-ই-সাইয়েদিল আবরার	আখতার হুসেন	১৯৭৫
১২৩	হাদী-ই-কাওনীয়ান	মুহাম্মদ ঈসমাইল যাফরাবাদী	১৯৭৫
১২৪	উসওয়া-ই-রাসূল	ফযলুর রহমান ধরমকোঠী	১৯৭৫
১২৫	সাইয়েদুল মুরসালীন	পরভেয সায়ীদ আখতার	১৯৭৫
১২৬	উসওয়া-ই-রাসূল-ই আকরম	ড. মুহাম্মদ আব্দুল হাই	১৯৭৫
১২৭	আয়ীনা-ই-নবুয়ত	মুহাম্মদ মুনীর সিয়ালকোটী	১৯৭৫
১২৮	রাসূল-ই-আকরম-কী সিয়াসত-ই-খারিজা	মুহাম্মদ সিদ্দীক কুরাইশী	১৯৭৭

ক্রমিক নং	সীরাত গ্রন্থ	লেখক	প্রকাশের সাল
১২৯	মকতুবাত-ই-নববী	সাইয়েদ মহবুব রাযভী	১৯৭৭
১৩০	তিব্ব-ই-নববী	হাফিয ইকরামুদ্দীন ওয়াইয	১৯৭৭
১৩১	কায়েদ-ই-ইনসানীয়াত	সলিম আহমদ ফারুকী	১৯৭৭
১৩২	পাইকর-ই-মুসলসল	সাইয়েদ মাহমূদ শাহ বুখারী	১৯৭৭
১৩৩	জামিল-ই-মুস্তাফা	আব্দুল আযীয উরফী	১৯৭৭
১৩৪	সীরাত-ই-সরওয়ার -ই-আলম	মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মাওদূদী	১৯৭৭
১৩৫	পয়গম্বর-ই-আযম-ওয়াআখির	ড. নাসির আহমদ নাসির	১৯৭৭
১৩৬	সীরাত-ই-মুস্তাফা	যাহির শাহ জামাল কাদরী	১৯৭৯
১৩৭	সীরাতুন নবী	আব্দুল মাজীদ সিদ্দীকী	১৯৭৯
১৩৮	মুহাম্মদ: আল-মুযযাম্মিল আল-মুদাসসির	আগা আশরফ	১৯৭৯
১৩৯	হায়াত-ই-রাসূল	লে. কল. ড. মুহাম্মদ আইয়ুব	১৯৭৯
১৪০	উসওয়া-ই-হুসনা	আলতাফ পরওয়ায	১৯৭৯
১৪১	রাসূল-ই-আকরম	কাযী নবাব আলী	১৯৭৯
১৪২	রহমাতুল্লিল আলামীন	উবায়দুল্লাহ কাদরী	১৯৭৯
১৪৩	সাইয়েদুল আরব	মাহমূদ রাযভী	১৯৭৯
১৪৪	দায়ী-ই-আযম	মাওলানা মুহাম্মদ ইউসূফ ইসলাহী	১৯৮০
১৪৫	মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (৩ খণ্ড)	আলী আসগর চৌধুরী	১৯৮০
১৪৬	সীরাত-ই-তাইয়েবা (২ খণ্ড)	গোলাম রব্বানী আযীয	১৯৮০
১৪৭	সীরাতুর রাসূল (১ম খণ্ড)	মাওলানা আসাদুল কাদরী	১৯৮১
১৪৮	সীরাত-ই-মুস্তাফা	আব্দুল মুস্তাফা আযমী	১৯৮১
১৪৯	উসওয়ায়ে হাসানা ঃ কোরআন কী রোশনী মে	মুহাম্মদ শরীফ কাযী	১৯৮১
১৫০	রাসূল-ই-আকরম কী জঙ্গী স্কীম	আব্দুল বারী এম. এ.	—
১৫১	রাসূল-ই-আকরম কী-হিকমত-ই-ইনকিলাব	সাইয়েদ আসাদ জিলানী	১৯৮১

* এর অন্তর্ভুক্ত লেখকের অন্য দুটি গ্রন্থ ঃ মকামে মুস্তাফা এবং দীন-ই-মুস্তাফা (১৯৭৭)

ক্রমিক নং	সীরাত	লেখক	ভাষা
৪	দালাইলুল ঈমান	মাওলানা শাহআলী সাজ্জাদ ফুলওয়ারী (১১৯৯-১২৭১ হিঃ)	ফার্সী
৫	রিসালা দার তারীকাল যিয়ারাতে রওযুল আনওয়ার	মাওলানা কুতবুল আওলিয়া ফুলওয়ারী (১২২৬-১২৭২ হিঃ)	উর্দূ
৬	কিতাবে ওয়াকীয়াতে মিরাজ	—	ফার্সী
৭	কিতাবে মওলূদ	—	উর্দূ
৮	ওয়াফাত নামা পায়গম্বর	—	ফার্সী
৯	মিরাজ নামা	—	উর্দূ
১০	মওলূদে বাশীর	—	উর্দূ
১১	রাইহাতুল খুলূদ আহওয়ালে	মিরাজ—	উর্দূ
১২	আহওয়ালে ওয়ালাদাতে নববী	কাল্‌ব হাসান খান	ফার্সী

খানকাহ মুনীমীয়া গ্রন্থাগার

উর্দূ সীরাত

(সংক্ষিপ্ত তালিকা)

ক্রমিক নং	সীরাত	লেখক	প্রকাশ স্থল
১	যিকর-ই-মদীনা	অধ্যাপক আব্দুল মান্নান বেদিল	—
২	রিয়ায-উল-আযহার ফী আহওয়াল-ই-সাইয়েদীল আবরার (১২৮৪ হিঃ)	মাওলানা ওয়াজিহুদ্দীন মুহাম্মদ রাযভী মৌলভী	লাখনৌ
৩	তাফহীহুল আযকীয়া (২ খণ্ড, ১৩৩১ হিঃ)	মাওলানা আবুল মুহসিন হাসান কাকবী (ই : ১৩০১ হি)	লাখনৌ
৪	মানহাযুন নবুওয়া (২ খণ্ড, ১৯০৬ খ্রীঃ)	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী	লাখনৌ
৫	যহুর-ই-রহমাতুল লিল আলামীন	মাওলানা আব্দুল হাই মুজীবী	—
৬	সীরাত-ই-রাসূল	মৌলভী সাব্বির হাসান চিশতী	—
৭	আশরাফুত তাওয়ারীখ (৩ খণ্ড)	মাওলানা সাইয়েদ শাহ আকবর আবুল আলাথী দানাপুরী	—

তালিকা প্রণয়নে ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আমীনুল্লাহ, ফুলওয়ারী, পাটনা

ক্রমিক নং	সীরাত	লেখক	প্রকাশ স্থল
৮	রহমাতুল লিল-আলামীন (৩ খণ্ড)	কাযী মুহাম্মদ সুলাইমান সালমান মনসুরপুরী	—
৯	তাযকিরাতুল মুস্তাফা (১৯১৫ খ্রীঃ)	মৌলভী সাইয়েদ নওয়াব আলী রাযভী নিউতানবী	আলীগড়
১০	তাযদার-ই-হারাম (১৯৭২)	রশীদুল কাদরী, বাসারাখপুরী	—
১১	শাওয়াহিদুন নবুওয়া (১৯৭৫)	মাওলানা জামিল তরজমা ঃ বাশীর হুসাইন নাযিম	— —
১২	সামাইল-ই-রাসূল (১৯৭৬ খ্রীঃ)	আল্লামা ইউসুফ নাবাহানী তরজমা ঃ মুহাম্মদ মীয়া সিদ্দীকী	এলাহাবাদ
১৩	ওয়াহ নবী (১৯৬৬ খ্রীঃ)	মাইল মালিহাবাদী	ন্যাশনাল আর্ট প্রেস. এলাহাবাদ
১৪	হায়াতে সরওয়ারে কাইনাত (২ খণ্ড, ১৯৫৭)	মোল্লাহ ওয়াহিদী	দিল্লী
১৫	জামাল-ই-মুহাম্মদী	মাওলানা আব্দুর রশীদ রানী সাগারী	পাটনা
১৬	সীরাতুল মুস্তাফা (১৯৭৯)	মাওলানা আব্দুল মুস্তাফা আযমী	এলাহাবাদ
১৭	আহদে নববী কে ময়দানে জঙ্গ	ড. হামিদুল্লাহ	নামী প্রেস এলাহাবাদ
১৮	পয়গম্বর-ই-আযম ওয়া আখির (১৯৮৪)	ড. নাসির আহমদ নাসীর	—.
১৯	গুম্বদে খাযরা	এম. ইয়াসিন আখতার মিমবাহী	—
২০	তারীখু মুখতাসার ফী আহওয়াল ফী মুবাশ্‌শির (১৮৪৮)	মাতবা দারুল উলূম, দিল্লী	—
২১	উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম (১৯৮৮)	ড. আব্দুল হাই	করাচী

ফার্সী পাণ্ডুলিপি

১	জাযবুল কূলূব হা দিয়ারিল মেহবূব	
২	মাতালিউল আনওয়ার ফী মারফাতিল আসরার ওয়া তরজামাতিল আখবার	

তালিকা রূপায়ণে ঃ আতা খুরশিদ

রাজা গ্রন্থাগার

রামপুর

ফার্সী সীরাত

(সংক্ষিপ্ত তালিকা)

ক্রমিক নং	সীরাত	লেখক	প্রকাশের সাল
১	পয়গম্বরে ইসলাম	আবূ আবদুল্লাহ যানজানী	১৩৫৫ হিঃ
২	রাওয়াইহুল মুস্তাফা	সদরুদ্দীন বোহারী	১৩০৭ হিঃ
৩	রওযাতুল আহবাব (১-৩ খণ্ড)	আতাউল্লাহ নিশাপুরী	১৩১০ হিঃ
৪	সরুরুল মাহযুন	শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী	১২৬৭ হিঃ
৫	আজাইবুল আউর কিসাস কিসাসুল আম্বীয়া	আব্দুল ওয়াহীদ	১২৮৪ হিঃ
৬	মাদারিজুন নবুওয়াহ (১-২)	শাহ আব্দুল হক দেহলভী	১২৬৯ হিঃ
৭	নসব নামা-ই-রাসূলুল্লাহ	—	১২৬৩ হিঃ
৮	তাজাল্লী	রফীউদ্দীন খান মোরাদাবাদী	১৩২০ হিঃ
৯	শাওয়াহিদুন নবুওয়াহ	নূরুদ্দীন আব্দুর রহমান জামী	১৮৯২ খ্রীঃ
১০	পায়াম্বার	যয়নুল আবেদীন বহনুমা	—
১১	মওলিদ শরীফ	মাশূকে আলী জৌনপুরী	১২৬৩ হিঃ
১২	তাবসারা-ই-হক-নুমা	আব্দুল গফফর	১২৮৪ হিঃ
১৩	তাযকিরা-ই-শাক্কুল কামার	নাজাফ আলী খান	—
১৪	কাসীদা-ই-উযমা	আমীনুল্লাহ আযীমাবাদী	১৩০৩ হিঃ

হিন্দী সীরাত

১.	জানব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ কা জীবন চরিত্র	মালাক গোলাম সরওয়ার খান পাঞ্জাবী	১৯৩৪ খ্রীঃ

তালিকা প্রণয়নে ঃ

শা'য়িরুল্লাহ খান, রাজা লাইব্রেরী, রামপুর

হায়দারাবাদের সালার জঙ্গ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সীরাত গ্রন্থাবলী

ড. রহমত আলী খান

লেখক সালার জঙ্গ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের সংরক্ষক

হায়দরাবাদের সালার জঙ্গ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে আরবী, ফার্সী, তুর্কী এবং উর্দূ ভাষায় প্রায় ১০,০০০ পাণ্ডুলিপি এবং এর মধ্যে প্রায় ৩,০০০ পাণ্ডুলিপি দুষ্প্রাপ্য। শুধুমাত্র কোরআনের ওপরেই রয়েছে ৩৬৪ টি কপি বিভিন্ন হস্তাক্ষরে। তেমনি ইসলামী ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে রয়েছে শত শত পাণ্ডুলিপি।

এই প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র উল্লেখ করার চেষ্টা করব পাক ভারতে সংকলিত পাক নবীর (সা) জীবনচরিত বিষয়ক পাণ্ডুলিপি।

আমাদের সংগ্রহে সীরাতের ওপর প্রথম ফার্সী পাণ্ডুলিপি হল আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর (ইং-১০৫২হিঃ/১৬৪২ খ্রীঃ) *মাদারিজ-উন-নবুয়ত*। পাক নবীর (সা) জীবনের ওপর এটা একটা বৃহৎ জীবনচরিতমূলক সংকলন। আমাদের কাছে রয়েছে দ্বিতীয় অংশ যা প্রস্তুত করা হয়েছে ১২শ (হিঃ) / ১৮শ (খ্রীঃ) শতকে ৪০১ ফলিওতে (পাতা)। এটা মুদ্রিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। মহানবীর (সা) ব্যক্তিগত চেহারা সংক্রান্ত পরবর্তী পাণ্ডুলিপি (যা এই গ্রন্থাগারে রয়েছে) *হুলীয়া-জান্নীয়া-ই-হজরত* শিরোনামে একই লেখক কতৃক সংকলিত হয়।

ইমামগণ, পাক নবী (সা) ও তাঁর কন্যা হজরত ফাতিমার (রা) ওপর একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক সংগ্রহ *সাফীনা-ই-আহলে বায়ত* লেখেন জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখক বিজাপুরের দ্বিতীয় আলী আদিলশাহের (১০৭৯ হিঃ/১৬৬৮ খ্রীঃ) জন্য। শীয়া দৃষ্টিকোন থেকে এই গ্রন্থটি একটি ইসলামের ইতিহাস। এটা প্রস্তুত সুন্দর প্রতিলিপিতে। বলা যেতে পারে এটা সমসাময়িক কালের কপি, সুতরাং দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ।

আরবীতে লেখা *সীরাত-ই-হালাবীয়া* (নূরুল উইউন) আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ এবং ওয়ালীউল্লাহ বিন আব্দুর রহীম দেহলভী (ইং ১১৪৮ হিঃ/১৭৭২ খ্রীঃ) কতৃক *সুরুর-উল - মাহযুন* শিরোনামে অনূদিত হয় ফার্সীতে। যদিও এই গ্রন্থ মহানবীর (সা) অনূদিত জীবনচরিত তবুও অনুবাদক মূল গ্রন্থকে পরিমার্জিত করেছেন দূর্বল হাদীসভিত্তিক অংশকে ছাঁটাই করে।

আমাদের কপিতে অন্তর্ভূক্ত ১৯ টি ফলিও প্রস্তুত করা হয় ১৩শ হিঃ/১৯শ খ্রীঃ শতাব্দীতে। এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে অনেক আগে। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *নূরুল আবসার* সংকলিত করেন সিবগাতুল্লাহ মাদরাসী। ১২শ হিঃ/১৮ খ্রীঃ শতকের প্রথমভাগে। কুরনুলের নবাব মুহাম্মদ মুনাওয়ার খানের জন্য। কিন্তু আমাদের কাছে আছে কেবলমাত্র প্রথম খণ্ড যাতে রয়েছে

মহানবীর (সা) পবিত্র জীবনের সার্বিক বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁর জন্ম থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত ঘটনাবলী। মোট ফোলিও সংখ্যা ১০৭। এর প্রতিলিপি প্রস্তুত করা হয় ১২৯৩ হিঃ/১৮৭৬ খ্রীঃ সালে।

নিহাইয়াতুস সূউল হুসাইন বিন আলীর (রা) জীবনীগ্রন্থ। সুন্নী স্টাইলভিত্তিক এই গ্রন্থ রচনা করেন আব্দুল ওয়াহাব আরকাটী কর্ণাটকের নবাবের জন্য। এতে অন্তর্ভুক্ত ৮১টি ফোলিও যার তারিখ ১২৩৫ হিঃ/১৮২০ খ্রীঃ। এ গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয়েছে। মুহাম্মদ (সা), তাঁর কন্যা এবং ইমামদের ওপর লেখা আরো একটি গ্রন্থ *নূরুল আবসার*। শীয়া মতবাদভিত্তিক এ গ্রন্থটির লেখক মুহাম্মদ আলী আল-হুসাইনী। এতে রয়েছে ১৫১ টি ফোলিও এবং এর প্রতিলিপি প্রস্তুত করা হয় ১২২২ হিঃ/১৮০৭ খ্রীঃ সালে। ১২৭ ফোলিওতে ১৩ শ হিঃ/১৯শ খ্রীঃ শতকের কোনো একসময়ে সুন্নী মতাদর্শভিত্তিক সাইয়েদ আব্দুল ওয়াহাব আল-হুসাইনীর সংকলিত আনওয়ারে মুহাম্মদী পাক নবীর (সা) একটি জীবনচরিত।

শীয়া ইমামগণ

অনুরূপভাবে ভারতে লিখিত *ওয়াফাতনামায়* মহানবীর (সা) জীবনের অন্তিম দিনসমূহ এবং ইন্তেকাল বর্ণিত হয়েছে। সীরাত, শীয়া ইমামগণ এবং হাদীস ইত্যাদি বিষয়ক *লামাত-ই-আখবারাত*-এর প্রতিলিপি প্রস্তুত করা হয় ১১০৬ হিঃ/১৬৯৫ খ্রীঃ শতকে হায়দারাবাদে, এ সময় থেকে ভারতে সংকলিত একমাত্র গ্রন্থ হতে পারে।

জনৈক আব্দুল্লাহর লেখা *রাদুয়াত* পাক নবীর (সা) জীবনকাহিনীর ওপর একটি সংক্ষিপ্ত হাদীস গ্রন্থ। বিখ্যাত নূর, নবী মুহাম্মদের জন্মভূমি, ওহী, মিরাজ, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত, বিদায় হজ্জ, মোজেযা এবং পাক নবীর (সা) ব্যক্তিগত চেহারার বর্ণনা এতে রয়েছে। সংক্ষিপ্ত ২৪ পাতার প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন কেরাম মুহাম্মদ বিলগ্রামী ১১২১ হিঃ / ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে।

আরবীতে সীরাতের ওপর প্রথম ও সবচেয়ে আগের পাণ্ডুলিপি, যা সংকলিত ভারতে, হল *কাওল ফাদাইল* যা প্রকৃতপক্ষে আবূ ঈসা মুহাম্মদ আল তিরমিযীর বিখ্যাত গ্রন্থ *শামায়িল-উন-নবী*-র ভাষ্য। নূর বিন মুহাম্মদ আলকাসাফী এবং নুমানী হলেন এর ভাষ্যকার যারা এটা সংকলিত করেন গুজরাটের আবুল ফাত মুযাফফার শাহের (১৩৯১-১৪১১ খ্রীঃ) উদ্দেশে। ৬০ ফোলিও বিশিষ্ট আমাদের কপিটি অসম্পূর্ণ যার প্রতিলিপি প্রস্তুত হয় ১০ম হিঃ/১৬শ খ্রীঃ শতকের কোনো একসময়ে। এটি অবশ্যই একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। পাক নবীর (সা) চেহারা সংক্রান্ত ১০৮৬ হিঃ/১৬৭৫ খ্রীঃ সালে রচিত মুহাম্মদ বাকিরের *লামাতুল আনওয়ার* একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা যা উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলীর ওপর ভিত্তি করে রচিত একটি ভারতীয় রচনা হতে পারে কিন্তু বিশ্বনবীর মোজেযা ও গুণাবলী সংক্রান্ত গ্রন্থ আবূবকর ফাইদ বিন মুহাম্মদ লাহোরীর *ফাওয়াইদ* অবশ্যই একটি ভারতীয় রচনা। এই গ্রন্থ মাকদম-ই-ঝানীয়ান সাইয়েদ জালাল বুখারীর ১৪শ খ্রীঃ শতকে লেখা *ফাওয়াইদ-ই-জালালীয়া*-র ওপর ভিত্তি করে রচিত। আমাদের কপির প্রতিলিপি প্রস্তুত হয় ১২শ হিঃ/১৮ খ্রীঃ শতকে।

জামাই উল মুজিযাত পবিত্র নবীর (সা) মুজিযা সংক্রান্ত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। ৮১ ফোলিওতে ১০৮৪ হিঃ/১৬৭৩ খ্রীঃ সালে এই পুস্তিকা রচনা করেন শায়খ মুহাম্মদ আল ওয়াইয কিন্তু আমাদের কপি শেষাংশে অসম্পূর্ণ।

পুস্তিকা

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা হল *নাযমুদ-দুরার ওয়াল মারজান*। পবিত্র নবীর (সা) জীবন, মোজেযা, গুণাবলী, ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে এতে আলোচনা করা হয়েছে। ১৪৬ ফোলিওর এই গ্রন্থটি লেখেন আওহাদুদ্দিন মীর্যা খান আল-বার্কী আল-জলন্ধরী। আমাদের কপিটির প্রতিলিপি প্রস্তুত হয় ১৩শ হিঃ/১৯শ খ্রীঃ সালে। গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছে ইতিমধ্যেই।

অনুরূপভাবে অজ্ঞাতনামা লেখকদের রচনা *কাশফুন নূর, শাজারাতুন নবী, সিফাতুন নবী* এবং *ওয়াফাতুন নবী* ভারতে ১৩শ হিঃ/১৯শ খ্রীঃ শতকে রচিত হতে পারে। এটাও উল্লেখ করা খুবই চিত্তাকর্ষক ব্যাপার যে আমাদের কাছে (গ্রন্থাগারে) এমন অনেক পাণ্ডুলিপি আছে যেসব সংকলিত আরব অথবা ইরানে কিন্তু এদের প্রতিলিপি প্রস্তুত হয়েছে ভারতে।

উর্দু বিভাগে বিশ্বনবীর (সা) জীবনচক্রের নানান বিষয় সংক্রান্ত *ডেকানী* ও উর্দু পাণ্ডুলিপি আমাদের এখানে রয়েছে। (এই বিভাগে) প্রথম গ্রন্থ সাইয়েদ বুলাকীর রচিত *মীরাজ নামা*। সাইয়েদ বুলাকী ছিলেন ১১শ হিঃ/১৭শ খ্রীঃ শতকে হায়দারাবাদের কুতবশাহী যুগের কবি। *ডেকানী* ভাষাসমূহে এর বেশকিছু কপি যেমন রয়েছে আমাদের কাছে, তেমনি রয়েছে হায়দারাবাদের অন্যান্য গ্রন্থাগারেও। মহানবীর (সা) উর্ধ্বলোকে যাওয়ার ঘটনা এতে রয়েছে গল্পাকারে।

মৌলূদনামা

অনুরূপভাবে, আর একটি *ডেকানী* গ্রন্থ *মিরাজনামা* জনৈক মুখতারের লেখা ১১শ হিঃ/১৭শ খ্রীঃ শতকের শেষের দিকে আদিলশাহী যুগে। তিনি বিজাপুরের কবি। মুখতারের আর একটি পুস্তিকা মৌলূদনামা শেষনবীর (সা) জন্ম ও আবির্ভাব সংক্রান্ত একটি কাব্যগ্রন্থ। *মুফিদুল ইয়াকীন* শিরোনামে আর একটি *মৌলূদনামা* এখানে রয়েছে যার রচয়িতা ফাত্তাহী যিনি ১১শ হিঃ/১৭শ খ্রীঃ শতকের কুতবশাহী যুগের *ডেকানী* কবি। এতে রয়েছে নবী মুহাম্মদের (সা) জন্মবৃত্তান্ত, *নূর-ই-মুহাম্মদ*, মোজেযা ও সীরাত সংক্রান্ত বিষয়াদি। এই কবিই রচনা করেন *মিরাজনামা* যেটাও রয়েছে আমাদের কাছে। কবিতায় আরো একটি পুস্তিকা রয়েছে যার বিষয়বস্তু নবী মুহাম্মদের (সা) আবির্ভাব সংক্রান্ত বৃত্তান্ত। এই পুস্তিকাটির নাম *শামাইলুন নবী*, কিন্তু এর লেখকের নাম জানা যায়নি। এটি আজকালকার *নূরনামা*-র চরিত্রের। অন্য একটি *শামাইল নবী* রচনা করেন মুহাম্মদ তারীন যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে মহীশূরে টিপু সুলতানের দরবারে যুক্ত থাকতে পারেন। তারীনের বর্ণনা পশতু[১] থেকে। কবির আর একটি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ হল *নূরনামা* যার বিষয়বস্তু *নূর-ই-মুহাম্মদী*।

তাওয়াল্লুদ নামা ওয়া ওয়াফাত নামা পাক নবীর (সা) জন্ম ও ইন্তেকাল সম্পর্কীয় এবং ১৪ জন ইমামের মৃত্যুর তারীখ সংক্রান্ত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পরবর্তী নূরনামা রচনা করেন জনৈক ইনায়েত শাহ যিনি এটাকে ফার্সী থেকে ডেকানীতে অনুবাদ করেন ১২শ/১৮শ শতকের

---

১. পশতু ঃ আফগানিস্তানের সাধারণ জনগণের ভাষা। একে ফার্সী ভাষারই একটি সাব-ডায়ালেক্ট বলা যেতে পারে— সম্পাদক

মাঝামাঝি সময়ে, কিন্তু সীরাতের ওপর প্রথম উর্দু পাণ্ডুলিপি *বাগাতনামা* অর্থাৎ *ওয়াফাতনামা*, কাব্যে পবিত্র নবীর (সা) ইন্তেকাল সম্পর্কীয় বিষয়। এর কবি হলেন জনৈক আলী বখ্‌শ দারীয়া। তিনি ১২শ হিঃ/১৮শ খ্রীঃ শতকে সমৃদ্ধি লাভ করেন।

হাশ্‌ত বিহিশ্‌ত

পরবর্তী পাণ্ডুলিপি ওয়াফাতনামা-ই-নবী রচনা করেন মীর ওয়ালী ফাইয়াদ ভেলারী ১২শ হিঃ/১৮শ খ্রীঃ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। বিখ্যাত লেখক ও কবি আরকটের বাকির আগাহর *হাশ্‌ত বিহিশ্‌ত* একমাত্র বড় পাণ্ডুলিপি। এর মুখবন্ধ লেখা গদ্যে এবং যেহেতু পাণ্ডুলিপি আটভাগে বিভক্ত সেজন্য অভিহিত করা হয়েছে উপরোক্ত নামে। এতে শেষনবীর সমগ্র জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের কপির প্রতিলিপি প্রস্তুত হয় ১২৫৪ হিঃ/১৮৩৮ খ্রীঃ সালে। গ্রন্থটি মুদ্রিত হয় বহুবার।

ইজায-ই-মুহাম্মদী হল পাক নবীর (সা) সমগ্র জীবন ও মোজেযার ওপর কয়েকটি ভাগে বিভক্ত পরবর্তী পাণ্ডুলিপি। এর রচয়িতা সাইয়েদ নাওয়াযিশ আলী খান শায়দা হায়দারাবাদী যিনি ১৩শ হিঃ/১৯শ খ্রীঃ শতকের প্রথমভাগের লোক ছিলেন। আমাদের কপির প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন ইলাহী বখ্‌শ ১২৬৫ হিঃ/১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে।

অন্যান্য পাণ্ডুলিপি নিচে উল্লেখিত হল ঃ

১. মীরাজ নামা ঃ কাডপার (অ.প্র.) শাহ কামাল, ১২শ হিঃ/১৮শ খ্রীঃ শতক।
২. ওয়াফাত নামা ঃ দাক্ষিণাত্যের সুয, ১৩শ হিঃ/১৯শ খ্রীঃ শতক
৩. ওয়াফাতনামা ঃ আফশাহী, ১৩শ হিঃ/১৯শ খ্রীঃ শতক
৪. তায়াল্লুদ নামা ঃ দাক্ষিণাত্যের সুয, ১৩শ হিঃ/১৯শ খ্রীঃ শতক
৫. মৌলূদ-উন-নবী ঃ দাক্ষিণাত্যের কাসিম, ১৩শ হিঃ/১৯শ খ্রীঃ শতক
৬. ওয়াফাতনামা ঃ রাহাত
৭. মাদীনাত-উল-আনওয়ার ঃ আরকটের আইযুদ্দীন নামী, ১৩শ হিঃ/১৯শ খ্রীঃ শতক।
৮. সারমাইয়া-ই-নাজাত ঃ মাসূম আলী বেদার, ১৩শ/১৯শ শতক
৯. রাহান-ই-মীরাজ ঃ লাখনৌয়ের দামীর, ১৩শ হিঃ/১৯ খ্রীঃ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে।
১০. রওদাত-উল-আনওয়ার ঃ দিল্লীর তাজাল্লী, ১৩শ হিঃ/১৯শ খ্রীঃ শতকের মাঝামাঝি সময়ে।
১১. রীয়াদ-উস-সীয়ার ঃ গোলাম মুহাম্মদ হাসরত ১৩শ হিঃ/১৯শ খ্রীঃ শতকের মাঝামাঝি।
১২. মুনতায-উত-তাফসীর ঃ দাক্ষিণাত্যের আমীরুদ্দীন হুসেন খান, ১৩শ হিঃ/১৯শ খ্রীঃ শতাকের মাঝামাঝি
১৩. রিসালা-ই-মৌলূদ ঃ ফাদাল রাসূল; ১৩শ হিঃ/১৯শ খ্রীঃ শতকের কাঝামাঝি।
১৪. নুসরত-উল-ইসলাম ঃ ফাদাল রাসূল, ১৩শ হিঃ/১৯শ খ্রীঃ শতক।

সালার জঙ্গ গ্রন্থাগারে মহানবীর সীরাত গ্রন্থাবলী

(উর্দূ)

ক্রমিক নং	ক্যাটালগ নং	সীরাত	লেখক	প্রেস
১	৬৫৩৩	আনওয়ার-ই-আহমাদী (১৩৩৩ হি.)	মুহাম্মদ আনওয়ার উল্লাহ্ খান	হায়দারাবাদ
২	৬৫৩৪	পয়গম্বর-ই-সাহরা	খালিদ লতিফ গৌবা	
৩	৬৫৪০	তাওয়ারীখ হাবীব-ই-ল্লাহ্	মতবা নিযামী, কানপুর	
৪	৬৫৪৩	তাশবীর-ই-নূর	আযীয জঙ্গ	আযীমুল মাতাবে হায়দারাবাদ
৫	৬৫৪৫	তাজদার-ই-দো আলম (১৯৪৬ খ্রী)	আব্দুল রহমান	আযম স্টিম প্রেস
৬	৬৫৪৮	খাতাম-আল-নবীইন খণ্ড ১ (১৯২০ খ্রী.)	মীর্যা বশীর আহমদ	মাতবা কারীমী লাহোর
৭	৬৫৫৩	যিকরা (১৯২৫ খ্রী.)	আবুল কালাম আযাদ	ফয়েযে আম, আলীগড়
৮	৬৫৫৪	যিকর-ই-মুবারক (১৯২০ খ্রী.)	ময়মূনা সুলতানা শাহবানূ	মাতবা ইলাহী আগ্রা
৯	৬৫৫৫	যিকর-ই-নবী (সা) (১৩৫৪ হি.)	নাসিরুদ্দীন হাশমী	আযাম স্টিম প্রেস
১০	৬৫৬১	সীরাতুন নবী (৬ খণ্ড) (১৩১৮ হি.)	শিবলী নোমানী	নামী প্রেস কানপুর
১১	৬৫৬৯	সীরাত-ই-মুহাম্মদীয়া	মীর্যা হায়রাত দেহলবী	মাতবা জীবন প্রকাশ
১২	৬৫৭৬	সীরাত-ই-নববী আউর মুশতাশরিকীন (১৮৩০ খ্রী.)	আব্দুল আলীম হায়রাবী	মারীফ আযমগড়

ক্রমিক নং	ক্যাটালগ নং	সীরাত	লেখক	প্রেস
১৩	৬৫৭৭	সাওয়ানীহ উমরী রাসূল ই-মাকবূল (১৩০৭ খ্রী.)	এস. ইকবাল আলী খান	নওয়াল কিশোর লাহোর
১৪	৬৫৭৮	সীরাত জনাব রিসালাত মাব (১৩২২ হি.)	ড. আযীযুদ্দীন	মাতবা আখতার ই-ডেকান হায়দারাবাদ
১৫	৬৫৮৫	শামাইলুর রাসূল (১৩১৭ হি.)	এম. আব্দুল জব্বার খান	মুফীদ-ই-আম আগ্রা
১৬	৬৫৮২	সরওয়ার-ই-কাইয়ীনাত (১৯৩০ খ্রী.)	আমীর আলী	এক্সপার্ট লিথো লাহোর
১৭	৬৫৯০	কুররাতুল উইয়ুন (৬ খণ্ড) (১২৯৫ হি.)	এম. আব্দুল জব্বার খান	মুফীদ-ই-আম আগ্রা
১৮	৬৫৯৬	মানহাজুন নবুওয়া	খোয়াজা আব্দুল মাজীদ	নাওয়াল কিশোর কানপুর
১৯	৬৬০২	মজলিস মীলাদুন নবী (১৩৪৭ হি.)	এম. শামসুদ্দীন	শামসুল ইসলাম হায়দারাবাদ
২০	৬৬১২	সাওয়ানিহ উমরী মুহাম্মদ (সা) (১৩১৬ হি.)	মুহাম্মদ শাহ খান	মাতবা সিতারা হিন্দ, আগ্রা
২১	৬৬১৯	খাইয়াবান-ই-আফরীনাশ (১৩০৫ হি.)	আমীর আহমদ আমীর (মীনাই)	মেহবূব প্রেস হায়দারাবাদ
২২	৬৬২২	মৌলূদ শরীফ (১৮১৬ খ্রী.)	গোলাম ইমাম শাহীদ	মাতবা ইলাহী
২৩	৬৬২৭	হাশত বিহিশত (১৩০৮ হি.)	বাকির আগাহ	মাতবা নিযামী মাদ্রাজ

ক্রমিক নং	ক্যাটালগ নং	সীরাত	লেখক	প্রেস
২৪	৬৬৪১	তানকীদুল কালাম ফী আহওয়াল-ই-শারায়ে-ইল ইসলাম (১৮৫৫ খ্রী.)	তরজমা: এস. আবুল হাসান	মাতবা জাফরী লাখনৌ
২৫	৯৯১৮	দুররে ইয়াতীম: হালাত জনাব রাসূল-ই-কারীম	মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্	মাতবা হিজাবী বোম্বাই
২৬	৬৬৩৭	সরাপা আয়ীনা (১৩২১ হি.)	এম. ইয়াকুব আলী সুখানওয়ার	মাতবা শামসুল ইসলাম হায়দারাবাদ
২৭	৬৬৪৭	হাদী-ই-আলম (১৯৩০ খ্রী.)	কাযী আব্দুল মাজীদ	লাহোর
২৮	৬৬৫১	মানযুম মীলাদ শরীফ (১৩০০ হি.)	মীর মুহাম্মদ সুলতান আকীল দেহলভী	মাতবা হাজার দস্তান
২৯	৮৮৭৬	হাদী-ই-আলম (১৯৩০ খ্রী.)	মুহাম্মদ আজমল খান	জমিয়ত প্রেস দিল্লী
৩০	৬৫৮৩	সীরাত-ই-নববী (১৯৩০ খ্রী.)	খাজা হাসান নিজামী	তাজাল্লী প্রেস দিল্লী
৩১	৬৫৫৬	রহমাতুল লিল আলামীন (২ খণ্ড)	কিউ. মুহাম্মদ সুলাইমান	তালীমী প্রিন্টিং প্রেস
৩২	৯১৭৮	সীরাত ইবন হাশাম (১৯৪৮ খ্রী.)	এম. আব্দুল মালিক	দার. তাবা উসমানীয়া হায়দারাবাদ
৩৩	৯১২১	সরওয়ার-ই-আম্বীয়া (১৯১১ খ্রী.)	শায়খ মাহদী হুসাইন	মেয়র লাখনৌ
৩৪	৯২২০	হায়াতুল কুলূব (২ খণ্ড) (১৯০৫ খ্রী.)	সাইয়েদ আবুল হুসাইন মুহাম্মদী	মাকতবা আইজাযী লাখনৌ

ফার্সী গ্রন্থাবলী

ক্রমিক নং	ক্যাটালগ নং	সীরাত	লেখক	প্রেস
৩৫	২৮৮৯	হাবিবুস সীয়ার ফী-আখবর-ই-ইফরাদিল বাশার (১-৩ খণ্ড)	গিয়াসুদ্দীন ইবন হাম্মাম	বোম্বাই
৩৬	২৯১৪	আল সীরাতুল মুহাম্মদীয়া ওয়াল-তারীকাতিল আহমাদীয়া	মুহাম্মদ কারামত আলী মুসাবী	—
৩৭	৩১২৩	শাওয়াহিদুন নবুওয়া (১২৯৮ হি.)	আব্দুর রহমান জামী	লাখনৌ
৩৮	৩১২৪	মাদারিযুন নবুওয়া (১ খণ্ড) (১২৯৪ হি.)	শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী	লাখনৌ
৩৯	৩১৯৫	নবাব নামা রাসূল-ই-মাকবূল (১২৬৩ হি.)	মুহাম্মদ মুস্তাফা খান	লাখনৌ
৪০	২৪৮৯	খাতামুন নবীইন (১ খণ্ড) (১৯৪০ খ্রী.)	আব্বাস শুশস্ত্রী	বাঙ্গালোর

আরবী গ্রন্থ

ক্রমিক নং	ক্যাটালগ নং	সীরাত	লেখক	প্রেস
৪১	২০০৪	আল-রাতজী বিল কাওলী কিদামেহী ওয়া কিদামির রাসূল (১২৯৫ হি.)	রফীউদ্দীন আব্দুল খায়ের	লাখনৌ

বিবিধ গ্রন্থাবলী

ক্রমিক নং	ক্যাটালগ নং	সীরাত	লেখক	প্রেস
৪২	৩১৩২	জগতনা মোহন পয়গম্বর (১ খণ্ড) (গুজরাটী ১৯২৬ খ্রী.)	জাফর আলী আসীর	বোম্বাই
৪৩	২০২৭৫	গুলদাস্তাল বাযম মীলাদ (১ খণ্ড উর্দু)	—	হায়দারাবাদ

পাঞ্জাবী ভাষা এবং সংস্কৃতিতে ইসলাম ও সীরাতের প্রভাব

গুরদিয়াল সিং মাজযুব

নিবন্ধকার আরবী ভাষার একজন বিখ্যাত লেখক।
শিখ ধর্মগ্রন্থ গুরু গ্রন্থ সাহিব তিনি ভাষান্তরিত করেছেন আরবীতে।
তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি কতৃক পুরস্কৃতও হয়েছেন।

সীরাত সংক্রান্ত আলোচনার প্রথমে *সীরাত* শব্দটির আক্ষরিক ও প্রয়োগকৃত অর্থ ব্যাখ্য করা উচিত যাতে বিষয়টির উদ্দেশ্য ও পরিসর উপলব্ধি করা যেতে পারে।

সীরাত আরবী শব্দ। শব্দটি ক্রিয়াবোধক বিশেষ্য। এর উৎপত্তি আরবী ক্রিয়া *সারা-ইয়াসিরু* থেকে যার অর্থ সাধারণভাবে হাঁটা বা ভ্রমণ করা। বৈজ্ঞানিক মনোস্তাত্ত্বিক পরিভাষার পরিসরে যার অর্থ করা হয় জীবনাচারণ, কার্যপ্রণালী অথবা স্বভাবগত ব্যবহার।

সুতরাং ভারতের পাঞ্জাবে সীরাতের কি প্রভাব পড়েছে? এর উত্তর পেতে হলে পাঞ্জাবের জনগণের ধর্মীয়, সামাজিক ও আর্থিক জীবনপদ্ধতি আলোচনা করতে হবে।

পাঞ্জাবের জনগণ ও সংস্কৃতির ওপর এর সুস্পষ্টতম প্রভাব হল তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্রুত পরিবর্তন। ইসলামী একত্ববাদী ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি পাঞ্জাবের যমীনে প্রত্যক্ষ স্রোতপ্রবাহের মত কাজ করে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাঞ্জাবীদের এক বড় অংশ ইসলাম কবুল করে। শুধু ইসলামের সঙ্গে যারা সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত হয়েছিল তারাই নয় বরং যারা পুরানো হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখে তাদেরও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়, তারা একত্ববাদী মতবাদ গ্রহণ করে।

হিন্দুদের মধ্যে দুটো ধর্মীয় মতবাদ গজিয়ে ওঠে। প্রথমত ঃ শিখ ধর্ম, দ্বিতীয়ত ঃ আর্য সমাজ, আর এ দুটো মতবাদই ইসলাম অথবা সীরাতের উপহার। শিখ মতবাদে বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলা যায় তারা ছিল হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্যে উচ্চতর গোষ্ঠী এবং তারা একটি স্বাধীন ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী হয়ে যায়, আর আর্য সমাজ হিন্দু ধর্মেরই একটি অংশ থেকে যায়। উভয় গোষ্ঠীই পৌত্তলিকতা বিরোধী।

যদি ভারতে ইসলামের আগমন না হত, যেমন বলেছেন সর্বজন খ্যাত পণ্ডিত ড. গোকলে চাঁদ নারাং, তাহলে পাঞ্জাবে আদৌ শিখ ধর্মের কোনো চিহ্ন থাকতো না। সুস্পষ্টভাবে এ মন্তব্য করেন তিনি তাঁর *শিখধর্মের রূপান্তর* (Transformation of Sikhism) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। নিশ্চিতভাবে একই কথা বলা যায় আর্য সমাজ সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে।

এটা অস্বীকার করা যায় না যে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে একত্ববাদের মতবাদ ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা বহু দেবদেবীর মতবাদ আরোপিত হওয়ার কারণে সেসবগুলো পরমাত্মার মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ব্যবহৃত হয় সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে বস্তুবাদী মুনাফার জন্য।

হিন্দু সমাজের চারটি সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্তিকরণ, উচ্চ ও নিচ, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য, বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ শিখ ধর্ম ও আর্য সমাজে বিলুপ্ত হয়। এ হল ইসলামের সামাজিক প্রভাবের ফসল।

ইসলামের ধর্মীয়-সামাজিক প্রভাবের ভাষাতাত্ত্বিক প্রভাব পড়েছে হিন্দুবাদের ওপর। হিন্দু ধর্ম থেকে উদ্ভূত শিখ ধর্ম বহু আরবী শব্দাবলী অঙ্গীভূত করে, যেমন খালিসা— একটি আরবী শব্দরূপ যার অর্থ *পবিত্র* বা *সর্বোৎকৃষ্ট*।

আরবীর ভাষাগত প্রভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত হল *ফাতাহ* অর্থাৎ বিজয়। সাধারণতঃ অভিবাদন বিনিময়ের সময় শিখেরা এই শব্দাবলীর পুনরাবৃত্তি করে ঃ *শ্রী ওয়াহ গুরুজী কা খালিসা, শ্রী ওয়াহ গুরুজী কী ফাতাহ* (পবিত্রতা এক ঈশ্বরের নিমিত্ত ঃ ঈশ্বরের জয় হোক)।

দুটি আরবী শব্দ *খালিসা* ও *ফাতাহ* স্পষ্ট লক্ষ্য করা যেতে পারে এই অভিবাদনে।

পাঞ্জাবে ইসলামী প্রভাবের কথা বলতে গেলে আমরা দেখতে পাই এর আগেকার অধিবাসীরা ধুতি পরত। কিন্তু ইসলামের আগমনে তারা কুর্তা পায়জামা পরতে শুরু করে। এই ব্যবস্থা গোটা পাঞ্জাবে এখনও অব্যাহত। এটা সবচেয়ে এমন পছন্দসই পোষাক যে ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর যুক্তিবাদী মহিলা ও পুরুষেরা এই পোষাককে তাদের প্রিয় পোষাক হিসেবে গ্রহণ করে, বিশেষ করে নারীরা।

আর একটি বিষয়ও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয় যে হিন্দুদের উপাসনাস্থল মন্দিরের ছাদের ওপরিভাগ কৌণিক আকারের। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় শিখধর্মে মিশ্রিত হয়েছে, তারা উপাসনাস্থলের ছাদ নির্মাণ করে গম্বুজাকৃতির। এই স্থাপত্য শিল্পের নমুনা খোদ ইসলামের প্রভাবের পরিণতি।

পাঞ্জাব ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার দেওয়ার দ্রুত প্রবণতা ইসলাম ও সীরাতেরই প্রভাবে সম্ভব হয়েছে।

অসমীয় ভাষায় ইসলাম ও শেষনবীর জীবনী সাহিত্য

তানীয়ুস মেহদী

জম্মু ও কাশ্মীর, লাক্ষাদ্বীপ ছাড়া ভারতের যেসব রাজ্যগুলোতে মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত তুলনামূলকভাবে বেশী সেসবের মধ্যে পড়ে অসম। ১৯৯১-এর জনগণানুযায়ী অসমের মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত ২৫ শতাংশ।

ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায়, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ইসলাম প্রভাব ফেলতে শুরু করে খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দী থেকেই। ভাবলে অবাক হতে হয় যেসব মুসলিম অগস্তুকরা অসমে প্রথম দিকে আসে তাদের মধ্যে এক গোষ্ঠী ছিল যারা এসেছিল উত্তর দিক থেকে হিমালয় পর্বতমালা অতিক্রম করে। সম্ভবতঃ চীন দেশে যে গোষ্ঠী সফর করত এরা তাদেরই একটি শাখা। ইন্দো-গাঙ্গেয় সমতলভূমি থেকেও মুসলমানেরা এখানে এসে হাজির হয় বঙ্গোপসাগরের পথ বেয়ে। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মধ্যে তুর্কী সেনারাও ছিল যারা মূলতঃ বসতি স্থাপন করে দরং জেলায়।

সুতরাং রাজনৈতিকভাবে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের আগেই এই অঞ্চলে মুসলিম বিস্তার লাভ করে। প্রথম স্তরেই বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। এইসব উপজাতি গোষ্ঠীদের মধ্যে কুচ, মেগ ও থারু ছিল অন্যতম। মেগ উপজাতি গোষ্ঠীর আলী মেগী ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার আন্দোলনে তিনি অন্যতম ভূমিকা পালন করেন।

ইবন বখতিয়ারই প্রথম ব্যক্তি যিনি অসমে রাজনৈতিক অধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি অসমের গভীর অভ্যন্তরে অভিযান চালান । ফেরার পথে তার অনেক সৈন্য অসমে থেকে যায়। স্থায়ীভাবে।

তাইমূরীরাও[১] অসমের গভীরে অভিযান চালান ও কামরূপ দখল করেন। এখানে মুসলমানেরা স্থানীয় অসমীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এভাবে তারা কামরূপের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে।

যেসব বিখ্যাত বাদশাহ ও সেনাপতিরা অসমে অভিযান চালান ঃ

১. হিশামুদ্দীন এওয়া (১২১২ খ্রী.)
২. নাসিরুদ্দীন (১২২৮ খ্রী.)
৩. তুঘরিল খান (১৫৫৭ খ্রী.)
৪. সুলতান গিয়াসুদ্দীন (১৩২৩ খ্রী.)
৫. মীরজুমলা (১৬৬২ খ্রী.)

কিন্তু ইসলাম ও সীরাতের অন্তর্ভেদী আবেদন আসে ওলামা ও সুফীদের কাছ থেকে। এখানে তারা বসবাস করতে থাকেন এবং সাধারণ জনগণের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঃ

১. শায়খ জালালুদ্দীন তরবীযী (১২২৭ খ্রী.)
২. গিয়াসুদ্দীন আওলীয়া (১৩৪৬ খ্রী.)
৩. শাহ মিলন বা আযুন ফকীর (১৬৩৫ খ্রী.)[২]

অসমীয় জনগণ প্রভাবিত হন তাঁদের শিক্ষায়। গভীরভাবে। এই সব ইসলাম - প্রচারকদের প্রচারিত ইসলামের মানবীয় আবেদনে সাধারণ মানুষের মনপ্রাণ আপ্লুত হয়ে ওঠে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। দলে দলে। মহানবীর (সা) জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হয় তাদের বাস্তব জীবনে।

মুসলমানেরা অনুন্নত অসমের সার্বিক উন্নয়নে বহুমুখী ভূমিকা পালন করে। কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সর্বোপরি শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ব্যাপক অবদানের স্বাক্ষর রাখে মুসলমানেরা।

অসমীয় ও ইংরেজী অসমের স্বীকৃত ভাষা। বাংলা, বড়ো, রাবহা, কারবীও বিভিন্ন অঞ্চলের আম জনতার ভাষা। অসমের প্রায় সমগ্র অঞ্চলে মুসলমানেরা রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। তারা

---

১. আমরা যে বংশকে 'মোগল' বলে জানি প্রকৃতপক্ষে তারা 'তাইমূরী' বলে নিজেদেরকে অভিহিত করেছেন। বাবুরনামা সহ অন্যান্য আত্মজীবনীমূলক রচনা ও অন্যান্য বই পত্রে এই বংশের বাদশাহরা নিজেদেরকে উল্লেখ করেছেন 'তাইমূরী' নামে। —সম্পাদক।

২. Assamese literature by Muhammad Abdus Samad.

কথা বলে অসমের নানান স্থানীয় কথ্য ভাষায়। অসমীয় সাহিত্য সমৃদ্ধ করে তোলার পথে অসমীয় মুসলিম সাহিত্যিকদের অবদান কম নয়। সাইয়েদ আব্দুল মালিক, মুহাম্মদ সাদের আলী, মুহাম্মদ পীয়ার, তাফাখ্যল আলী, মিসেস মোসফিয়া অহমদ প্রমুখ অসমীয় সাহিত্য জগতের উল্লেখযোগ্য নাম ।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও অসমীয় ভাষায় ইসলামী সাহিত্য ততধিক বিকশিত হয়নি নানান প্রতিকূলতার কারণে। পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা দুর্গম বসবাসের অনুপযোগী অসমকে বসবাসযোগ্য করে তোলে মুসলমানেরা। বিস্তীর্ণ অনাবাদী অসমীয় যমীনকে আবাদ করে এই মুসলমানেরাই। আর ইংরেজরা তাদেরকে উৎসাহিত করে জঙলী উপজাতি অধ্যুষিত অসমকে সর্বভারতীয় ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য। সাথে সাথে মুসলমানেরাও অসমের সর্বমুখী উন্নয়নে যথাযোগ্য অবদান ও রক্তঘাম ঝরিয়ে আধুনিক অসমকে গড়ে তুলেছে। এই প্রক্রিয়ায় অন্যান্যদের সাথে তাদের ভূমিকা কোন অংশে কম তো নয়ই। বরং অনেক গুন বেশী।

কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের সময় থেকে সেই অসমীয় মুসলমানদের ঘাড়ে পড়ে নিদারুণ বৈষম্য ও অকথ্য নির্যাতনের কোপ। শত শত বছর ধরে যারা অসমকে নিজেদের প্রাণের ভূমি ভেবে মনের মতন করে গড়ে তুলেছে তাদেরই নাম তুলে দেওয়া হয় বিদেশীদের খাতায়। উৎখাত করা হয় হাজার হাজার মুসলমানকে। সম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বলি হয় কত শত শত মুসলমান? বাকীদের ব্যস্ত থাকতে হয় অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে। এখনও পর্যন্ত তাদের সে লড়াই অব্যাহত। সুতরাং অস্তিত্ব বাঁচানোর তাগিদে স্বাধীনতার পর থেকে সাধারণভাবে অন্যান্য দিকে এবং বিশেষ করে ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নয়নে গভীরভাবে মনোনিবেশ করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

দ্বিতীয়তঃ অসমীয় মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মাতৃভাষা বাংলা। আর ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সাহিত্য জগতে উর্দুর পরেই বাংলা ভাষার স্থান। স্বাধীনতার পরে প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ইসলামী সাহিত্য ততধিক পরিমাণে বিকশিত না হলেও প্রথম পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানে এবং দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য প্রশ্নাতীতভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। অসম ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় দুদেশের বাংলা ইসলামী সাহিত্য অসমীয় বাঙালী মুসলিম জনগণের হাতে পৌঁছে যায়। সহজে। ফলে বাংলা ইসলামী সাহিত্য তাদের ইসলাম চর্চার প্রয়োজন পূরণ করে। অনেকখানিই। সুতরাং এটাও অসমীয় ইসলামী সাহিত্য বিকশিত হওয়ার পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক।

তৃতীয়তঃ অসমীয় ভাষার লিখিত রূপ বাংলা হরফে হওয়ায় এবং অসমীয় ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট হওয়ায় অসমীয় জনগণের পক্ষে বাংলা ভাষা আয়ত্ব করা খুব দুঃসাধ্য নয়। অনুন্নত অসমীয় ভাষাভাষী জনগণ স্বাভাবিক কারণেই উন্নত বাংলা ভাষাকে খুবই সমীহ করে। এসব বিষয়ও অসমীয় ভাষার সমৃদ্ধিকে দীর্ঘায়িত করেছে।

এতসব সমস্যাবলী সত্ত্বেও ইসলামের স্বভাবসিদ্ধ তাগিদে অসমীয় ইসলামী সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছে। কিছু পরিমাণে। অবশ্য আশানুরূপ না হলেও। সীরাত সাহিত্যেও অসমীয়

লেখকেরা অবদান রেখেছেন। রচনা করেছেন সীরাত সাহিত্য। চর্চিত হয়েছে মহানবীর (সা) জীবন ও আদর্শ। গড়ে উঠেছে সীরাত সাহিত্য ভাণ্ডার। একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	সীরাত	লেখক
১	হজরত মুহাম্মদ	কবি জামিরুদ্দীন আহমদ
২	শিশুর হজরত মুহাম্মদ	আলীমুন নিসা পীয়ার
৩	জগত গুরু (তরজমা)	কবি জামিরুদ্দীন আহমদ
৪	ইসলামের রবি	মুহাম্মদ সাদের আলী
৫	হজরত মুহাম্মদ	ফয়েয আহমদ
৬	প্রেমের রাসূল	আব্দুল রহীম মুস্তাফী
৭	বিশ্বধর্মতি হজরত মুহাম্মদ	রফীউল হুসাইন বড়ুয়া
৮	বেদ পুরানাত হজরত মুহাম্মদ	রফীউল হুসাইন বড়ুয়া
৯	অলৌকিক ঘটনা আরু হজরত মুহাম্মদ	ড. আতোয়ার রহমান
১০	হজরত মুহাম্মদ, পবিত্র কোরআন ইসলাম ধর্ম, মুসলিম জাতি	মুহাম্মদ কেরামত আলী
১১	বিশ্বনবীর মীরাজ	মুহাম্মদ কেরামত আলী
১২	জগতগুরু	মুহাম্মদ কেরামত আলী
১৩	বৈজ্ঞানিক হজরত মুহাম্মদ	বদরুল হুদা
১৪	হজরত মুহাম্মদ সাল্লো জীবনী	মুহাম্মদ মাজীদ আলী
১৫	ইসলামের নবী হজরত মুহাম্মদ (তরজমা)	নূরুল ইসলাম মাযারভূঁইয়া
১৬	সীরাতুন নবী (সংকলন)	বরক্ষেত্রী সীরাতুন নবী সম্মেলন, নলবাড়ী
১৭	ইসলামের নবী	লোকপ্রিয় গোপিনাথ বরদলুই
১৮	হজরত মুহাম্মদ চরিত্র	মুহাম্মদ সালেহ
১৯	মানব মুকুত হজরত মুহাম্মদ	এম. ইলিমুদ্দীন দীওয়ান
২০	বিশ্বনবী	সাইয়েদ ফাইযুদ্দীন আহমদ

তালিকা প্রণয়নে ঃ মুহাম্মদ মাজীদ আলী,
জেনারেল ম্যানেজার, সাপ্তাহিক মুজাহিদ,
গুয়াহাটি, অসম

বাংলা ভাষায় সীরাত সাহিত্য ঃ ইতিহাস ও পর্যালোচনা

আবু রিদা

ভারতীয় ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উর্দূ ভাষা এ সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে উর্দূ ইসলামী সাহিত্য ইসলামের বিশ্বভাষা আরবীর থেকে দুর্বল নয়। কোনো অংশে। এর কারণ স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত উর্দূ ছিল গোটা উপমহাদেশের জাতীয় ভাষা। অর্থাৎ যোগসূত্রের মাধ্যমই ছিল উর্দূ। উর্দূ চর্চার ক্ষেত্র ছিল সর্বব্যাপী। ফলে প্রতিটি অঞ্চলের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা এ ভাষায় তাদের সৃজনশীল অবদান রাখতেন। বিশাল উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্রই ছিল এ প্রক্রিয়া অত্যন্ত সক্রিয়। আর এটা খুবই বাস্তব সত্য, যে ভাষায় গোটা ভূখণ্ডের, গোটা জাতির বৌদ্ধিক সৃজনশীলতা প্রকাশিত হয় সে ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধতম হয়। এতে সন্দেহের অবকাশও খুবই কম। সর্বদিক থেকে প্রবাহিত ছোট ছোট স্রোতধারা অবশেষে মিলিত হয়ে যেমন মহানদীর সৃষ্টি করে উর্দূ ভাষার ইসলামী সাহিত্যও তেমনি। সুতরাং ইসলামী সাহিত্যের জগতে আরবীর্ পরে উর্দূই সমৃদ্ধতর ভাষা। স্বাধীনতার পরে সরকারী বঞ্চনার শিকার এবং রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা হারিয়েও, সর্বভারতীয় ভাষা ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দূ ভাষায় ব্যাপক ইসলামী সাহিত্য চর্চা অব্যাহত। সমানভাবে।

তবে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী সাহিত্যে উর্দূর পরেই বাংলা ভাষার স্থান। এর পেছনে কাজ করেছে অনেকগুলো ফ্যাকটর। প্রথমতঃ এ উপমহাদেশের এক বিশাল সংখ্যক জনগণ বাংলা ভাষাভাষী। দ্বিতীয়তঃ এক দীর্ঘতর মেয়াদ পর্যন্ত কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হওয়ায় বাংলা সর্বভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তৃতীয়তঃ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাঙালী জাতির দুই-তৃতীয়াংশ মুসলমান অর্থাৎ ইসলামের অনুসারী। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিফলন যদি এ ভাষার সাহিত্যে না হত তবে সেটাই হতো গভীর হতাশার কারণ। অন্যভাবে বলা যায়, যে ভাষার অধিকাংশ জনগণ ইসলামের অনুসারী সে ভাষায় ইসলামী সাহিত্য যে সমৃদ্ধশালী হবে সেটাই স্বাভাবিক।

তবে এখানে আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র গোটা ইসলামী সাহিত্য নয়। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ইসলামী সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সীরাত সাহিত্য। যেহেতু বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য একটি বিশেষ মানদণ্ডে পৌঁছেছে সেহেতু সীরাত সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে উপরোক্ত কথাগুলো অবশ্য অবাস্তব, বাংলা ভাষাভাষী জগতের যে অঞ্চল থেকে আমি একথাগুলো বলছি সেই অঞ্চলের জনগণের কাছে। অর্থাৎ আমাদের দেশে এপার বাংলার সাহিত্য জগতে ইসলামী সাহিত্য প্রায় নির্বাসিতই বলা যায়। শিক্ষাজগতে ইসলামী সংস্কৃতি একটি অপরিচিত বিষয়। বাংলা পত্র-পত্রিকা, মিডিয়ায় প্রকৃত ইসলাম সংক্রান্ত বিষয় প্রায় আলোচিত হয় না। মুসলিম সংস্থা, মুসলিম পরিচালিত পত্র-পত্রিকা (কয়েকটি ছোটখাট সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাড়া বাঙালী মুসলমানদের কোনো বড় সাপ্তাহিক বা দৈনিক পত্রিকা নেই), লিটল ম্যাগাজিন সরকার ও কোম্পানীর আর্থিক আনুকূল্য পায় না। এককথায়, বাংলায় ইসলাম কোনঠাসা, মুসলমানেরা গুরুত্বহীন।

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, এখানে ইসলামী বিষয় উত্থাপন করলেই তা 'মৌলবাদের' নামান্তর হয়ে যায়। চারিদিক থেকে শোরগোল শুরু হয়ে যায়। অথচ ইসলামের সমালোচনা ও অবমাননার সুযোগ পেলেই সেইসব পত্র-পত্রিকা, মিডিয়া, জাতীয় প্রবাহ ও বুদ্ধিজীবীরা অত্যন্ত সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ইসলামের বিরুদ্ধে তখন খরচ হয় অনেক পরিসর ও পাতা। অন্যদিকে হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দুধর্ম সংস্কৃতিকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে প্রতীয়মান করার প্রয়াস নিরন্তর অব্যাহত।

এই পরিস্থিতিতে খুব স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার পরে কলকাতা তথা এ বাংলায় দু'একটি ছাড়া কোনো উল্লেখযোগ্য ইসলামী সাহিত্য রচিত হয়নি। সুতরাং এ বাংলায় ইসলামী সাহিত্যের সমৃদ্ধির কথা বললে সত্যিই অবাক হতে হয়। অথচ স্বাধীনতার আগে কলকাতা তথা এ বাংলাই ছিল ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থান।

সীরাত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এই নিবন্ধের শেষে বাংলায় রচিত সীরাত সাহিত্যের একটি দীর্ঘ তালিকা পেশ করা হয়েছে তাতে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যুগে অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ছোট-বড় মিলিয়ে ৫৯টি সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায়। এরমধ্যে ৩৪টি সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে কলকাতা তথা এ বাংলায়, ১৯টি পূর্ববঙ্গে আর ৫টির প্রকাশস্থল জানা যায়নি। আর একটি রচিত বিহারের মুঙ্গেরে। আবার বাংলার ঘরে ঘরে যে সীরাতটি সবচেয়ে বেশী সমাদৃত হয়েছে, তৃণমূল স্তরে ও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে জনপ্রিয় হয়েছে, বাঙালীর কাছে যে সীরাতটির অন্তর্ভেদী আবেদন গভীরতম, সাহিত্যিক গুণে যে সীরাতটি উৎকৃষ্টতম মানের, গোলাম মোস্তফার সেই বিশ্বনবীও রচিত এ বাংলাতেই। এখনও দু'বাংলা ও বাংলা ভাষাভাষী এলাকায় এই সীরাতটি সমপরিমাণ জনপ্রিয়।

স্বাধীনতার আগে আরো যে দুটো আলোড়ন সৃষ্টিকারী সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাও এ-বাংলার মাটিতেই। এই সীরাত গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে প্রথমেই যার নাম স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে তা হল আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়ের সাহিত্যিক শেখ আবদুর রহীমের *হজরত মুহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি*। বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে বসিরহাট থেকে। এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার নানান দৃষ্টিকোণ থেকে। এর আগে উল্লেখ করার মত মাত্র তিনটি সীরাত গ্রন্থের সন্ধান আমরা পেয়েছি। প্রাচীনতম গ্রন্থ ইংরেজ লেখক জে. লঙ. রেভারেনের *মহম্মদের জীবন চরিত্র* রচিত ১৮৫৫ সালে। এরপর ১৮৫৮ সালে রচিত *মহম্মদের জীবন চরিত* গ্রন্থটির লেখকের নাম জানা যায়নি। তৃতীয় গ্রন্থ ব্রাহ্ম সমাজের বিখ্যাত ইসলাম বিষয়ক লেখক গিরিশচন্দ্র সেনের ৩ খণ্ডে লেখা *মহাপুরুষ মুহম্মদের জীবন চরিত*। বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে।[১] এর পরের বছরই প্রকাশিত হয় আমাদের আলোচ্য সীরাত গ্রন্থ শেখ আবদুর রহীমের *হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি*।

সুতরাং এই বিশাল ঐতিহাসিক গ্রন্থটি কোনো মুসলমান লেখক কতৃক রচিত সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সীরাত গ্রন্থ। কিন্তু শুধু মুসলমান লেখক হিসেবে বললে প্রকৃত বাস্তবতার প্রতি অবিচার করা হয়। বরং গ্রন্থটি বাংলা সীরাত জগতে (তাই সে মুসলমান বা অমুসলমান যেকোনো লেখকেরই হোক না কেন) প্রথম সবিস্তার পূর্ণাঙ্গ সীরাত। একথা স্বীকার করা হয়েছে কলিকাতা গেজেটেও ঃ "হজরত মুহম্মদের এরূপ সম্পূর্ণ জীবন চরিত বঙ্গভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত

হইয়াছে"। স্বয়ং লেখকের মন্তব্য থেকেও একথা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ "ইতিপূর্বে বঙ্গভাষায় হজরত মহম্মদের যে কয়খানি জীবনী বাহির হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই অসম্পূর্ণ"।[২]

'নদীয়া আঞ্জমনে এত্তেফাকে এসলামের তৎকালীন সুযোগ্য সেক্রেটারী, ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর ও সুপ্রসিদ্ধ বক্তা হাজিউল হারামায়েনেশ্ শারিফায়েন মৌলবী সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমী সাহেবের অভিমতে'ও একথার সমর্থন মেলে এবং এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটির নির্ভরযোগ্যতা, প্রামাণ্যতা ও উপযোগিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠের পর তাঁর বিজ্ঞ মন্তব্য: "আরবী, ফার্সি ও উর্দ্দুভাষায় হজরতের বহু জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বাঙলা ভাষায় নির্ভুল নিখুঁত জীবনী বহুল পরিমাণে প্রকাশ হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত হজরতের যে কয়েকখানি জীবনী বাহির হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মৌলূদ শরিফের কল্পিতগল্প এবং মৌজু ও জইফ হাদিসের অনুবাদ আর কতকগুলি হিন্দু ও ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণের লিখিত জীবনী অবলম্বনে সঙ্কলিত। সেই সকল গ্রন্থপাঠে ধর্ম ও নীতিশিক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাতে বেদাতি শেরেকী, নেচারী ও কুফরি ভাবাপন্ন হইতে হয়, কিন্তু শেখ সাহেবের প্রণীত জীবনী সে সমুদয় দোষ বর্জিত। ইহা পাঠে জানা যায় যে, ইহা সঙ্কলন করিতে যাইয়া অনেক বিদ্বানের (আল্লামার) সহায়তা এবং প্রাচীন বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ সকলের সাহায্য লইতে হইয়াছে।"[৩]

কলকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার তৎকালীন দ্বিতীয় মদার্‌রেস মৌলবী আবদুর রহিম সাহেব, তৃতীয় মদার্‌রেস মৌলবী মহম্মদ ইসমাইল সাহেব ও টালিগঞ্জ আনোয়ারিয়া মাদ্রাসার মদার্‌রেস আবু তাহের সাহেবগনের মত যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণও সার্টিফিকেট প্রদান করেন এই গ্রন্থের বিশ্বস্ততা, বিশুদ্ধতা ও প্রামাণ্যতা সম্পর্কে।[৪]

এই ঐতিহাসিক গ্রন্থের সূত্রের মৌলিকতা ও বিষয়বস্তুর পরিসর ও গভীরতা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে ঃ "This work has been compiled principally from Persian and Arabic sources. It gives besides the history of Muhammad's life, a history of Arabia from the times of Noah, and other useful information regarding the rise of the Muhammadan faith in Arabia"[৫]

এ বিষয়ে লেখক নিজেই লিখেছেন ঃ

".....মহাত্মা হজরত মহম্মদের পবিত্র জীবন চরিত, আমি কলিকাতা ডভ্‌টন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজদ্বয়ের সুযোগ্য আরব্য ও পারস্যাধ্যাপক মৌলবী মেয়াঁরাজ উদ্দিন আহ্‌মদ সাহেবের সাহায্যে *তারিখল খামিস, তারিখ এবনে হেশাম, সেফায়ে কাজী আয়াজ, মাদারেজন্নবুয়ত, রওজতল-আহবাব, মায়ারেজন্নবুয়ত, মাগাজিয়র-রসুল জাজবল-কলুব, এজালাতল-আওহাম* প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আরবী ও ফারসী গ্রন্থাবলম্বনে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সঙ্কলনপূর্বক জনসমাজে প্রচার করিলাম। আর হজরত মহম্মদের জীবনী ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে প্রধান প্রধান ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণ যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সকল গ্রন্থ হইতে আবশ্যক বোধে নানা অংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম। অধিকন্তু বিজ্ঞবর মৌলবী সৈয়দ আমির আলি সাহেব প্রভৃতি মহোদয়গণের গ্রন্থ হইতে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অনুবাদ করিয়া দিলাম। ইহাতে হজরত নোহ আলায়হেচ্ছালামের (নোয়ার) সময় হইতে আরবদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং তত্রত্য আধুনিক অবস্থা বিশদরূপে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। হিজরীর প্রথম অব্দ হইতে প্রত্যেক বৎসরের ঘটনাবলী এক একটী

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে নিয়মিত রূপে লিখিয়াছি। প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধে কোরাণ শরিফের যে যে আয়েত অবতীর্ণ (নাজেল) হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত অনুবাদ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি;.....কোন ঘটনা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ হইলে বিভিন্ন হাদিসের বিভিন্ন মত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। পুস্তকের পরিশিষ্টে হজরত মহম্মদের আবির্ভাব হইবার ভবিষ্যদ্বাণী তওরয়ত (Old Testament) ও ইঞ্জিলে (New Testament) যাহা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অনুবাদ করিয়া দিয়াছি, আর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে মুসায়ী ও ঈষায়ীগণের ভ্রম যুক্তি পূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়াছি এবং ইহাতে শেষ ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাবের বিষয় মুসায়ী ও ঈসায়ীগণ কিরূপ কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়া আছেন, তাহা সকলে বুঝিতে পারবেন। ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিবার আবশ্যক, তাহাই লিখিয়াছি। কোরাণ শরিফ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ অতিশয় যত্নের সহিত লিখিয়াছি।"[৬]

লেখকের উপরোক্ত কথাসমূহ থেকেই বইটির সূত্রের মৌলিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়। সীরাতের মূল বিষয়বস্তু সহ আধুনিক সীরাতসমূহে যেসব বিষয় সন্নিবেশিত হয়—যেমন তওরাত ও ইঞ্জিলে শেষনবীর আবির্ভাববার্তা, অমুসলিমদের অপবাদের জবাব ইত্যাদি তো ছিলই, উপরন্তু কোরআন সম্পর্কে এমন কয়েকটি গভীর গবেষণামূলক অধ্যায় পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে যা সীরাতের সঙ্গে জড়িত। ওতপ্রোতভাবে। এছাড়াও অতিরিক্ত উপহার হিসেবে হজরত নূহ (আঃ) থেকে শেষনবীর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত ইতিহাস এবং ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী গ্রন্থের শুরুতে সংযোজিত হয়েছে, সীরাত উপলব্ধি করার জন্য যা একান্ত জরুরী। এককথায়, সীরাত ও সীরাত সংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এই ঐতিহাসিক গ্রন্থে বাদ তো পড়েই নি। উপরন্তু এতে এমন অনেক তথ্যাবলী রয়েছে যা সাম্প্রতিককালের অনেক সীরাত গ্রন্থেও সংযোজিত হয়নি।

গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলে একথা খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রতীয়মান হয়ে ওঠে যে পরবর্তীকালের বাংলা সীরাত গ্রন্থসম্ভার রচিত হয়েছে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থকে অনুসরণ করেই। সুতরাং এই গ্রন্থকে *বাংলা সীরাত সাহিত্যের পিতা* (Father of Bengali Seerat Literature) হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।

ইসলামী সাহিত্য ও মুসলিম গ্রন্থসম্ভারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক আলী আহমদ মন্তব্য করেছেন শেখ আবদুর রহীম "১২৯৪ সালের ফাল্গুন মাসে *হজরত মুহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি* নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থখানি শেখ সাহেবের জীবনের শ্রেষ্ঠতম ফল। *হজরত মুহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি* অতি সুবৃহৎ গ্রন্থ।"[৭]

আজ থেকে শতাধিক বছর আগে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থের বিপুল জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জানা যায় লেখকের বর্ণনা থেকেই ঃ ".....বঙ্গীয় হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃগণের নিকট ইহা সাদরে গৃহীত হইয়াছিল এবং খৃষ্টান পাদ্রিগণও ইহা অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। ..... লণ্ডনের এসিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষগণ ইহার কয়েক খণ্ড ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। তৎকালীন বঙ্গের প্রসিদ্ধ পীর ও মোরশেদ মরহুম মগফুর মৌলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী সাহেব ইহা পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশীয় হিন্দু ও মুসলমান রাজা, মহারাজা, নবাব ও জমিদার সাহেবগণের নিকটেও ইহা সাদরে গৃহীত হইয়াছিল।"[৮]

অথচ এই পর্যায়ের ঐতিহাসিক লেখক ও সাহিত্যিক এবং তাঁর অপরিসীম ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন গ্রন্থের নাম পর্যন্ত আমরা জানি না। এর থেকে বড় ট্রাজেডী আর কি হতে পারে! ভারতের বাঙালী মুসলমান কোন পরিস্থিতির শিকার এবং তাদের ধর্ম-সংস্কৃতির মান কেমন অবনমনের গভীর খাদে অধঃপতিত হয়েছে এই পর্যবেক্ষণ থেকে তা আন্দায করতে অসুবিধা হয়না।

মাওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন বাঙালী মুসলিম সমাজের একজন বিপ্লবী নেতা। বাংলা সংবাদপত্র ও সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে তিনি এনেছিলেন এক অসাধ্য যুগান্তর। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ রাজনীতিবিদও। তাই অনেক বিষয় নিয়ে বিতর্ক থাকলেও খাঁ সাহেবের বিশাল গ্রন্থ *মোস্তফা চরিত* সে যুগে আলোড়ন সৃষ্টি করে বাঙালী সমাজে।

খাঁ সাহেবের মোস্তফা চরিতের বিতর্কিত বিষয়সমূহের প্রত্যুত্তরে অবিভক্ত বঙ্গ-অসমের বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল আমিন রচনা করেন *খাঁ সাহেবের মোস্তফা চরিতের প্রতিবাদ*।

ইতিহাসের বিশুদ্ধ ঘটনাবলী সাহিত্যের মধুর রস ও ছন্দে রেকর্ড করা খুবই দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু এই অসাধ্য সাধন করেছেন কবিবর গোলাম মোস্তফা। তাঁর *বিশ্বনবী*-র শব্দমালা যেন হৃদয়মনের প্রতিটি তন্ত্রে তন্ত্রে বীণা বাজায়। তাঁর গদ্যের প্রচ্ছন্ন ছন্দ যেন কাব্য জগতে অনায়াসে পদচারণা করে। পাঠকের মানসলোকে সৃষ্টি হয় এক শব্দহীন সুরানুষ্ঠান। এই অকর্ণগোচরীভূত সুরালোকের হিল্লোলে পাঠক যেমন প্রত্যক্ষ করে নবী-জীবনের (সা) পার্থিব ঘটনাবলী তেমনি অন্তরাক্ষুতে উপলব্ধি করে মহানবীর (সা) জীবন পরিক্রমার সঙ্গে সম্পৃক্ত আধ্যাত্মিক ক্রিয়াক্রমের সূক্ষ্মদর্শন।

বাংলাদেশী সাহিত্যিক মতিউর রহমানের যথার্থ পর্যবেক্ষণ ঃ "প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে এমন কবিত্বময় গদ্য গ্রন্থের তুলনা মেলা ভার।"[৯] ভাষাচার্য ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মন্তব্য করেছেন : "মৌলবী গোলাম মোস্তাফা কবি রূপে সুপরিচিত। তাঁহার অবদান বিশ্বনবী। বলা বাহুল্য ইহা বিশ্বনবী, হজরত মুহম্মদের (দঃ) একটি সুচিন্তিত ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী জীবন চরিত।.....ভাষা, তথ্য ও দার্শনিকতার দিক হইতে গ্রন্থখানি অতুলনীয় হইয়াছে।"[১০]

এর সাহিত্যিক মূল্য চিরস্থায়ী। এর অবক্ষয় বিরল ঘটনা। এই সাহিত্যিক গুণের জন্যই গোলাম মোস্তফার *বিশ্বনবী* বাংলা সীরাত জগতে টিঁকে থাকবে যুগ-যুগান্তর ধরে। শতাব্দীর পর নতুন শতাব্দীতে। আর তাই "১৯৪২ সালে প্রথম মুদ্রণ প্রকাশিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত গ্রন্থটির পঁচিশটিরও বেশী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।"[১১]

যদি গোলাম মোস্তফার সমুদয় মূল্যবান রচনাবলী হারিয়ে যায় তাহলে একমাত্র *বিশ্বনবী*-র অক্ষত সাহিত্যিক আবেদনেই তিনি বাংলা সাহিত্য জগতে বেঁচে থাকবেন উন্নত শিরে যুগ-যুগান্তরের বেড়া ডিঙিয়ে। আহমদ মতিউর রহমানের মূল্যবান সাহিত্যিক মূল্যায়ন এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে ঃ

"কবি গোলাম মোস্তফা বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে একটি অধ্যায়, একটি তুলনারহিত নাম। তাঁর অন্য সফল কীর্তি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র 'বিশ্বনবী' গ্রন্থের কথাই যদি বিবেচনায় আনা হয় তা হলেও এ পরিচয়ের কোনো প্রত্যয় হবার নয়। কাব্যগুণে গুণান্বিত এই গদ্যগ্রন্থটি শুধু যে সীরাত সাহিত্যেই একটি অমূল্য সৃষ্টি তা নয়, সার্বিক মুসলিম বাংলা সাহিত্যেই এর একটি স্থায়ী আসন

ও আবেদন সৃষ্টি হয়ে গেছে। বছরের পর বছর ধরে এ গ্রন্থের সংস্করণের পর সংস্করণ প্রকাশ উপযুক্ত বক্তব্যের প্রমাণ।"

কিন্তু এই মহান সাহিত্যিকের জীবনকথা আমাদের দেশের কজন বাঙালী জানেন? বিশ্বনবী গ্রন্থটির সঙ্গে পরিচিতির জন্যই হয়ত কিছু সংখ্যক বাঙালী মুসলমান তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু এ বাংলায় তিনিও বিস্মৃত প্রায় সাহিত্যিক, অপরিচিত নাম। অথচ তাঁর জীবনের প্রায় সমগ্র মূল্যবান রচনা রচিত হয়েছে বঙ্গদেশের এই পশ্চিম ভূখণ্ডেই। প্রায় সমগ্র জীবনও কাটিয়েছেন এই ভূখণ্ডেই। এ-বাংলার রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে (Government School) প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন বহু বছর ধরে। এমন মহান ব্যক্তিত্ব ও তাঁর সাহিত্য রচনাকে বিস্মৃত হয় এমন অকৃতজ্ঞ জাতির দৃষ্টান্ত বিশ্বে সত্যিই বিরল।

এ বাংলার প্রগতিশীল কবি সাহিত্যিকরা কেউ প্রচ্ছন্নভাবে কেউ প্রকাশ্যে বলে বেড়ান একজন ধর্ম প্রচারকের জীবনী গ্রন্থের আবার এত গুরুত্ব কেন? এর সাহিত্যমূল্যেরই বা এমন কি কদর থাকতে পারে?

সেইসব স্বঘোষিত প্রগতিশীলদের উদ্দেশ্যে বলা যেতে পারে তাদের সামনেই তো এই শ্রেষ্ঠতম ধর্মপ্রচারক তথা মহামানবের গায়ে কলঙ্ক আরোপ করেই সালমান রুশদী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকে পরিণত হয়েছেন। বিশ্বের বড় বড় সাহিত্য পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন। এই কুখ্যাত গ্রন্থ *সাটানিক ভার্সেস*-এর আগে-পরে সালমান রুশদী আরো বেশ কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু সেগুলোর জন্য তার ভাগ্যে এত সম্মান জোটেনি। শুধু তাই নয়। এ-বাংলায় এইসব প্রগতিশীলরা রুশদী ও তার *সাটানিক ভার্সেস*-এর সমর্থনে নাম কীর্তনের গঙ্গা বইয়ে দেন। আর এক খলনায়িকা তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে তাদের বিশ্বজোড়া প্রোপাগান্ডা এই শ্রেষ্ঠতম মহামানবের গায়ে কলঙ্ক লেপনের জন্যই। যে মহামানবকে কলঙ্কিত করে বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক হওয়া যায়, অথচ বাস্তবের তুলিতে সেই মহামানবের প্রকৃত জীবনচিত্র অঙ্কিত করলে সে সাহিত্যিককে অচ্ছুৎ থাকতে হয়। এ বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের গভীরতম ট্রাজেডী ও অপমৃত্যু এখানেই।

তাছাড়া অন্য ধর্মের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনা করে এ বাংলার সাহিত্য জগতে অক্ষয় অমর হয়ে রয়েছেন এমন দৃষ্টান্তের প্রাচুর্য্য রয়েছে। অথচ ইসলামী ও সীরাত সাহিত্যিকরা নির্বাসিত।

যাইহোক, আমাদের আলোচনা প্রবাহ থেকে এখন এছবি স্পষ্ট যে স্বাধীনতার আগে রচিত সীরাত গ্রন্থসম্ভারের দুই তৃতীয়াংশ এ বাংলাতেই রচিত।[১৩] আবার সাড়া জাগানো তিনটি ঐতিহাসিক সীরাত গ্রন্থও রচিত এ বাংলাতেই। অথচ স্বাধীনতা অর্জনের সাথে সাথে দৃশ্যপট পাল্টে গেল। সম্পূর্ণভাবে। ইসলামী সাহিত্য ও সীরাত সাহিত্যের উর্বর ক্ষেত্র হয়ে গেল অনুর্বর। খরাক্লিষ্ট। রাতারাতি।

স্বাধীনতার পর থেকে অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমাদের তালিকায় আমরা ৭৭টি সীরাত গ্রন্থের নাম সংযোজিত করতে পেরেছি। এরমধ্যে ৫১টিই রচিত পূর্ববঙ্গে, মাত্র ২১টি পশ্চিমবঙ্গে এবং পাঁচটির প্রকাশস্থল জানা যায়নি।[১৪] বঙ্গ সংস্কৃতির কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অবশ্যই এ এক প্যাথেটিক চিত্র।[১৫]

অর্থাৎ স্বাধীনতা পূর্ববর্তী চিত্রের সঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তী চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। দুটি

চিত্রের মধ্যে ফারাক আসমান-যমীন। স্বাধীনতার আগে যে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ ছিল হিন্দু মুসলিম সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থান ও মিলনকেন্দ্র, স্বাধীনতার পরে পরেই তা হয়ে উঠল হিন্দু সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থান। এ প্রসঙ্গে অসমের প্রাক্তন বিধায়ক মুহাম্মদ আহবাব চৌধুরীর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি মন্তব্য করেন ঃ "The Muslims lost their holds on the University of Calcutta which became the citadel of Hindu culture and civilization. It has strangled Moslem (Muslim) cultural life."[১৫]

ইসলামী ও সীরাত সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে গেল বন্ধ্যা। অপরপক্ষে এর উর্বর উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে উঠল পূর্ববঙ্গ। অন্যকথায়, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গের জায়গা দখল করে নিল স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ববঙ্গ, বর্তমানের বাংলাদেশ।

ভাগ্য, পরিস্থিতি, পরিবেশ, সময়চক্র ও ঐতিহাসিক বিধিবদ্ধতার করালগ্রাসে পশ্চাৎপদ বাঙালী মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি অংশ স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায়। অবাধ উৎসাহ-উদ্দীপনায়। প্রথমদিকে সঠিক দিক্ নির্দেশনা না থাকলেও তাদের মনে ছিল বিপুল সাহস ও ঐক্যবদ্ধ উদ্যমী প্রয়াস। সাহিত্য-সংস্কৃতির জোয়ার বইতে লাগলো। শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে তারা সফলতার অপর প্রান্তের এক বিশেষ মাপকাঠি ছুঁতে সমর্থ হল।

ইসলামী সাহিত্য রচনা হতে লাগলো বিপুল উদ্যমে। মৌলিক রচনা ও গবেষনা সহ, আরবী, ফার্সী, উর্দূ ও ইংরেজী-ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ক্ল্যাসিক্যাল ইসলামী গ্রন্থসমূহ অনূদিত হয়ে চলেছে। সাথে সাথে ওইসব ভাষাসমূহের আধুনিক ইসলামী গবেষণা ও রচনাসমূহের প্রতিফলন পড়ছে সে দেশের ইসলামী বাংলা সাহিত্যে।

সুতরাং স্বাধীনতার আগে বিশেষভাবে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের এবং সাধারণভাবে অবিভক্ত বঙ্গদেশের ইসলামী সাহিত্য সম্ভার এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালের বাংলাদেশের ইসলামী সাহিত্য সম্ভার নিয়ে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য সম্ভারের যোগফল বিপুল বললে অত্যুক্তি হয়না। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় উপমহাদেশের বিপুল-বিশাল উর্দূ ইসলামী সাহিত্যভাণ্ডারের পরের স্থানটি যে বাংলা ইসলামী সাহিত্য দখল করেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

বাংলা ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ ও গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে সরকারী সংস্থা *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ*। আর একটি সরকারী সংস্থা *বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা*-র ভূমিকাও নগণ্য নয়। এ দুটো সরকারী সংস্থার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে বিভিন্ন বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থাসমূহ। এদের মধ্যে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আধুনিক প্রকাশনী, মদীনা পাবলিকেশন্স, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের গ্রন্থরাজি সর্বাধিক উন্নত মানের।

এইসব সরকারী-বেসরকারী সংস্থা অব্যাহত প্রক্রিয়ায় মৌলিক ও অনূদিত সীরাত গ্রন্থ প্রকাশ করে চলেছে। সীরাতের ওপর গবেষণাধর্মী কাজও চলছে। রবীউল আওয়াল মাসে বাংলাদেশের বহু পত্র-পত্রিকায় বিশেষ "সীরাত সংখ্যা" প্রকাশিত হয়। সুতরাং বাংলাদেশের সাহিত্য বিপুল সীরাতসম্ভারে সমৃদ্ধ।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সীরাত সম্ভারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও উন্নতমানের সীরাতগুলো

মূলতঃ আরবী ও উর্দূ থেকে অনূদিত। *সীরাতে ইবনে হিশাম, সিরাতে ইবনে ইসহাক*, আল্লামা শিবলী নোমানী ও সৈয়দ সোলায়মান নদভীর *সিরাতুন নবী*, মুফতী মুহাম্মদ শফীর সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, সাইয়েদ আবুল আলা মাওদূদীর *সীরাতে সরওয়ারে আলম* ইত্যাদি বিশ্বখ্যাত গ্রন্থসমূহ বাংলায় ভাষান্তরিত হয়ে সমৃদ্ধ করেছে বাংলা সীরাত সম্ভারকে। আল্লামা নোমানী ও সৈয়দ নদভী সাহেবের সীরাতুন নবী সহ সীরাত সংক্রান্ত আরো কয়েকটি গ্রন্থ অনূদিত ও সংকলিত করে মহিউদ্দীন খান তাঁর মদীনা পাবলিকেশন্‌সে একটি ছোট-খাট সীরাত ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন।

মৌলিক কাজগুলের মধ্যেও অনেক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে। তবে এসবের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবিদার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাবিদ ও পেন ক্লাবের সদস্য সৈয়দ আলী আহ্সানের *মহানবী*। স্বাবলীল প্রকাশভঙ্গী, ভাষার লালিত্য ও তাঁর পাণ্ডিত্যের ছাপ ধরা পড়েছে এ গ্রন্থের পাতায় পাতায়। খান মোসলেহউদ্দীন আহমদের *মহানবীর (সা) সীরাত কোষ* একনযরে বিষয়ভিত্তিক একটি তথ্যভাণ্ডার। আহমদ বদরুদ্দীন খানের *সীরাত এলবাম* রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন স্থান, বাড়িঘর ও ব্যবহৃত বস্তুসমূহের রঙীন চিত্রের একটি দুর্লভ সংকলন। এর পাতা ওলটাতে ওলটাতে পাঠকেরা যেন অবচেতনে প্রিয় নবীজীর (সা) সান্নিধ্য লাভ করে। মহিউদ্দীন খান সম্পাদিত মাসিক মদীনার বাৎসরীক 'সীরাতুন নবী' (সা) সংখ্যাও বেশ জনপ্রিয়।

বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যেও সমৃদ্ধতর সীরাত ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। নামীদামী লেখকেরাও শিশুসীরাত গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। *মহানবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম* শিরোনামে একটি শিশু সীরাত গ্রন্থ রচনা করে আল মাহমুদের মত শীর্ষখ্যাত সাহিত্যিক উৎসাহিত করেছেন শিশু সীরাত সাহিত্য চর্চাকে।

স্বাধীনোত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত যে ২১টি সীরাত গ্রন্থ আমাদের নযরে এসেছে এরমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিকতম একটি অনূদিত গ্রন্থ। বইটি আরবী থেকে ভাষান্তরিত। অনূদিত ভাষা সন্তোষজনক মানের না হলেও শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরীর রচিত মূল আরবী সীরাত গ্রন্থ *আর-রাহীকুল মাখতুম* আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত।

স্বাধীনতার আগে কাজী নজরুল ইসলামের *মরু ভাস্কর* প্রকাশিত হওয়ার পর এ বাংলায় কাব্যিক ছন্দে আর কোনো সীরাত সংক্রান্ত গ্রন্থ রচিত হয়নি। সেক্ষেত্রে অধ্যাপক ড. আহ্সান আলীর *কাব্যে বিশ্বনবী (সা:)* পূরণ করেছে বহুদিনের একটি শূন্যতা। পুস্তিকাটি ক্ষুদ্রাকারের হলেও রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) জীবন ও কর্মকাণ্ডের খণ্ডচিত্র ঝংকৃত হয়েছে ড. আলীর কাব্যিক সুর ও ছন্দে।

পশ্চিমবঙ্গে ইসলামী সাহিত্যের এই দৈনতা কাটবে কিনা তা এখনই বলা সত্যই দুষ্কর। বাংলাদেশের মত পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য বাংলা ভাষাভাষী এলাকায় যেদিন ইসলামী সাহিত্যে বিপ্লব আসবে কেবলমাত্র সেদিনই পূরণ হবে আমাদের প্রত্যাশিত আকাঙ্খা। বস্তুতঃ ভারতে বসবাসকারী কয়েক কোটি বাঙালী মুসলমানের প্রতিভার স্ফুরণ যতদিন না সাহিত্যের এই বিশেষ শাখায় ব্যাপকতর হারে প্রতিফলিত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বাংলা ইসলামী সাহিত্যে ঘাটতি থেকেই যাবে। কারণ কয়েক কোটি গণপ্রতিভাকে অস্বীকার করে কোনো জাতির সাহিত্য সংস্কৃতি পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না।

বাংলা ভাষায় সীরাত গ্রন্থ

ক্রমিক নং	সীরাত	লেখক	প্রকাশস্থল	প্রকাশকাল
১	মহম্মদ জীবন চরিত্র	জে. লঙ. রেভারেন	কলকাতা	১৮৫৫
২	মহম্মদের জীবন চরিত	লেখকের নাম জানা যায় নি	কলকাতা	১৮৫৮
৩	মহাপুরুষ মুহম্মদের জীবন চরিত (৩ খণ্ড)	গিরিশচন্দ্র সেন	কলকাতা	১৮৮৬
৪	হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি	শেখ আবদুর রহীম	কলকাতা	১৮৮৭
৫	সংক্ষিপ্ত মুহম্মদ চরিত	মুহম্মদ আবদুল আজিজ	কুষ্টিয়া	১৯০১
৬	ত্রিত্বনাশক ও বাইবেলে মুহাম্মদ	সুফী ধুম মিঞা ওরফে ময়েজউদ্দীন আহমদ	কলকাতা	১৯০২
৭	হজরত মুহাম্মদ (কবিতা)	মোজাম্মেল হক		১৯০৩
৮	নবীমাসুম	আব্দুল্লাহ্ শাহ	কলকাতা	১৯০৪
৯	হজরত মুহাম্মদ	রামপ্রাণ গুপ্ত	ঢাকা	১৯০৪
১০	মোসলেম পতাকা, হজরত মোহাম্মদের জীবনী	সৈয়দ আবুল হোসেন এম. ডি.	কলকাতা	১৯০৬
১১	আশেকে রসূল (কবিতা)	দাদ আলী	নদীয়া	১৯০৮
১২	শেষ পয়গম্বর ও তাঁহার পবিত্র ধর্ম	মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী	হাওড়া	১৯১০
১৩	হজরত মুহম্মদের বিস্তৃত জীবনী ও ধর্মোপদেশ	সৈয়দ শরাফত আলী	হাওড়া	১৯১০
১৪	ইসলাম কাহিনী	রামপ্রাণ গুপ্ত	কলকাতা	১৯১১
১৫	শান্তিকর্তা বা হজরত মোহাম্মদ	সুফী মধু মিঞা ওরফে ময়েজউদ্দীন আহমদ	কলকাতা	১৯১২
১৬	শেষনবী	আলী হাসান	কলকাতা	১৯১৪
১৭	হজরতের জীবনী	শেখ আবদুল জব্বার	ঢাকা	১৯১৪
১৮	মহম্মদ চরিতামৃত	কৈলাশচন্দ্র আচার্য	ময়মনসিংহ	১৯১৪
১৯	হজরত মোহাম্মদ	কুমুদনাথ মল্লিক	কলকাতা	১৯১৬

ক্রমিক নং	সীরাত	লেখক	প্রকাশস্থল	প্রকাশকাল
২০	হজরত মোহাম্মদ	রাজকুমার চক্রবর্তী	ফরিদপুর	১৯১৬
২১	শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ও পাদরীর ধোকাভঞ্জন	শেখ মুহম্মদ জমিরউদ্দীন বিদ্যাবিনোদ	রাজসাহী	১৯১৭
২২	হজরত মোহম্মদ (দঃ) অর্থাৎ হজরতের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্কতা	শেখ মুহম্মদ জমিরউদ্দীন বিদ্যাবিনোদ	জলপাইগুড়ি	১৯১৭
২৩	ইসলাম রবি বা হজরত মুহাম্মদ	ফরিদুদ্দীন খান	ঢাকা	১৯১৯
২৪	আদর্শ মানব	আফতাবুদ্দীন আহমদ সাহিত্যরত্ন	কলকাতা	১৯২২
২৫	বাংলা মউলুদ শরীফ	সৈয়দ আবুল হোসেন এম. ডি.	কলকাতা	১৯২৪
২৬	মোস্তফা চরিত	মাওলানা মুহম্মদ আকরাম খাঁ	কলকাতা	১৯২৫
২৭	ইঞ্জিলে হজরত মুহাম্মদ ও পাদ্রী রউস সাহেবের সাক্ষ্য	শেখ মুহম্মদ জমিরউদ্দীন বিদ্যাবিনোদ	নদীয়া	১৯২৫
২৮	ইসলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ	খানবাহাদুর আহসান উল্লা	ঢাকা	১৯২৬
২৯	হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী	মুহম্মদ নাজেমুদ্দীন	ময়মনসিংহ	১৯২৬
৩০	জন্মোৎসব বা মৌলুদ নক্সা	খানবাহাদুর তসলিমুদ্দীন আখতার নাসিরাবাদী	ঢাকা	১৯২৬
৩১	হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)-এর জীবনচরিত	মুহম্মদ রেয়াজউদ্দীন	কলকাতা	১৯২৭
৩২	মিলাদে মোস্তাফা	মাওলানা মুহম্মদ রুহুল	আমিনবসিরহাট	১৯২৭
৩৩	মিলাদে হাবিব	মুহম্মদ রুহুল কুদ্দুস	নারায়নপুর ২৪ পরগণা	১৯২৭
৩৪	সম্রাট পয়গম্বর	খানবাহাদুর তসলিমুদ্দীন আহমদ	কলকাতা	১৯২৮
৩৫	মোহম্মদ চরিত্র	ফজলুল করিম সাহিত্যবিশারদ		
৩৬	খাঁ সাহেবের মোস্তফা চরিতের প্রতিবাদ	মাওলানা মুহম্মদ রুহুল আমিন	বসিরহাট	

ক্রমিক নং	সীরাত	লেখক	প্রকাশস্থল	প্রকাশকাল
৩৭	মহানবী মোহাম্মদ	মূল উর্দূ: মুহম্মদ আলী তরজমা: মুহম্মদ আবদুল্লা	কলকাতা	১৯৩০
৩৮	হজরত মোহাম্মদ কাব্য	ডা. মহম্মদ আবুল কাসেম	কলকাতা	১৯৩১
৩৯	হজরত মুহম্মদের জীবনী	অধ্যা ক ওসমান গণি	ঢাকা	১৯৩১
৪০	হজরত মোহাম্মদ	খানবাহা র আহসান উল্লা	কলকাতা	১৯৩১
৪১	মহানবী মুহম্মদ	মাওলানা ুহম্মদ আলী		১৯৩১
৪২	আখলাকে মোহাম্মদী	এহসানুল হক আফেন্দী আবুমোহ সন মুহম্মদ	রংপুর	১৯৩২
৪৩	জগজ্জ্যোতি হজরত	গুলজার আহমদ		১৯৩২
৪৪	মোস্তফা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য	মাওলানা মুহম্মদ আকরাম খাঁ	কলকাতা	১৯৩২
৪৫	পয়গামে মুহাম্মদী	উর্দূ: মাওলানা সৈয়দ মুহম্মদ আলী অনুবাদ : আবদুল আজিজ রহমান	মুঙ্গের	১৯৩২
৪৬	ইসলাম ও ইহার শেষ প্রেরিত পুরুষ	আলহাজ্জ মুহম্মদ তাইমুর		১৯৩৩
৪৭	মরু নির্ঝর	মুবারক আলী	ঢাকা	১৯৩৫
৪৮	মে'রাজ	সি. রহমান		১৯৩৫
৪৯	বিশ্বনবীর বিশ্ব সংস্কার	আবুল হোসেন ভট্টাচার্য	বগুড়া	১৯৩৯
৫০	পেয়ারা নবী	খান বাহাদুর আহসান উল্লা	কলকাতা	১৯৪০
৫১	আমাদের নবী	কবিখান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন	কলকাতা	১৯৪১
৫২	নবী পরিচয়	ইমারত হুসাইন	ঢাকা	১৯৪১
৫৩	মরু ভাস্কর : হজরত মোহম্মাদ	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী	ঢাকা	১৯৪১
৫৪	মরু ভাস্কর	কাজী নজরুল ইসলাম	কলকাতা	
৫৫	বিশ্বনবী	গোলাম মোস্তফা	চুঁচুড়া (হুগলী)	১৯৪২
৫৬	আদর্শ মানব বা হজরত মুহাম্মদের আদর্শ জীবনী	আলহাজ্জ মাওলানা ফজলুল করিম	ঢাকা	১৯৪৭
৫৭	কামেল নবী	আবদুল মওদুদ	টাঙ্গাইল	১৯৪৮
৫৮	শেষ নবী	খান বাহাদুর আলহাজ্জ আবদুর রহমান খাঁ	ঢাকা	১৯৪৯

ক্রমিক নং	সীরাত	লেখক	প্রকাশস্থল	প্রকাশকাল
৫৯	বিশ্বশিক্ষক	খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ্	কলকাতা	১৯৪৯
৬০	মোহম্মদ-র-রসূলুল্লাহ	কাজী আফসার উদ্‌দিন আহমদ	ঢাকা	১৯৫২
৬১	প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষনবী			১৯৫২
৬২	ইসলাম ও ইহার শেষ প্রেরিত পুরুষ	করিম বখ্‌শ		
৬৩	মানুষের নবী	মুহম্মদ আবদুল জব্বার সিদ্দিকী	পাবনা	১৯৫৩
৬৪	সাইয়েদুল মুরসালীন (২ খণ্ড)		ঢাকা	১৯৫৯
৬৫	ইসলাম রবি হজরত মুহাম্মদ		বেহালা ২৪ পরগণা	১৯৫৯
৬৬	নবীগৃহ সংবাদ : মক্কা খণ্ড	এস. মুহম্মদ বরকতুল্লাহ	ঢাকা	১৯৬০
৬৭	বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য	গোলাম মোস্তফা	ঢাকা	১৯৬০
৬৮	শেষ নবীর সন্ধানে	আলহাজ্জ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	ঢাকা	১৯৬১
৬৯	নয়াজাতি স্রষ্টা হজরত মুহম্মদ	এস. মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ	ঢাকা	১৯৬৩
৭০	ইসলাম নবী	খান বাহাদুর আহসান উল্লা		১৯৬৫
৭১	হজরতের জীবননীতি	ড. শেখ গোলাম মকসুদ হিলালী	রাজসাহী	১৯৬৫
৭২	হজরত মোহাম্মদ ও ইসলাম	কাজী আবদুল ওদুদ	কলকাতা	১৯৬৬
৭৩	বিপ্লবী নবী	উর্দূ : আল্লামা আজাদ সুবহানী অনু : মুজীবুর রহমান	ঢাকা	১৯৬৮
৭৪	শাশ্বত নবী	অধ্যাপক আবদুল গফুর (সম্পাদিত)	ঢাকা	১৯৭০
৭৫	বিশ্বনবীর আবির্ভাব	মাওলানা আবুল কালাম আজাদ অনু: মাওলানা নূরুদ্দীন আহমদ	ঢাকা	১৯৭৯
৭৬	মহানবীর ভাষণ	মুহাম্মদ নূরুজ্জামান (অনুবাদ ও সংকলন)	ঢাকা	১৯৮০

ক্রমিক নং	সীরাত	লেখক	প্রকাশস্থল	প্রকাশকাল
৭৭	হজরত মুহম্মদ (স:) এক মহৎ জীবন	আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই অনু : ও সম্পা: মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	কলকাতা	১৯৮০
৭৮	রসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন	আবু সেলিম মুহাম্মদ আবদুল হাই অনু: ও সম্পা: মুহম্মদ হাবীবুর রহমান	ঢাকা	১৯৮১
৭৯	তাওয়ারিখে মোহাম্মদী (কাব্য) ৫ সং	মোহাম্মদ ছায়ীদ	ঢাকা	১৯৮১
৮০	সীরাতে সরওয়ারে আলম (২ খণ্ড)	সাইয়েদ আবুল আলা মাওদুদী সম্পাঃ ও অনুঃ আব্বাস আলী খান	ঢাকা	১৯৮২
৮১	রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম	যায়নুল আবেদীন বাহনোমা, অনুবাদ ঃ আবু জাফর	ঢাকা	১৯৮৪
৮২	ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম	আরেফ বিল্লাহ ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই অনু: মুহিউদ্দীন খান ও মুহাম্মদ আবদুল আযীয	ঢাকা	১৯৮৫
৮৩	প্রিয়তম নবী	শিশির দাস	কলকাতা	১৯৮৭
৮৪	মহানবী	ড. ওসমান গণি	কলকাতা	১৯৮৮
৮৫	হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম (জীবনী বিশ্বকোষ)	আফযালুর রহমান	ঢাকা	১৯৮৯
৮৬	কুড়েঘরের রাজা	ইবনে ইমান	কলকাতা	১৯৯০
৮৭	প্রিয় নবী	আবুল হোসেন	কলকাতা	১৯৯১
৮৮	সীরাতে রসূলুল্লাহ	ইবনে ইসহাক (আরবী) অনুবাদ: শহীদ অখন্দ	ঢাকা	১৯৯২
৮৯	সীরাতে ইবনে হিশাম	ইবনে হিশাম (আরবী) অনুবাদ: আকরাম ফারুক	ঢাকা	১৯৯২
৯০	মহানবী	সৈয়দ আলী আহসান	ঢাকা	১৯৯৪
৯১	মহানবীর (সা) সীরাত কোষ	খান মোসলেহউদ্দীন আহমদ	ঢাকা	১৯৯৪

ক্রমিক নং	সীরাত	লেখক	প্রকাশস্থল	প্রকাশকাল
৯২	প্রিয় নবীজীর (সা) অন্তরঙ্গ জীবন	অনুঃ ও সম্পাঃ মহিউদ্দীন খান	ঢাকা	১৯৯৪
৯৩	সীরাতুন নবী	ইবনে হিশাম (অনুবাদ)	ই. ফা. বা ঢাকা	১৯৯৫
৯৪	আর রাহীকুল মাখতুম	আরবী: এস শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী ভাষান্তরঃ মৌলানা আবদুল খালেক রহমানী, মৌলানা, মুয়ীনুদ্দীন আহম্মদ, সাইফুদ্দীন আহমদ	সাগরদিঘী মুর্শিদাবাদ	১৯৯৫ ( )
৯৫	তুমি পথ প্রিয়তম নবী তুমিই পাথেয়	আবু জাফর (সম্পাদিত)	ঢাকা	১৯৯৬
৯৬	কাব্যে বিশ্বনবী (স:)	অধ্যাপক ড. আহ্সান আলী	কলকাতা	১৯৯৭

এছাড়া যেসব সীরাত ও অনূদিত সীরাত বাংলাদেশ থেকে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত হয়েছে ঃ

৯৭ সীরাতুন নবী — উর্দূ: আল্লামা শিবলী নোমানী ও সৈয়দ সোলায়মান নদভী;

৯৮ নবী চিরন্তন — সৈয়দ সুলায়মান নদভী অনু: মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সইদ জালালাবাদী।

৯৯ প্রিয় নবীজীর (সা:) প্রিয় প্রসঙ্গ — মুহিউদ্দীন খান

১০০ এক নজরে সীরাতুন্নবী — শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির অনু: দারুত তাছানীফ, ঝালকাঠী

১০১ শাওয়াহেদুন নবুয়ত — অনুবাদ: মুহিউদ্দীন খান

১০২ সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, মুফতী মুহাম্মদ শফী, ইফাবা

১০৩ স্বপ্নযোগে রসূলুল্লাহ (সা:)—মহিউদ্দীন খান

১০৪ বিশ্বনবী পরিচয় — ইসমাঈল হোসেন

১০৫ হৃদয়তীর্থ মদীনার পথে — শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহ:)

১০৬ মহানবী মুহাম্মদ — সোহরাব উদ্দীন আহমদ

১০৭ সীরাতুননবী (সা:) — উর্দূ: আল্লামা শিবলী নোমানী ও সৈয়দ সোলায়মান নদভী অনু: ও সম্পা: মহিউদ্দীন খান

১০৮ রওজা শরীফের ইতিকথা — মহিউদ্দীন খান
১০৯ সীরাতে খাতামুন্নাবীঈন — মোহাম্মদ আফতাব উদ্দীন
১১০ সীরাত এলবাম — আহমদ বদরুদ্দিন খান
১১১ মহানবীর (সা) মহান আন্দোলন — এ. কে. এম নাজির আহমদ
১১৩ বিশ্বনবী বিশ্বনেতা— মোছাম্মাত কবিতা সুলতানা
১১৪ পরধর্ম গ্রন্থে শেষনবী — মোহাম্মাদ আবুল

শিশু সাহিত্য সীরাত

১১৫	ছেলেদের নূরনবী	নূরুদ্দীন আহমদ	বলাহর	১৯৩৬
১১৬	ছেলেমেয়েদের মোস্তফা চরিত	আবদুল কাদির চৌধুরী ও সুবোধচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	সিলেট	১৯৪২
১১৭	আরবের দুলাল	আবদুল ওহাব সিদ্দিকী	নর্থ বেঙ্গল পা. হাউস	১৯৪৪
১১৮	আরবের আলো	আলহাজ্জ মুহাম্মদ আযহার উদ্দীন		১৯৫০
১১৯	ছোটদের রসূলুল্লাহ	আলহাজ্জ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	ঢাকা	১৯৬২
১২০	আমাদের নবী	বন্দে আলী মিয়া	ঢাকা	১৯৬৩
১২১	ছেলেদের মহানবী	খান বাহাদুর আহসান উল্লা		
১২২	আমাদের মহানবী	সুলতানা রাহমান	ঢাকা	১৯৭৭
১২৩	আদর্শ জীবন	আবুল হোসেন	ঢাকা	১৯৮০
১২৪	মহানবী	মুজিবুর রহমান খাঁ	ঢাকা	১৯৮০
১২৫	মহানবী	মুহম্মদ নূরুল হুদা	ঢাকা	১৯৮৩
১২৬	মহানবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম[১৭]	আল মাহমুদ	ঢাকা	১৯৮৯
		সংযোজন		
১২৭	মহম্মদ চরিত	কৃষ্ণকুমার মিত্র[১৮]		

এ বাংলার অন্যতম সাহিত্যিক আবদুল আজীজ আল-আমান স্বাধীনোত্তর যুগে এক বিপ্লবের রূপকার। তাঁকে ঘিরে অবহেলিত মুসলিম সাহিত্য-সংস্কৃতি ও পত্র-পত্রিকা, দুর্বল আকারে হলেও সংগঠিত রূপ পরিগ্রহণ করেছে। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি অনুপম। সীরাত সাহিত্যের নানান বিষয়ে তিনি রচনা করেছেন ছোট-বড় বেশ কয়েকখানা পুস্তক-পুস্তিকা। তাঁর সীরাত ভাণ্ডার যেন একটি পৃথক জগৎ। এগুলো রচিত ৮০-৯০এর দশকে। এখানে তাঁর সীরাত সাহিত্য আলাদা করে দেখানো হল।

১২৮	শিশুদের নবী	শিশু সাহিত্য
১২৯	ছোটদের মহানবী	কিশোর সাহিত্য
১৩০	মক্কা মদীনার পথে	সাধারণ সাহিত্য
১৩১	আলোর আবাবিল	” ”
১৩২	মানুষের নবী	” ”
১৩৩	আলোর রাসূল আল-আমীন	” ”
১৩৪	ধবল জোছনার সম্রাট	” ”
১৩৫	রৌদ্রময় ভূখণ্ড	” ”
১৩৬	কাবার পথে ঃ মক্কা পর্ব	ভ্রমণ-সীরাত সাহিত্য
১৩৭	কাবার পথে ঃ মদীনা পর্ব	” ”
১৩৮	রাসূলুল্লাহ্ সা ১ম খণ্ড	ধারাবাহিক সীরাত সাহিত্য

তথ্যসংকেত

১. এই তিনখানি গ্রন্থ ছাড়াও সে যুগে আরো কিছু সীরাত সম্পর্কীয় গ্রন্থ রচিত হলেও হতে পারে। যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সূত্রের সীমাবদ্ধতার জন্য সেসবের সন্ধান পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

২. প্রথমবারের বিজ্ঞাপন, *হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি*, শেখ আবদর রহিম, ২য় সং, কলিকাতা।

৩. পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত, প্রাগুক্ত।

৪. উর্দু ভাষায় অভিমত, প্রাগুক্ত।

৫. বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, আলী আহমদ সংকলিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃষ্ঠা ৬৭।

৬. প্রথমবারের বিজ্ঞাপন, হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি, প্রাগুক্ত।

৭. বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৫।

৮. দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন, *হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি*, প্রাগুক্ত।

৯. কবি গোলাম মোস্তফা : তাঁর সাহিত্যকৃতি, আহমদ মতিউর রহমান, নতুন কলম, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ২০।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. প্রাগুক্ত।

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮।

১৩. এই নিবন্ধের শেষে বাংলা ভাষায় সীরাত গ্রন্থ তালিকা দ্রষ্টব্য।

১৪. এই পরিসংখ্যানের মধ্যে অনূদিত সীরাত গ্রন্থসম্ভারও অন্তর্ভুক্ত।

১৫. নিবন্ধের শেষে বাংলা ভাষায় সীরাত গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য।

১৬. The Assam Tribute, Augast 2, 1992

১৭. বিশেষভাবে বাংলা ভাষায় সীরাত গ্রন্থ তালিকা প্রণয়নে এবং সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধের তথ্য সংগ্রহে আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়াও আমি বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনার গ্রন্থাগার, সাপ্তাহিক মীযান দফতরের গ্রন্থাগার, এস. আই. এম. গ্রন্থাগার এবং ইসলামিক বুক সেন্টারের সাহায্য নিয়েছি। ওইসব সংস্থার কর্তৃপক্ষও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিনা দ্বিধায়। তাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা নিবেদিত এবং পরম করুনাময়ের কাছে তাদের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করি।

১৮. এই বইটি নাম সংগ্রহ করে দিয়েছেন তরুণ কবি ও গল্পকার মুজতবা আল মামুন। কিন্তু বইটি সম্পর্কে আর কোনো তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

বাংলার হজযাত্রীদের অপরিহার্য ও একমাত্র গাইড বই

এস. এম. আখতার হোসেনের

বিশ্বতীর্থ হজ ও যিয়ারত — ১২০

এই গ্রন্থে হজের সমূহ মসলা মাসায়েল, করণীয় বিষয় এবং বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ সকল প্রকার দোওয়া, সালাম ইত্যাদি উল্লিখিত হয়েছে। হজের উৎপত্তি থেকে শুরু করে হজ ফরজ হওয়ার বিস্তৃত ইতিহাস ও ইসলামের নীতিবিষয়ক মহামূল্য আলোচনা রয়েছে বহু হাদিসের উদ্ধৃতিতে। কাআবা ও মদিনা শরীফের ফজিলত, হেরেম শরীফের পরিচয়, মক্কা, মদিনা ও কাআবা শরীফে প্রবেশের নিয়ম ও দোওয়া, এহরাম বাঁধার ও এহরাম অবস্থায় থাকার নিয়ম, তাওয়াফ, সায়ী করার নিয়ম ও দোওয়া, হজের মূল অনুষ্ঠানের করণীয় বিষয়, মীনা-মুযদালৈফা আরাফাতে যাওয়ার ও অবস্থানের নিয়মসহ হজের যাবতীয় আহকাম আরকান মসলা মাসায়েলের সঠিক তথ্য নির্ভর গবেষণাধর্মী বই।

ইসলাম পরিচিতির এক মূল্যবান গ্রন্থ

ইসলামী শিক্ষা ও বিধান—৫০

কোরআন হাদিস এবং বিশ্ব সভ্যতা ও ইতিহাসের নিরিখে এক অনবদ্য অপরিহার্য গ্রন্থ

সাইয়্যেদা কানিজ মুস্তাফার

ইসলামে নারীর অধিকার—৪৫

এছাড়া ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই ঃ

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ ২০ আরবী শিক্ষা ৩৫

প্রিয় নবী ২০ কোরআনে নবীদের ইতিহাস ৩৫

বিমলানন্দ শাসমলের

ভারতের রাজনীতি ও মুসলমান—৪০

এস. এফ. এ. বখ্‌শের

সুরা ফাতেহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব—৯০

বুদ্ধদেব রায়ের

বাংলা ও উর্দূ গজলের স্বরলিপি— ৩৫

এছাড়া—নজরুল সঙ্গীত কোষ ৭০ রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা ৫০

প্রাপ্তিস্থান

বাণী প্রকাশ/বাণী মনযিল

১২৯এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৭

আমাদের প্রকাশিত কালজয়ী গ্রন্থাবলী

ড. ওসমান গণী প্রণীত

চরিত্র ও সমাজ গঠনে হযরত মুহম্মদ (স.) ১৩০·০০

চরিত্র ও সমাজ গঠনে কোরআন শরীফ

হাদীউজ্জামানের

মুসলিম জাহান ঃ অতীত ও বর্তমান ৪৫·০০

পড়ে পাওয়া পরশ পাথর ৩৫·০০

সাগর সেচা মানিক ৬০·০০

নলেজ ক্যুইজ অব্ ইস্‌লাম ৪০·০০

হীরের টুক্‌রো

কুর্‌আনী গল্প পড়ি ঃ নূরাণী জীবন গড়ি

বড়দের বাল্যকাল

বিমলানন্দ শাসমল প্রণীত

ভারত কী করে ভাগ হল ৪০·০০, স্বাধীনতায় ফাঁকি ৫০·০০

ভারতের রাজনৈতিক দুর্নীতির উৎস সন্ধানে (যন্ত্রস্থ)

ইব্‌নে ইমাম প্রণীত

বিশ্বের ১১৮ ভাষার প্রবাদ ৬০·০০, কুঁড়েঘরের রাজা ২০·০০

দ্বীন ই-ইসলাম প্রণীত

কুরআনের অলৌকিক তথ্য ২০·০০

এ মান্নাফ প্রণীত

অমুসলিম লেখকের কলমে মুসলিম চরিত্র ও সমাজ

মুহম্মদ মুঈযুদ্দীন প্রণীত

অনাথা মেয়ে ২০·০০

ইউনিভার্সাল বুক সাপ্লাই

৯৬, পি. সি. সরকার (কলেজ) স্ট্রীট

স্টল নং ৯৬, কলকাতা-৭৩ ফোন ঃ ২৮-০৬২৫১

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন)

কোরআন পরিবর্তন ও বিকৃতির প্রয়াস ১৬

তায়েদুল ইসলাম

(আবু রিদা-র দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত)

কোরআন বিশ্ব-নিয়ন্তা মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর বাণী। সর্বযুগের, সর্বকালের, সর্বদেশের সত্য-সঠিক চিরন্তন পথের নির্দেশক। সে পথ কল্যাণের, চির-শান্তি-শৃঙ্খলার। তাই কায়েমী স্বার্থান্বেষী, সুবিধাবাদী, সুযোগসন্ধানী ও লোভাতুর মানুষের স্বার্থ, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার পথে প্রধান অন্তরায় এই কোরআনের যুগপৎ বাণী। সুতরাং যুগে যুগে এই অসৎ শ্রেণীর লোকেরাই কোরআন পরিবর্তনের দাবি তুলেছে, নিজেদের ঘৃণ্য স্বার্থ বাস্তবায়নের পথ মসৃণতর করে তুলতে। বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কোরআন নাযিলের প্রাথমিক যুগ থেকে কিভাবে এই পরিবর্তনের দাবি উঠেছে তা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন লেখক তায়েদুল ইসলাম। তিনি দৃষ্টান্ত টেনেছেন কোরআনের নাযিল-পূর্ব যামানা থেকে শুরু করে আমাদের সমসাময়িক কালের বাস্তব ঘটনাবলী থেকেই। সেই সঙ্গে আবু রিদা-র দীর্ঘ ভূমিকা এই বইয়ের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। অতীতের বহু নথীপত্র ঘেঁটে তিনি তুলে ধরেছেন কোরআন বিকৃতির প্রয়াসের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র। এই ভূমিকামূলক নিবন্ধে তিনি অতীতের পত্র-পত্রিকা, বইপত্র থেকে খুঁটে খুঁটে বের করেছেন অনেক হারিয়ে যাওয়া তথ্য।

নিবন্ধ সংকলন

দর্পণের পিছনে ২৬

আবু রিদা

সবলেরা দুর্বলকে কোণঠাসা করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে মানবেতিহাসের প্রাথমিক যুগ থেকেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে থাকে ক্ষমতা, আধিপত্য, প্রতিপত্তি, অর্থ এবং সর্বোপরি মিডিয়া। সেখানে নানা রঙ থাকলেও এই সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীন রঙ এক ও অভিন্ন। আবু রিদা রঙীন ও চটুল মিডিয়ার খবরাখবর মন্থন করে আবিষ্কার করেছেন অমৃত খবর। রটনা-ঘটনা ও প্রচার- প্রোপাগান্ডার অতল সাগরে ডুব দিয়ে তুলে এনেছেন সত্যলব্ধ দর্শন। দর্পণের চাকচিক্যময় প্রতিবিম্বের আসল চেহারা প্রত্যক্ষ করতে অর্ন্তদৃষ্টি প্রসারিত করেছেন 'দর্পণের পিছনে'। যা সত্য ও বাস্তব তা বলেছেন অকপটে। আবু রিদা-র কলম মানেই নতুন উপলব্ধি। সত্য দর্শন। সংখ্যালঘু ও বঞ্চিত শ্রেণীর মনের কথা। আবু রিদা-র দর্শন মানেই মোহিনী দুনিয়ার মাঝে এক খরা-ক্লিষ্ট জগৎ। আর এসব ছবি প্রত্যক্ষ করতে আপনাকে অবশ্যই চোখ রাখতে হবে 'দর্পণের পিছনে'।

নতুন গতি প্রকাশনী, ১বি স্যান্ডাল স্ট্রীট, কলকাতা-১৬
প্রাপ্তিস্থান : মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
ইসলামিক বুক সেন্টার : ২৭ বি, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আহ্‌সান আলী-র
বাংলা সাহিত্যে দুটি অনবদ্য সংযোজন

এস. ওয়াজেদ আলি : জীবন ও সাহিত্য ৫০

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. প্রাপ্ত গ্রন্থ]

এস. ওয়াজেদ আলি বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম দিক্‌পাল। প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণ-সাহিত্যে তিনি ছিলেন কালজয়ী সাহিত্যিক। ইসলামী সাহিত্যেও তিনি মুন্সিয়ানা দেখিয়ে তুলে ধরেছেন ইসলামের চিরন্তন ও অক্ষয় দর্শন। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি জগৎ ও মিডিয়া সেই সাহিত্যিককে চাপা দিয়েছেন ডাস্টবিনের ভিড়ে। এককথায় তিনি নিদারুণ অবহেলিত। তাঁকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর তাই আমরা তাকে প্রায় ভুলেই গেছি। কিন্তু ডাস্টবিনের সেই জঙ্গলের অতলে পরিশ্রমী গবেষণালব্ধ কোদাল চালিয়ে প্রফেসর মুহাম্মদ আহ্‌সান আলী তুলে এনেছেন *এস. ওয়াজেদ আলী : জীবন ও সাহিত্য*-এর অমূল্য রত্ন। তার এই গবেষণার স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন। এই গবেষণাপত্র থেকেই লেখক পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী।

কাব্যে বিশ্বনবী (সঃ) ১৮

বিশ্বের নানা ভাষায় মহামানব হজরত মুহাম্মদের (দঃ) জীবনেতিহাসের খুঁটিনাটি (detailed information) অকাট্য ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর জীবনের যাবতীয় ঘটনা একান্ত যত্নের সঙ্গে সাক্ষ্য-দলিল সমেত সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ। সংসারের সঙ্গে, রাজনীতির সঙ্গে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষের সঙ্গে তাঁর সংশ্রব, মহৎ শিক্ষা, বিমল আদর্শবাদ, নির্মল চরিত্র ও ধর্মীয় সাধনার সামগ্রিক রূপরেখা বিশ্বসাহিত্যে বিমূর্ত হয়েছে বার বার। বিশ্ব সভ্যতায় 'Ideal of Equality' 'সাম্যবাদের আদর্শ' হজরত মুহাম্মদেরই (সঃ) প্রথম এবং প্রধান দান।

আমীর, ফকীর, অভিজাত-অন্ত্যজ, কোরেশ বংশজ কুলিন ও কৃষ্ণকায় হাবশীর মধ্যে ভেদাভেদের মূলেই কুঠারাঘাত করেন। এই মহামানবের জীবনের ঐসব ঘটনাকেই কবি কাব্যের দোলায় পাঠকের মুক্ত চিত্তলোকে পৌঁছে দেবার প্রয়াসেই 'কাব্যে বিশ্বনবী (সঃ)'র পরিকল্পনা করেছেন। কাব্যের অনুপম ছন্দ, কবির আন্তরিকতা ও সুললিত ভাষা কাব্য-রসিকের অন্তরে নিশ্চিত সাড়া জাগাবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এই গ্রন্থখানির পরিশিষ্টে হজরত মুহাম্মদের (সঃ) সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী বাঙালী পাঠক সমাজের নিঃসন্দেহে যথেষ্ট উপকারে আসবে। প্রতিটি কবিতার শেষে নির্বাচিত কোরআন-হাদীস অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে জোগাবে ভিন্ন স্বাদের খোরাক।

নতুন গতি প্রকাশনী, ১বি স্যাম্ভাল স্ট্রীট, কলকাতা-১৬
প্রাপ্তিস্থান : মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
ইসলামিক বুক সেন্টার : ২৭ বি, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩

আপনি কি জানেন?

ইউরোপের মানচিত্র থেকে মুসলিম বসনিয়াকে চিরতরে বিলোপ সাধনের জন্য ইউরোপীয়রা তৈরী করেছিলেন গোপন-নীল-নক্‌শা। এই ঘৃণ্য চক্রান্ত বাস্তবায়িত করতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর এক গোপন চিঠিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডগলাস হগকে। এই গোপন চিঠি প্রকাশিত হয়েছে এই গ্রন্থে—

আবু রিদা-র ঐতিহাসিক গবেষণালব্ধ

রক্তাক্ত বসনিয়া ৪৮্

(পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ২য় সং)

এছাড়া এ বইতে আছে ঃ

বলকান, সার্বিয়া ও বসনিয়ার মুসলিম রাজত্বের উত্থান-পতনের তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস, বর্তমান সংঘর্ষের ধারাবাহিক বর্ণনা ও বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা, সার্বদের বীভৎস অত্যাচারের জীবন্ত চিত্র, আন্তর্জাতিক কমিউনিটি ও রাষ্ট্রসংঘের কদর্য ভূমিকা ও আরো অনেক অজানা ঐতিহাসিক তথ্য।

তসলিমা নাসরিন ঃ জীবনবোধ ও যৌনচেতনা (২য় সং) ৪৬্

আবু রিদা

ইসলামের বিরোধিতার অর্থই হল শান্তির বিরোধিতা, মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিরোধিতা, সুন্দরকে হত্যা করার অপপ্রয়াস। সমগ্র বিশ্বজুড়ে এই প্রয়াস চলছে অতি নির্লজ্জ ও জঘন্যভাবে। বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিনের সাম্প্রতিক ইসলাম বিরোধিতা ও মুসলিম কুৎসা তার কোন ব্যতিক্রমী আচরণ নয়, যুগে যুগে ইসলাম বিরোধিতারই এজেন্ট— রুশদি, তসলিমা। তসলিমার ব্যক্তিগত জীবনের কদর্যতা, বেলেল্লাপনা, যৌনচারিতা ও ইসলাম বিরোধিতার উৎস সন্ধান করেছেন আবু রিদা তাঁর 'তসলিমা নাসরিন ঃ জীবনবোধ ও যৌনচেতনা' গ্রন্থে।

নতুন গতি প্রকাশনী

১বি, সাণ্ডাল স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

পরিবেশক

মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

ইসলামিক বুক সেন্টার, ২৭বি, লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩

দুবাংলায় চেচনিয়ার একমাত্র দলীল

আবু রিদা-র

স্বাধীনতা জেহাদে চেচনিয়া ২৫্

মুসলিম ককেশাসের অন্যতম দেশ চেচনিয়া। জার রাশিয়া ককেশাস অঞ্চল জবরদখল করতে শুরু করে ৫০০ বছর আগে থেকে। চলতে থাকে অগ্রাসী জার শাসকদের নজীরবিহীন অত্যাচার-নিস্পেশন। এরপর কমিউনিস্ট রাশিয়াও মুসলিম এবং ইসলামীক সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস করতে চালায় বীভৎস জুলুম নির্যাতন। ১৫ লক্ষ মানুষকে গণনির্বাসিন দেন স্তালিন। অন্যদিকে, লড়াকু চেচেনদের দমন করতে পারেনি রুশ শাসকরা। কখনও। রাশিয়ার দানব-নখর থেকে চেচনিয়াকে মুক্ত রাখতে আজ আবার মরণপণ জেহাদে লিপ্ত চেচেনরা। এইরকম আরও অনেক তথ্য চাপা ছিল এতদিন। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার দুষ্প্রাপ্য গন্থাবলী ও দলীল-দস্তাবেজ থেকে অসংখ্য অজানা তথ্য প্রকাশিত হয়েছে আবু রিদা-র এই গ্রন্থে।

সত্যকে জানার জন্য পড়ুন

ইসলাম ও মাইকে আযান ২০্

সম্পাদনা ঃ আবু রিদা

মাইকে আযান সম্পর্কে মিডিয়ার মাধ্যমে জন মানসে ছড়ানো হচ্ছে নানান বিভ্রান্তি। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে স্থান পায় না। তাই সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে দিল্লি ও কলকাতার ইংরেজী, উর্দু ও বাংলা ভাষাভাষী বুদ্ধিজীবী, প্রাবন্ধিক, ইমাম, মুফতী, মাওলানা ও মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকার মতামত ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ স্থান পেয়েছে এই বইতে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কুৎসামূলক নিবন্ধসমূহের একটি বিস্তারিত জবাবও যুক্ত হয়েছে। ছাপা হয়েছে আদালতের পূর্ণাঙ্গ রায়ও।

নতুন গতি প্রকাশনী

১বি, স্যাডল স্ট্রীট, কলকাতা-১৬

পরিবেশক ঃ ইসলামিক বুক সেন্টার, ২৭বি, লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩
মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

এম. এ. রসিদ ও এমদাদুল হক নূরের

ইসলামী পকেট পঞ্জিকা

পঞ্জিকাটি পেয়ে মনে হবে
হাতে একটি মিনি বিশ্বকোষ পেয়েছেন

সন ঃ ১৪০৫

বাংলা, অসমিয়া, ইংরাজী, হিজরী সন তারিখসহ বিষয়বৈচিত্র্যে ঠাসা বাংলা ইসলামী পঞ্জিকা আর দ্বিতীয় নেই। এতে স্থান পেয়েছে কোরআন হাদীসের বাণী, প্রবাদ, মহানজনের মহান উক্তি, রাসূল্লাহ্‌র (সঃ) দোআ, পাঁচ কলেমা, নামাযের নিয়ত, নামাযের পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী সময়সূচী, ৫২টি ইসলামী রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি, কলকাতার কবরস্থানগুলির বিবরণ, কোথায় কোথায় বৈদ্যুতিক চুল্লি রয়েছে, কলকাতা কেন্দ্রিক থানাগুলির ফোন নাম্বার, ট্রেন ও চিকিৎসাসংক্রান্ত খবর, কোথায় কোথায় ২৪ ঘণ্টা ওষুধ-রক্ত ও অক্সিজেন পাওয়া যায়, বিমানসংক্রান্ত ফোন নাম্বার, ভ্রমণসংক্রান্ত ফোন নাম্বার, ট্যাক্সি ভাড়ার হিসাব, মন্ত্রীসভা, ফায়ার স্টেশনের ফোন নাম্বার, কলকাতার সেরা ডাক্তারদের নাম ঠিকানা, মুসলিম মতে শুভ বিবাহের তারিখ, রেডিওতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কখন কখন বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, কলকাতার বাসরুট, কলকাতার সমস্ত পিনকোড নাম্বার, এরকম আরও অজস্র বিষয়বৈচিত্র্যে ঠাসা এই অভিনব পঞ্জিকাটি বাংলা, আসাম ও ত্রিপুরার ঘরে ঘরে সমাদৃত। কয়েকটি মুসলিম এতিমখানা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সংবাদও এতে নিয়মিত থাকে।

পঞ্জিকাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল একজন অত্যন্ত সাধারণ মানুষ থেকে আধাশিক্ষিত, ছাত্র এবং উচ্চ শিক্ষিত— সবার মন ভরাতে পেরেছে এই পঞ্জিকাটি।

দুধসাদা কাগজে ঝকঝকে ছাপা, সুন্দর গেটআপ, মেকআপ— এমন সাজানো গোছানো বাংলায় কোন পঞ্জিকাই নেই। তাই ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের এটি একটি উপযুক্ত মাধ্যম। এ বিষয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পঞ্জিকাটি হাতে পেলে প্রতিটি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। মন ভরে উঠবেই।

ইসলামী পকেট পঞ্জিকা

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ৩০/এইচ/৫, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬
অফিস ঃ ১বি, স্যান্ডাল স্ট্রীট, কলকাতা-১৬
ফোন ঃ ২২৬-১৬৪৯

কলুটোলা মূলত উর্দূ গ্রন্থ সমৃদ্ধ বাজার কিন্তু এখানেও বাংলা বইপত্র প্রকাশ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে

মুসলিম লাইব্রেরী

সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও গ্রন্থকার

এ. টি. এম. রফিকুল হাসানের

ইসলামী বিশ্বকোষ ১৫০৲

ফুরফুরা শরীফের পাঁচ পীর ২৫৲

আলহাজ্জ নকিবউদ্দীন সাহেবের

কোরআন শরীফ

(বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ)

ফাজায়েলে আমল

এছাড়া অন্যান্য বাংলা, আরবী কিতাব ও কোরআন শরীফের জন্য আসুন

মুসলিম লাইব্রেরী

১১, কলুটোলা স্ট্রীট (দ্বিতল), কলকাতা-৭৩

মুহাম্মদ হেলালউদ্দীন-এর

সাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধানে ৩৫

ধর্মনিরপেক্ষতার সুদৃশ্য মোড়কে আবৃত ভারতবর্ষের অন্দরমহলে অনুসন্ধিৎসু চোখ নিয়ে যদি আমরা খানাতল্লাসী চালাই, দেখতে পাব সর্বত্রই যেন সাম্প্রদায়িকতার ছাপ। জাতীয় নেতৃবৃন্দ, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীগণ আসলে সবাই যেন সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজালে আবদ্ধ। সেই ভারত ভাণ্ডারের নানান উৎসে ব্যাপক খানাতল্লাসী চালিয়েছেন মুহাম্মদ হেলালউদ্দীন। আর খানতল্লাসীর তদন্ত সমীক্ষা ও অভিজ্ঞতা তিনি অকপটে গ্রন্থিত করেছেন তার প্রবন্ধ সংকলন—সাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধানে। তার অনুসন্ধানের পরিসর ও গভীরতা সত্যিই ব্যাপক। সাথে সাথে অনুসন্ধানের সূত্রও বেশ বিশ্বস্থ। আল্লামা ইকবালের—'সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান'-এর মোহনীয় রূপের মাঝে এক কুৎসিৎ চেহারার সন্ধান পেয়ে আমাদের বিস্মিত হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর কোথায়!

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর
সাম্প্রদায়িকতার আদি উৎস ব্রাহ্মণ্যবাদ
কমিউনিষ্ট আন্দোলন—সাম্প্রদায়িকতা ও বিবেকানন্দ
গোদেওতা কা দেশ মে
মুর্শিদাবাদের পথে প্রান্তরে

বাকচর্চা
১৪ আলীমুদ্দীন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

ইসলামিক বুক সেন্টার
২৭ বি লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩
মল্লিক ব্রাদার্স
৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১৩

রাজনীতির তপ্ত হাওয়ায় এক নতুন সংযোজন

আবু রিদা-র

হিন্দুরাজ পরিক্রমা ৩৫

বাবরী মসজিদ ধ্বংস ও তৎপরবর্তী দেশ ব্যাপী কুখ্যাত দাঙ্গার খলনায়ক বিজেপি ও শিবসেনা সহ হিন্দুত্ববাদী দলসমূহ। এছাড়া হাজারো দাঙ্গার পেছনে তাদেরই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ হাত। কাশী এবং মথুরার মসজিদ ধ্বংসও তাদের আগামী কর্মসূচী। অথচ সাম্রাজ্যবাদের দালাল একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়াসমূহ এই হিন্দুত্ববাদী দলগুলোকেই উদার ও প্রগতিশীল বলে প্রচার করছে। আবার গায়ে নিরপেক্ষতার প্রলেপ লাগিয়ে কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া প্রচার চালাচ্ছেন হিন্দুত্ববাদী দলগুলো ক্ষমতায় আসলে তাদের চরিত্র বদলাবে। তারা নিরপেক্ষ হয়ে উঠবে। তারা আর সাম্প্রদায়িক ও সংখ্যালঘু বিরোধী থাকবে না।

এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বাস্তব মূল্যায়ন **হিন্দুরাজ পরিক্রমা**। বিভিন্ন রাজ্যে ও কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। সেইসব রাজ্যে রাজ্যে ও কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপির কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ের একেকটি পরিক্রমায়।

হিন্দুরাজ পরিক্রমা-র মাধ্যমে জানা যাবে কিভাবে ক্ষমতাসীন বিজেপি প্রতারিত করে চলেছে জনগণকে। মুসলমানেরা কত নির্যাতনের শিকার। কিভাবে ইসলাম ও ইসলামী স্থাপত্য-সংস্কৃতি বরবাদ করে দেওয়ার অপপ্রয়াস চলছে। কেমনভাবে কবর দেওয়া হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতাকে। দাঙ্গার রক্তে কিভাবে কলঙ্কিত হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী গুণ্ডাদের হাত। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে দেশ ও জনগণের অর্থ।

এককথায়, ক্ষমতাসীন বিজেপির মিথ্যাচার, প্রতারণা, শঠতা, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, ইসলাম ও মুসলিম বিরোধিতার অসংখ্য বাস্তব দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হয়েছে **হিন্দুরাজ পরিক্রমা**-য় গভীর ও নিরপেক্ষ তদন্ত ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে।

নতুন গতি প্রকাশনী, ১বি স্যান্ডাল স্ট্রীট, কলকাতা-১৬

পরিবেশক

মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

ইসলামিক বুক সেন্টার, ২৭ বি লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩

পশ্চিমবঙ্গের ইসলামী পত্র-পত্রিকার জগতে এক বিপ্লবী পদক্ষেপ

আবু রিদা-র

সম্পাদনায় প্রকাশিত

ইসলামী সংস্কৃতি

ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

ইসলাম ও নারী

বিশেষ সংখ্যা

ইসলাম ও নারী প্রসঙ্গে এমন বিষয় ভিত্তিক বিশেষ সংখ্যা বাংলায় এর আগে আর কখনও প্রকাশিত হয়নি। উভয় বাংলার লব্ধ প্রতিষ্ঠ তরুণ ও প্রবীণ প্রাবন্ধিক ছাড়াও এই সংখ্যায় আন্তর্ভুক্ত হয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষার লেখকদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ। অন্যান্য ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামের নারীর পার্থক্য সহ ইসলাম ও নারী প্রসঙ্গের সমস্ত দিক কোরআন-হাদীসের আলোকে এবং বাস্তব তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করেছেন বিদগ্ধ লেখক গোষ্ঠী। ইসলামের আলোকে ও বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে অমুসলিম ও প্রগতিশীলদের দেওয়া ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদেরও যথোচিত জবাব দিয়েছেন প্রাবন্ধিকরা। মনে রাখতে হবে এটা শুধু পত্রিকা নয়, আপনার লাইব্রেরীতে সংগ্রহযোগ্য গ্রন্থাবলীর মতই বিশেষ মূল্যবান।

দাম ২০ টাকা মাত্র।

এখনও যারা সংখ্যাটি পাননি তারা যত সত্বর সম্ভব সংখ্যাটি সংগ্রহ করুন। কারণ এই সংখ্যাটি ছাড়া আপনার ইসলামী গ্রন্থ সম্ভার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে

পরিবেশক

■ **ইসলামিক বুক সেন্টার**, ২৭বি, লেনিন সরণী, কল-১৩

■ **মল্লিক ব্রাদার্স**, ৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কল-৭৩

শাহনূর বঙ্গানুবাদ

কোরআন শরীফ ২৫০/

মূল আরবী, বাংলা উচ্চারণ, অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ ৩০ পারা

ডাকে নিতে হলে
১০০/ অগ্রিম পাঠান

ইউরেকা বুক এজেন্সী

(পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা)
৫৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

জামাআতে ইসলামী হিন্দের

বাংলা-আসাম সম্মেলন

স্থান জামেয়া রহমানিয়া
ধুলিয়ান, মুর্শিবাদ
তারিখ ঃ ইং ঃ ২০, ২১, ২২ নভেম্বর '৯৮
বাংলা ঃ ৩, ৪ ও ৫ই অগ্রহায়ণ ১৪০৫
শুক্র, শনি ও রবিবার
জামায়াত কর্মী ভায়েদের প্রতি আবেদন

সম্মানিত ভাই,

আপনাদের অশেষ ত্যাগ ও কুরবাণীর বিনিময়ে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দীকাল যাবৎ ভারতবর্ষে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের বাস্তবায়ন এবং প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সর্বস্তরের মানুষের কাছে দ্বীন ইসলামের পরিচয় তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান শহরে জামায়াতের বাংলা-আসাম রাজ্য সম্মেলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই সম্মেলনটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছে দোওয়া করতে থাকুন।

ওয়াস সালাম

নাজিম, প্রচার বিভাগ
জামাআতে ইসলামী হিন্দ, পূর্বাঞ্চলীয় শাখা

মসজিদের মাইকে আযান বন্ধ করতে নতুন করে
চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠেছে। তাই
মাইকে আযানের স্বপক্ষে আন্দোলনের স্বার্থে

৪০% কমিশন দেওয়া হচ্ছে
অর্থাৎ ২০ টাকার বই পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ১২ টাকায়

ইসলাম ও মাইকে আযান ২০

এ সুযোগ পাওয়া যাবে

নতুন গতির অফিসে, লেখা প্রকাশনীতে (কলেজ স্ট্রীট) এবং কলেজ স্কোয়ার মসজিদের ভিতরে ইমাম সাহেবের দোকানে

এতে আছে

● শব্দদূষণ সম্পর্কিত হাইকোর্টের রায় ● কলকাতার মসজিদে ইমামদের কাছে পুলিশ কমিশনারের পাঠানো সার্কুলার ● ইসলাম ও আযান ঃ শরীয়তী প্রেক্ষাপট এবং লাউডস্পীকারের ব্যবহার—মাওলানা আব্দুল হান্নান ● আযান বিতর্ক ঃ অনর্থক হৈ চৈ — সাইয়েদ ইউসুফ ● মাইকে আযান সমস্যা ও এর প্রতিকার— সৈয়দ আলী ● আযান বিতর্ক ও শব্দদূষণ—মাওলানা মুহাম্মদ মারুফ আস-সালাফী ● পানি ঘোলা করার চেষ্টা— সম্পাদকীয় 'নতুন গতি' ● আযানে মাইক ব্যবহারের সমস্যার সমাধান করতে হবে পারস্পারিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে— আবু রিদা ● লাউডস্পীকারে আযান প্রসঙ্গ ঃ প্রকৃত বাস্তব— সম্পাদকীয়, 'আখবারে মাশরিক' (উর্দূ) ● মাইকে আযান ঃ প্রচারমাধ্যমের এই অপপ্রচার কেন?— এস. এ. মির্জা ● আযান ঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, তাৎপর্য ও গুরুত্ব— আব্দুর রাকিব ● হাইকোর্টের রায় পুনঃবিবেচনা করা হোক—ডাঃ রইসুদ্দীন ● মাইকে আযানের ওপর নিষেধাজ্ঞা সঙ্গত নয় ঃ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ—মহাম্মদ ঈসা ● শব্দদূষণ ঃ আযান ও কিছু কথা—মুহাম্মদ হেলালউদ্দীন ● খ্রীস্টান ও শিখ ধর্মে আযান নেই বলেই মাইকের ব্যবহার তাদের কাছে অত্যাবশক নয়—প্রতিবেদন, 'মীযান' ● আযান, পরিবেশদূষণ ও শব্দদূষণ—মুহাম্মদ মুজামউদ্দীন ● আযানের সুর মানসিক আনন্দ জোগায়—তায়েদুল ইসলাম ● মাইকে আযান প্রসঙ্গে প্রয়োজনে আন্দোলন ঃ নেতৃবৃন্দ—আবু রিদা ● মাইকে আযানের প্রাসঙ্গিকতা—এমদাদুল হক নূর ● মিডিয়ার সংগঠিত অপপ্রচারের জবাব: আযান বিতর্ক ও প্রগতিশীলদের 'ক্রুসেড'—আবু রিদা

প্রকাশিত হতে চলেছে

আবু রিদা-র

কোয়েম্বাটুর দাঙ্গা

বোমা বিস্ফোরণ ও তদন্ত রিপোর্ট

কোয়েম্বাটুর দাঙ্গা ও বোমা বিস্ফোরণ নিয়ে মিডিয়ায় চলছে নিরন্তর অপপ্রচার। তাই প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে এই গ্রন্থের অবতারণা। দাঙ্গার ঘটনার বিবরণ, দাঙ্গার প্রেক্ষাপট সৃষ্টির ইতিহাস, মানবতাবাদী সংগঠন পি ইউ সি এল-এর সরেযমীন তদন্ত রিপোর্ট ও অন্যান্য বেসরকারী তদন্ত রিপোর্ট এবং দাঙ্গার অন্তর্নিহিত বিশ্লেষণ এ বইয়ের মূল বিষয়বস্তু। উপরন্তু এই বইতে কয়েক পাতা রঙীন ছবি দাঙ্গা ও বিস্ফোরণের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে।

প্রকাশক

নতুন গতি প্রকাশনী

পরিবেশক

লেখা প্রকাশনী

৫৭/৬ কলেজ স্ট্রীট কলকাতা—৭৩

●

ইসলামিক বুক সেন্টার

২৭বি লেনিন সরণী কলকাতা—১৩

ওয়াক্‌ফ সিরিজ-১

প্রতিশ্রুতিমত এই সিরিজের প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে চলেছে

ওয়াক্‌ফ

বুনিয়াদী আইন ■ ইতিহাস ■ হাদীস

আবু রিদা

সম্পাদিত

এই বই থেকে জানা যাবে

- ওয়াক্‌ফের উৎস, তাৎপর্য ও পরিচয়
- ওয়াক্‌ফের বুনিয়াদী আইন ও নিয়ম-কানুন
- ভারতীয় ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের ধারাবাহিক ইতিহাস
- যেসব সহীহ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ওয়াক্‌ফ পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে সেসব হাদীসের সংকলন

বইটি বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়া উচিত। কারণ ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা মুসলিম সমাজ ও আর্থিক পরিকাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু ওয়াক্‌ফ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের প্রায় জ্ঞান নেই বললেই চলে। আবার বাজারে ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে কোনো বইও নেই। এই বইটি তাই বর্তমানে ওয়াক্‌ফের ওপর প্রথম বই। আবার বইটি ওয়াক্‌ফ জ্ঞানের শূন্যতা পূরণেও যথার্থ সহায়ক।

প্রাপ্তিস্থান

ইসলামিক বুক সেন্টার ঃ

২৭বি, লেনিন সরণী, কলকাতা—১৩

মল্লিক ব্রাদার্স

৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—৭৩

শাহাপাড়া সালফিয়া
এডুকেশন সেন্টার

শাহাপড়া
ডাক : শাহী শেরপুর
খড়গ্রাম
মুর্শিদাবাদ

যুগোপযোগী ও ধর্মীয় শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠান

- এই আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্রুত উন্নয়ন অব্যাহত।
- প্রতিষ্ঠানের দ্বিতল ভবন নির্মিত হয়েছে।
- অবশিষ্ট নির্মাণের কাজ চলছে।

এই আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের
পরিচালনা ও উন্নয়ন
অব্যাহত রাখতে
মুক্ত হস্তে
আর্থিক
সহযোগিতা করুন।

SAHAPARA SALAFIA
EDUCATION CENTRE
Sahapara
P.O. Shahi Sherpur
Murshidabad

১৯৮৪ সাল থেকে
নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে
সাপ্তাহিক
নতুন
গতি
সম্পাদক ঃ এমদাদুল হক নূর

১২ পাতার এই সাপ্তাহিকে আছে টাটকা তরতাজা সংবাদ, মুসলিম বিশ্বের খবর, দেশ বিদেশ এবং গ্রাম শহর থেকে চয়ন করা সংবাদ ও সমীক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাক্ষাৎকার, ফিচার, সমাজ, সাহিত্য, খেলাধূলা, মহিলা ও কিশোর বিভাগ, যৌবন সরস মন্তব্য, চাকরির খবরাখবর, মনীষীদের জীবনী ও উক্তি এবং আরও হাজারো বিষয়। বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহক হলে ডাক খরচ আমাদের।

প্রতিসংখ্যা ৩ টাকা ☐ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা

নতুন আকর্ষণ

মাসের শেষে

মাসান্তিক

মাসান্তিক সহ প্রতি মাসের শেষ সংখ্যাটির দাম ৪ টাকা। কেবলমাত্র যাঁরা বার্ষিক গ্রাহক হবেন তাঁদেরকে এরজন্য বাড়তি দাম দিতে হবে না।

এজেন্টগণ সরাসরি যোগাযোগ করুন

নতুন গতি

১বি, স্যাণ্ডাল স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ ফোন ঃ২২৬-১৬৪৯

বসিরহাট শহরে এখন সকলেরই প্রিয় পাত্র

প্রিয় বইঘর

* কোরআন শরীফ ● সমস্ত প্রকার ইসলামী বইপত্র ● বাংলাদেশের বই ● স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক ● কলকাতা ও বাংলাদেশের ইসলামী পত্র পত্রিকা।
* রেহেল ● তসবীহ্ ● আতর ● গোলাপপানি ● টুপি
* কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নতুন গতি ও সাপ্তাহিক মীযান।
* বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত মাসিক মদীনা, মুসলিম জাহান।
* এছাড়া কলকাতা এবং বাংলাদেশের বই ও পত্র-পত্রিকা অর্ডার দিলে যোগান দেওয়া হয়।

প্রিয় বইঘর

প্রোঃ আবদুল মাতিন

বসিরহাট ত্রিমোহিনী

(বসিরহাট আমিনিয়া মাদ্রাসার দক্ষিণে)

বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা

সাপ্তাহিক

মীযান

ইসলাম, ইসলামী সমাজ, রাজনীতি, মুসলিম দুনীয়া ও সংখ্যালঘুদের খবরাখবর, মতামত ও পর্যালোচনার দর্পণ

প্রতি সংখ্যা ৩.৫০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা—১৮৬ টাকা যাণ্মাষিক চাঁদা—৯৩ টাকা

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়

সাপ্তাহিক মীযান

২৭বি লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩ ফোন : ২৪৪ ০৯৮৭

ইসলামী পত্র-পত্রিকার জগতে বিপ্লবী পদক্ষেপ

ইসলামী সংস্কৃতি

ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

সম্পাদক ● আবু রিদা

ইসলাম ও নারী (বিশেষ সংখ্যা)

এখনও যারা পাননি তারা অবশ্যই এই অমূল্য সংখ্যাটি সংগ্রহ করুন

এতে রয়েছে ঃ

■ এ বাংলার লেখকদের নিবন্ধসমূহ ঃ

● কোরআনে নারী ● হাদীসে নারী ● ইসলামে নারীর অবস্থান— আবু রিদা ● ইসলামের বিপরীতে যুগে যুগে ইউরোপীয় ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যে নারীর অবস্থান— অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ যুবাইর সিদ্দীকী ● বিভিন্ন ধর্মে নারীর স্থান— আবু আতীবা ● ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে আধুনিক নারী—তায়েদুল ইসলাম ● ইসলাম ও সমাজ সংঘাতে নারী— অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আহ্সান আলী ● ইসলাম, আধুনিক নারী ও ভারতীয় সমাজ— আবদুর রাকিব ● ইসলাম, বিশ্ব জনস্বাস্থ্য সম্মেলন ও পাশ্চাত্য প্রোপাগান্ডা—আবু রিদা ● ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ : তালাক, বহুবিবাহ ও জনবিস্ফোরণ—মুহাম্মদ হেলালউদ্দীন।

■ বাংলাদেশের লেখকদের নিবন্ধসমূহ ঃ

● নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে পর্দার ভূমিকা— মোছা কবিতা সুলতানা ● উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ— মোখলেসুর রহমান

■ ইংরেজী থেকে অনূদিত নিবন্ধ ঃ

● ইসলামের বিপরীতে যুগে যুগে ইউরোপীয় ধর্ম সমাজ ও সাহিত্যে নারীর অবস্থান— অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ যুবাইর সিদ্দিকী ● ইসলামে নারী ও পারিবারিক জীবন আফিফ এ. তাব্বারাহ ● আমার দৃষ্টিতে পর্দা— খাওলা লাক্কাতা, ফ্রান্স

■ আরবী থেকে অনূদিত নিবন্ধসমূহ ঃ

● ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারীর অধিকার—ডঃ মুস্তাফা আস্ সাব্বায়ী, মিশর ● ইসলামী সমাজে মহিলাদের ভূমিকা—ডঃ মুহাম্মদ সাউদ ● নারী প্রগতি বনাম পর্দা প্রথা : ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সংঘাত—ফরিদ বেজদী আফেন্দী, মিশর ● বেজিং বিশ্বনারী সম্মেলন উপলক্ষে বিশ্বের মহিলামণ্ডলীর উদ্দেশে খোলা চিঠি—ছ'জন আন্তর্জাতিক চিন্তাবিদ।

■ উর্দূ থেকে অনূদিত প্রবন্ধ

তালাক—মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীক হাযারাবী ● নারী শিক্ষা ও ইসলাম-ডক্টর আবদুল আযীম ইসলাহী।

মনে রাখবেন, এ সংখ্যাটি যদি আপনি না পান তাহলে আপনি অবশ্যই কিছু হারাবেন

ইসলামী আর্টে চার রঙা কভার অফসেটে ছাপা ১৬০ পাতার সংখ্যাটির দাম মাত্র ২০ টাকা

ইসলামী সংস্কৃতি

ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

পরবর্তী বিশেষ সংখ্যা

ভারতীয় মুসলমান

উত্থান-পতনের অর্ধ-শতাব্দী

সম্পাদক ঃ আবু রিদা

স্বাধীনতার ৫০ বছরে ভারত ও ভারতীয় জনগণ সম্পর্কে অনেক মূল্যায়ন হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু তথ্যমূলক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা। কিন্তু অবহেলিত ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে প্রায় কোনো তথ্যই নেই ওইসব গ্রন্থ ও বইপত্রে। সেই ঘাটতি পূণ করেছে—ভারতীয় মুসলমান ঃ উত্থান-পতনের অর্ধ শতাব্দী। এই বই স্বাধীনতা পরবর্তী ৫০ বছরের ভারতীয় মুসলমানদের একটি সার্বিক মূল্যায়ন। জাতীয় স্তরের বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে এই গ্রন্থে। যা বাংলা ভাষায় স্বাধীনতা পরবতীয় ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র দর্পণ।

❑ পরিবেশক ❑

মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কল-৭৩

ইসলামিক বুক সেন্টার, ২৭বি লেনিন সরণী, কল-১৩

মুজতবা আল মামুনের

প্রথম কাব্যগ্রন্থ

হাস্নুহানাকে একটি প্রশ্ন ২০

যারা আধুনিক কবিতা ভালবাসেন না
এই আধুনিক কবিতাগুলো তাদের উদ্দেশ্যেই

নতুন গতি প্রকাশনী

Medi + Plus

44B, Ripon Street, Calcutta-16 Ph : 226 0682

Medi+Plus, a unique Centre for your total health care, where you can consult the specialists of the following disciplines of medical profession

General Surgery	:	Dr. L. S. Chen. M.S.
General Medicine	:	Dr. S. M. Hossain, M.B.B.S.
	:	Dr. T. K. Bhattacharya, M.D. (Cal)
Orthopaedics	:	Dr. Abul Hasan, M.S.
Paediatrics	:	Dr. Manzur Quader, M.R.C.P. (U.K.)
	:	Dr. P. K. Jaiswal, M.D.
Skin Specialist	:	Dr. A. F. M. Mobinuddin
Cardiology	:	Dr. A. K. Khan, M.N.A.M.S., M.D., D.M.
Plastic Surgery	:	Dr. S. A. Faizal, M.S., M.C.H.
E.N.T. Surgeon	:	Dr. Somnath Saha, M.S. (Cal)

We are looking forward to engage the service of other specialists shortly.
1. Psychiartry, 2. Acupunctiurist 3. Neurology, 4. Urology, 5. Oncology, 6. Physiotherapy.

নতুন গতি প্রকাশনীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী

আবু রিদা-র সংগ্রহযোগ্য গ্রন্থরাজি

১৯৯৮ এর বইমেলায় সদ্য প্রকাশিত

★ হিন্দুরাজ্যে পরিক্রমা [illegible]

কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি শাসনের এক তদন্তমূলক এবং অন্তর্ভেদী মূল্যায়ন

বিগত কয়েক বছরের প্রকাশিত গ্রন্থসম্ভার

● দর্পণের পিছনে ২৬্ (প্রবন্ধ [illegible])

আজকের দুনীয়ায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম জাতি নির্দয় শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার। ভারতের সংখ্যাগুরু নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া ও বিশ্বব্যাপী ইহুদী-খ্রীষ্টান নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া-দর্পণে সে চিত্র বিরল। সেই চেপে যাওয়া চিত্র উন্মোচিত হয়েছে আবু রিদা-র কলমে।

[illegible] বসনিয়া ৪০্ (পরিসমাপ্তি ও পরিবর্তিত [illegible])

সর্বকালে খ্রীষ্টান ইউরোপে মুসলমানদের পরিণতি একই। তবুও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বসনিয়ার মত এত বীভৎস অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্ষণ ও ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয়নি পৃথিবীর আর কোথাও। ইতিহাসের দুষ্প্রাপ্য পাতা ও চটুল বিশ্ব-মিডিয়া মন্থন করে এসবেরই আনুপূর্বিক বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন আবু রিদা তাঁর সাবলীল কলমে।

[illegible] চেচনিয়া [illegible]

চেচনিয়ার এমন সামগ্রিক ও স্বতন্ত্র ইতিহাস রচিত হয়নি এর আগে।

[illegible] ও [illegible]

আবু রিদা সম্পাদিত

[illegible] ও [illegible] আপন [illegible]

তায়েদুল ইসলামের

[illegible] পরিবর্তন ও বিকৃতির প্রমাণ [illegible]

(আবু রিদা-র দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত)

ড. আহ্সান আলী-র দুটি অনবদ্য গ্রন্থ

● কাব্যে বিশ্বনবী (সঃ) ১৮

মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবন ও কর্মকাণ্ডের খণ্ডচিত্র ঝংকৃত হয়েছে ড. আলীর কাব্যিক সুর ও ছন্দে।

● এস. ওয়াজেদ আলি ঃ জীবন ও সাহিত্য ৫০্

লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন এই সন্দর্ভপত্র থেকেই।

পরিবেশক ঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

ইসলামিক বুক সেন্টার, ২৭বি, লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩